উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাঘব ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন

ইরানের হিটলিস্টে মধ্যপ্রাচ্যের ৮ সেতু ৭

জোড়া হারেও পজিটিভ ভাবনায় রাহানে খুঁজছেন উত্তরণের পথ ১৩

শিলিগুড়ি ২০ চৈত্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 4 April 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 314

মোথাবাড়িতে অ্যাকশন নিতে দেরি, মানলেন এডিজি। তবে, ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন মোথাবাড়িতে, কার ইন্ধনেই বা আটকে রাখা হয়েছিল বিচারকদের- এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। কমিশনের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে মোথাবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন এনআইএ আধিকারিকরা।

মোথাবাড়ির মাথার খোঁজে

সিআইডি'র জালে মোফাক্কেরুল

শিলিগুড়ি ও মোথাবাড়ি, ৩ এপ্রিল : মোথাবাড়ির অশান্তিতে সিআইডি আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করল বটে। কিন্তু বিতর্ক এড়াতে পারল না। পুলিশ বা সিআইডির আগে পুলিশ হেপাজতে থাকা অবস্থায় ওই আইনজীবী ফেসবুক লাইভে নিজের গ্রেপ্তারের খবর দেন। শুক্রবার

সকালে সিআইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর থানায় নেওয়ার পথে পুলিশের গাড়িতে তিনি ছবিও তোলেন। সেই ছবি ও অন্য একটি পোস্ট তিনি ফেসবুকে দেন।

পুলিশ হেপাজতে থাকার সময় তিনি কীভাবে ফেসবুক লাইভ করলেন, তা নিয়ে শিলিগুড়ির ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি পুলিশের অন্য এক কর্তা শুধু সাফাই দেন, 'গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। শিলিগুড়ি পুলিশ শুধু সহযোগিতা করেছে। তাই এব্যাপারটা সিআইডি ভালো বলতে পারবে।' সিআইডিও কিছু বলেনি।

মোথাবাড়ির ঘটনাস্থল দেখতে গিয়ে এডিজি (উত্তরবঙ্গ) কালিয়াপ্পন জয়রামন শুক্রবার বলেন, 'মোফাক্কেরুল ইসলাম মোথাবাড়ির ঘটনার মূল প্ররোচনাদাতা। ওঁর উসকানিমূলক বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ওঁকে ধরার জন্য আমরা সিআইডির সাহায্য নিয়েছিলাম। আক্রামুল বাগানি নামে আরও একজনকে বাগডোগরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মালদায় আনা হয়েছে।'

এডিজি জানান, মোফাক্কেরুলের বিরুদ্ধে কালিয়াচকে একাধিক মামলা আছে। তিনি মেনে নেন, 'আমাদের বিচারকদের উদ্ধারের কাজে দেরি হয়েছে। কারণ, সেখানে অনেক মহিলা এবং বাচ্চা ছিল।

এরপর বারোর পাতায়

মোথাবাড়ির ঘটনায় তদন্তে এনআইএ আধিকারিকরা। শুক্রবার বিকেলে। ছবি : অরিন্দম বাগ

এনআইএ'র প্রশ্নে পুলিশ

অরিন্দম বাগ ও সেনাউল হক

মালদা ও মোথাবাড়ি, ৩ এপ্রিল : গঙ্গাপ্রসাদ কলোনিতে রাস্তার পাশে ডোবার ধারে দুটি ছোট মরা গাছ। হামলার ঘটনায় এখানেই বিচারকদের কনভয়ের পাইলট গাড়িটি উলটে গিয়েছিল। পুলিশ এমনটাই রিপোর্ট দিয়েছে। অথচ গাছ দুটির কিছুই হয়নি। আস্ত গাড়ি উলটে গেলেও কী করে গাছ দুটি একদমই অক্ষত থেকে যায়? এনআইএ-র (জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা) আধিকারিকদের এটাই প্রশ্ন। তবে শুধু এই একটি প্রশ্নই নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের একের পর এক প্রশ্নবাণে পুলিশের বর্তমানে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা।

কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজে যুক্ত থাকা বিচারকদের হেনস্তার ঘটনার তদন্তে

এরপর বারোর পাতায়

ভোট নিয়ন্ত্রণে জঙ্গি-ছক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রাজ্যের বেশ কিছু বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় হয়েছে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্র। আর তাদের সাহায্য নিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করছে আল-কায়দা, লস্কর-ই-তৈবা, জেএমবি, আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর মতো একাধিক ভারতবিরোধী শক্তি। মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা- এই ছয় জেলার বেশ কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের টাকা খাটছে বলেও দিল্লিতে সতর্কবার্তা দিয়েছে একাধিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এসআইআর-এর ফলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত গ্রামগুলিতে নিজেদের সংগঠন বৃদ্ধির জন্য মরিয়া হয়েছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। নিরীহ মানুষদের সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে গ্রামে গ্রামে প্রচার শুরু করেছে তারা। ফলে বুঝেশুনে অনেক হিসেব কষেই এনআইএ-কে মোথাবাড়ি কাণ্ডে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই মত বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের।

গোয়েন্দাদের খবর অনুসারে, বাংলাদেশ থেকেই উত্তরবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতে ভোট নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করছে জেএমবি এবং আল-কায়দা। তিন জেলা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় তাদের স্লিপার সেলের দুশোর বেশি সদস্য অতিসক্রিয় হয়েছে। তারাই অর্থ সরবরাহ করছে। এসআইআর ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সদস্য সংগ্রহ এবং মগজধোলাইয়ের কাজ করছে এবিটি-এর স্লিপার সেলের সদস্যরা।

এরপর বারোর পাতায়

বিধানসভার ফলের ভিত্তিতেই পুর-টিকিট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : আগামী বছর শিলিগুড়িতে পুরভোট। তাতে কোন ওয়ার্ড থেকে কে প্রার্থীপদ পাবেন তা এবারের বিধানসভা ভোটই ঠিক করে দেবে। বিধানসভা

বার্তা তৃণমূলে

ভোটে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে কোন কোন ওয়ার্ডে দলের পক্ষে লিড আসছে, কোন ওয়ার্ডে কোন নেতা-নেত্রী সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করছেন, সবই নজরে রাখা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বের তরফে প্রতিটি ওয়ার্ডে এমনই বার্তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নিজে কাউন্সিলার,

এরপর বারোর পাতায়

জঙ্গল লাগোয়া বুথ। মেটেলি ব্লকের বিচাভাঙ্গা বনবস্তি প্রাথমিক স্কুল।

বুথ নিয়ে সমস্যা

শ্যাডো জোনে অপটিক ফাইবার

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৩ এপ্রিল : কোথায়, কত ‘শ্যাডো জোন’ রয়েছে তার তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলার কোন কোন বুথে মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে, ইতিমধ্যে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১৯২২টি বুথ রয়েছে। এর মধ্যে ১২৮টি বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্পর্শকাতর বুথগুলির পাশাপাশি এমন কিছু বুথও রয়েছে, যেগুলি নেটওয়ার্কবিহীন বা দুর্বল নেটওয়ার্কের এলাকায় অবস্থিত। সেগুলিকেই প্রশাসনের তরফে ‘শ্যাডো জোন’ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং সেখানে বিকল্প প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হল বিস্তীর্ণ জঙ্গল ও দুর্গম এলাকা। গরুমারা, লাটাগুড়ি, চাপড়ামারি, বৈকুণ্ঠপুর সহ একাধিক জায়গায় রয়েছে বড় জঙ্গল এবং জঙ্গল সংলগ্ন বসতি। এলাকাগুলির বহু জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা এখনও দুর্বল বা অনুপস্থিত। ফলে নির্বাচন চলাকালীন নজরদারি বজায় রাখতে প্রশাসনকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রত্যেকটি বুথেই সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি থাকবে। সেই ক্যামেরার লাইভ ফুটেজের মাধ্যমে কমিশনের আধিকারিকরা দিল্লিতে বসেই বুথগুলির পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন। তবে যেসব এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই বা অত্যন্ত দুর্বল, সেখানে লাইভ ফুটেজ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই জেলার কোথায় কোথায় এই ধরনের ‘শ্যাডো জোন’ বা ছায়া অঞ্চল রয়েছে, তার বিস্তারিত তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

ইতিমধ্যেই ময়নাগুড়ি ব্লকের গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন রামশাই এলাকার একটি বুথকে শ্যাডো জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই বুথে মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছানোর জন্য একটি মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে প্রশাসন। প্রয়োজনে সেখানে অস্থায়ীভাবে নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। কোনও ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে অপটিক ফাইবারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগস্থাপনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। মাল মহকুমাতেও বেশ কয়েকটি শ্যাডো জোন রয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে সেই তালিকা তৈরি করে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

> **মহকুমার সমস্ত শ্যাডো জোনের তালিকা কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিতে সেখানে ব্রডব্যান্ড সংযোগের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।**
>
> **উৎকর্ষ খান্ডাল**
> মহকুমা শাসক, মাল

মাল মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল বলেন, ‘মহকুমার সমস্ত শ্যাডো জোনের তালিকা কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিতে সেখানে ব্রডব্যান্ড সংযোগের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।’ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পেলেই কীভাবে ওই এলাকাগুলিকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যায়, সে বিষয়ে প্রযুক্তিগতভাবে কাজ শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি।

কার্সিয়াংয়ের লোকালয়ে ব্ল্যাক প্যান্থার

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : লোকালয়ে বারবার চলে আসছে ব্ল্যাক প্যান্থার। কার্সিয়াংয়ের বাগোরা রেঞ্জে শিডিউল-১ তালিকাভুক্ত এই বন্যপ্রাণীর দেখা পেয়ে স্বভাবিকভাবেই আতঙ্কিত স্থানীয়রা। প্রশ্ন উঠছে, বনাঞ্চলে পর্যাপ্ত খাবার না পেয়ে কি সেগুলি বাইরে চলে আসছে? বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে এসে খাবারের সন্ধানে যেখানে-সেখানে মুখ দেওয়ার ফলে সংক্রমণের আশঙ্কাও দেখছেন পশু চিকিৎসকরা।

পাহাড়ি জঙ্গলে যাতে বন্যপ্রাণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর দিয়েছে বন দপ্তর। তবে বন্যপ্রাণ বাড়লেও জঙ্গলে খাবারের জোগান পর্যাপ্ত রয়েছে কি না তা নিয়ে বন দপ্তরের তরফে খুব একটা উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার বাগোরা রেঞ্জের একটি হোমস্টেতে খাবারের সন্ধানে গভীর রাতে আচমকা ঢুকে পড়ে একটি ব্ল্যাক প্যান্থার। যদিও এমন ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

কার্সিয়াং বন দপ্তরের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলছেন, ‘হ্যাবিট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট স্কিমের আওতায় বনাঞ্চলে ফলের গাছ লাগানো হয়। বিশেষ করে ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনে বেশি করে গাছ লাগানো হয়।’ সেক্ষেত্রে সেখানে তৃণভোজী প্রাণী অর্থাৎ হরিণের উপস্থিতি থাকার কথা।

কেন বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসছে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে রেঞ্জ অফিসার সুনীল রাই বলেন, ‘জঙ্গল এলাকা লাগোয়া গ্রাম হওয়ায় মাঝেমধ্যেই সেখানে ব্ল্যাক প্যান্থার চলে আসে। বর্তমানে এখানে ব্ল্যাক প্যান্থারের সংখ্যা বেড়েছে। জঙ্গল এলাকায় প্রচুর বন্য শুয়োর, হরিণ ও ভালুক রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন লোকালয়ে খাবারের জন্য চলে আসছে তা বুঝতে পারছি না। খাদ্যাভ্যাস বদলেছে কি না তা জানতে সত্যিই এব্যাপারে আরও বেশি গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।’

লোকালয়ে ঢুকে ডাস্টবিনে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা মাংসের পদের উচ্ছিষ্ট কিংবা মৃত প্রাণীর দেহাংশ খেলে তার থেকে বন্যপ্রাণের শরীরে জীবাণু ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে বলে পশু চিকিৎসক ডাঃ সুখদেব সরকার জানালেন। তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে বনে পর্যাপ্ত খাবার না পেলে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিড়িয়াখানায় থাকা বন্যপ্রাণীদের শিকার করার প্রবণতা কমে যাওয়া লক্ষ করা যায়। তবে মুক্ত, মাংসাশী প্রাণীরা যদি শিকার না করে, সেক্ষেত্রে আরেকটি কারণ থাকে। তা হল তাদের শিকার করার ক্ষমতা কমে যাওয়া। সেক্ষেত্রে খাবারের জন্য তারা লোকালয়ে চলে আসে।’ যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বন সংরক্ষণের এক অবসরপ্রাপ্ত বনাধিকারিক বলেন, ‘সরকারি ফান্ডের অভাব রয়েছে বন দপ্তরে। ফলে জঙ্গলে বন্যপ্রাণের খাবারের জোগান মেটানো সম্ভব হয় না। কর্মী পর্যন্ত নেই। বনাঞ্চলে একাধিক হোমস্টে গড়ে ওঠা ইকোসিস্টেম ধ্বংস হওয়ার পিছনে একটা বড় কারণ।’

অবাক ইটাহার, পাশে নেই পরিবার

আগেও ধৃত মোফাক্কেরুল

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৩ এপ্রিল : ‘আমি ওর এই কার্যকলাপ ভালোভাবে দেখছি না।’ কথাটা বললেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহম্মদ মোস্তাক হোসেন। রাজ্যবাসী অবশ্য তাঁকে শুক্রবারের আগে অবধি চিনতেন না। তিনি সদ্য গ্রেপ্তার হওয়া মোফাক্কেরুল ইসলামের বাবা।

মোথাবাড়ি কাণ্ড নিয়ে সাম্প্রতিক রাজ্য রাজনীতি সরগরম। নির্বাচনি আবহে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে মোফাক্কেরুলকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। তবে কে এই মোফাক্কেরুল? ইটাহারের এই সাধারণ চেহারার তরুণ কীভাবে নেতা হয়ে উঠলেন? কৌতূহল রয়েছে আমজনতার মনে।

উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থানার দৌলতপুর গ্রামে মোফাক্কেরুল ইসলামের আদি বাড়ি। তবে গত বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁরা ইটাহারের পোরষা এলাকার বাসিন্দা। বাবা ইটাহারের কচুয়া হাই মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। সেজো ছেলে মোফাক্কেরুল ইটাহার হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর ভাগলপুর থেকে ওকালতি পাশ করে নিজেকে হাইকোর্টের আইনজীবী পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন প্রায় দেড় দশক আগে। তারপর অবশ্য তিনি কার্যত ইটাহারছাড়া হয়ে যান।

শুক্রবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, পরিবারের সকলেই নমাজ পড়তে মসজিদে গিয়েছেন। প্রতিবেশীদের অনেকেই ততক্ষণে জেনে গিয়েছেন, পাড়ার ছটফটে ছেলেটা গ্রেপ্তার হয়েছে। কারও মনে প্রশ্ন, হাইকোর্টের আইনজীবী মোফাক্কেরুল গ্রেপ্তার? কেউ আবার বললেন, তিনি বৈধ ভোটারদের নাম ‘ডিলিট’ হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে থেকে মানুষকে সাহায্যই করেছেন। তবে বাবা মোস্তাকের কথায়, ‘সে কি গোটা রাজ্যের মানুষের ঠিকা নিয়ে বসেছে? আমি ওকে বারবার সতর্ক করেছি, সমাজের জন্য কাজ করো, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে বা বেআইনি কোনও কাজ করবে না।’

- গত বেশ কয়েক বছর ধরে মোফাক্কেরুলের পরিবার ইটাহারের পোরষা এলাকার বাসিন্দা
- পরিচিতরা জানালেন, ছোট থেকেই ভীষণ বুদ্ধিমান ও ধুরন্ধর প্রকৃতির ছেলে
- শ্লীলতাহানি ও তপশিলি জাতি-উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনে গ্রেপ্তার হয়ে জেলও খেটেছিলেন

> **সে কি গোটা রাজ্যের মানুষের ঠিকা নিয়ে বসেছে? আমি ওকে বারবার সতর্ক করেছি, সমাজের জন্য কাজ করো, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে বা বেআইনি কোনও কাজ করবে না।**
>
> **মহম্মদ মোস্তাক হোসেন**
> মোফাক্কেরুল ইসলামের বাবা

পরিচিতরা জানালেন, ছোট থেকেই ভীষণ বুদ্ধিমান ও ধুরন্ধর প্রকৃতির ছেলে মোফাক্কেরুল। আইনজীবী হওয়ার পর পসারও জমে। তুখোড় বাগ্মিতায় মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রপ্ত করেন। বছর কয়েক আগে একটি এনজিওর তরফে ইটাহার সহ বিভিন্ন এলাকায় আইনি সচেতনতা শিবির ও সমাজমাধ্যমে প্রচারের সৌজন্যে নেটিজেনদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

আবার তাঁর সম্পর্কে বিরূপ ধারণাও ভেসে বেড়ায়। ২০১৩ সালের দুর্গাপুজোর সময় দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে শ্লীলতাহানি ও তপশিলি জাতি-উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনে গ্রেপ্তার হয়ে মাস দেড়েক জেলও খেটেছিলেন মোফাক্কেরুল। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহার কেন্দ্র থেকে মিমের প্রার্থীও হয়েছিলেন। ভোট প্রচারে আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকেও এনেছিলেন। সাধারণ মানুষের ধারণা, বর্তমানে সুজাপুরের অশান্তির মাঝে গাড়ির বনেটে উঠে গলা ফাটানো মোফাক্কেরুলের হাত বেশ লম্বাই বটে।

ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা ও ফ্লেক্সে সেজে উঠেছে জয়ন্তী গ্রাম। শুক্রবার।

শেষ ভোটের আশঙ্কায় আক্ষেপ জয়ন্তীবাসীর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ এপ্রিল : একদিকে বয়ে গিয়েছে নদী, পাশেই উঁকি দিচ্ছে জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়। বক্সা টাইগার রিজার্ভের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়ন্তী বোর্ড ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের ভোটকেন্দ্র। বর্ষায় নদীর স্রোতের শব্দ শুনে ইভিএম টেপার অভিজ্ঞতা হোক বা ঘোর বর্ষায় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়া— এই বুথ নিয়ে স্থানীয়দের ঝুলিতে রয়েছে অসংখ্য স্মৃতি। কিন্তু ভোট আসা-যাওয়ার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ভিড়ে এবার যেন এক অদ্ভুত পিছুটান অনুভব করছেন ভোটাররা। প্রশ্ন উঠছে, এটাই কি জয়ন্তী ভোটকেন্দ্রে তাঁদের শেষ বিধানসভা নির্বাচন? গ্রাম স্থানান্তরের জল্পনার মাঝে এখন এই আক্ষেপ আর আবেগে ভাসছেন জয়ন্তীর বাসিন্দারা।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি বিধানসভার ২৩৯ নম্বর ভোটকেন্দ্রের আওতায় পড়ে পাহাড়তলির এই জয়ন্তী গ্রাম। দীর্ঘদিন ধরেই লোকসভা, বিধানসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচন, সব ভোটই এই স্কুলে দিয়ে আসছেন গ্রামবাসীরা। এবার ওই কেন্দ্রে ৩৪৩ জন পুরুষ এবং ৩৩০ জন মহিলা ভোটার রয়েছেন। তবে এ বছরই তাঁরা শেষবারের মতো এই বুথে ভোট দেবেন কি না, তা নিয়ে গ্রামে জোর চর্চা চলছে।

জয়ন্তীর বাসিন্দা শেখর ভট্টাচার্যের কথায়, ‘অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে এই গ্রাম স্থানান্তরিত হবে। সেইমতো অনেকেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে এখনও কিছু হয়নি। নির্বাচনের পরে যদি এই প্রক্রিয়া হয় তাহলে তো এবারই শেষ নির্বাচন হবে। সেটা আমাদের অফিশিয়ালভাবে এখনও কেউ জানায়নি।’

বসতি সরে যাওয়ার অপেক্ষা

বাঘের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে থাকা কয়েকটি গ্রাম স্থানান্তরিত করার আলোচনা অনেক আগেই হয়েছে। ইতিমধ্যেই জয়ন্তীর পার্শ্ববর্তী ভুটিয়া বস্তি এবং গাঙ্গুটিয়া বস্তি অন্যত্র সরানো হয়েছে। ভুটিয়া বস্তির বাসিন্দারা এবার নতুন ভোটকেন্দ্রে ভোট দেবেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী রাকেশ প্যাটেলের মতে, যদি এবছরই শেষবার নির্বাচন হয় তাহলে সেটা তাঁদের কাছে খুব আবেগের হবে। এই ভোটকেন্দ্রের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে। জঙ্গলঘেরা এলাকার ভোটকেন্দ্র হলেও কোনও বছর বন্যপ্রাণী দেখা যায়নি। তাই সেটা নিয়ে যেমন ভয় ছিল না, তেমনই ছবির মতো শান্ত এই গ্রামে কোনওদিনই রাজনৈতিক হিংসাও দেখা যায়নি।

জেলায় নির্বাচনের হাওয়া জোরদার হতেই, সেই আঁচ লেগেছে জয়ন্তীতেও। বড় কোনও কর্মসূচি না হলেও বিভিন্ন দলের পতাকা, পোস্টার পড়েছে। শুরু হয়েছে প্রচারও। বাসিন্দাদের স্থানান্তরিত করতে দেড় বছর আগে কাগজপত্র জমা হলেও বন দপ্তর এখনও চূড়ান্ত কিছু জানায়নি। অনেকের সম্মতি থাকলেও একাংশের মত নেই। এটাই ভোটের ইস্যু হয়ে উঠেছে। জয়ন্তীর বাসিন্দা অমন মাহাতোর কথায়, ‘বন দপ্তরের প্রকল্প কী অবস্থায় রয়েছে সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।’

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ORDER

Whereas the proposed visit of the Hon'ble Prime Minister of India to Cooch Behar District scheduled on 5th April, 2026

In pursuance of Org. no. 9879 (24)DS dated 02-04-2026 letter received from the DIG (Security), Director of Security, West Bengal, considering the security factor of high profile VVIP visit during the period, I, Shri Jitin Yadav, IAS, District Magistrate, Cooch Behar, declare No-Fly Zone for Remotely Piloted Aircraft Systems (Drones) across the entire District.

All private and commercial drone operators are directed not to fly drone during the above-mentioned period, anywhere within Cooch Behar District.

Any exceptions be granted only through explicit, prior written permission from the competent authority after rigorous vetting.

Any person violating the order during the period shall be liable for prosecution U/S 223 BNS.

Sd/-
District Magistrate
Cooch Behar

ব্যবসা বাণিজ্য

R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

কর্মখালি

রায়গঞ্জ লোকেশনের জন্য Site-Incharge পদে পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। অবশ্যই রায়গঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। Mob-9475718780. (C/121309)

•

উত্তরবঙ্গে বর্তমান পেশাকে বজায় রেখে, নিজ এলাকায় পরামর্শমূলক কাজে পুঃ/মহিলা চাই। M-9733170439. (K)

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। (M) 9635658503. (C/121162)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jalasi Sen W/o Late Sankar Roy, Ward No 11 দক্ষিণ মোয়ামারী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। গত 02.04.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 9351) বলে Jalasi Sen ও Swapna Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

•

I, Bankim Das, S/o-Late Norendranath Das, Vill-Chhabilpara, P.O-Samsi, P.S-Ratua, Dist-Malda. Vide an affidavit made dated 31/03/2026 before the ACJM at Chanchal that Bankim Das & Ranjit Das is the same and one identical person. (C/121292)

•

আমি গুরুদয়াল অধিকারী, গ্রাম+পোঃ- পূর্ব ডাউকিমারী, থানাঃ- ধূপগুড়ি, জেলাঃ-জলপাইগুড়ি, আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে (রেজিঃ নং ঃ- ২৯১) বাবার নাম ভুল থাকায় গত ৩০/৩/২৬ তাং জলপাইগুড়ি 1st ক্লাস J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে দয়াল অধিকারীর পরিবর্তে গুরুদয়াল অধিকারী নামে পরিচিত হইলাম। (C/121310)

•

আমি আবদুল্লা রহমান, পিতা : মজিবর রহমান, গ্রাম : পশ্চিম ঘুঘুমারি, ডাকঘর : টাপুরহাট, জেলা : কোচবিহার, ঘোষণা করছি যে আমার সমস্ত নথিতে পিতার নাম ‘মজিবর রহমান’ এবং তাঁর নিজস্ব নথিতে ‘মজিবর মিঞা’ নথিভুক্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে ‘মজিবর রহমান’ ও ‘মজিবর মিঞা’ একই ব্যক্তি এবং তিনি আমার পিতা। গত ২৭/০১/২০২৬ তারিখে কোচবিহার সদরের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই মর্মে হলফনামা (Affidavit) করা হয়েছে। (C/113750)

অ্যাফিডেভিট

ভুলবশত আমার বাবার নাম আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে মুদ্রিত হয়েছে Mohammad Lal Miah. গত 18.03.26 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার বাবার আসল নাম Lal Mohammad করা হল। উল্লেখ্য Lal Mohammad এবং Mohammad Lal Miah একজনেরই নাম। (S/N)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ ফর টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-১০৩, তারিখ ০১.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-১০৩। কাজের নাম : মালদা টাউন ডিভিশন : উচ্চ দূষণযুক্ত এলাকাগুলিতে বিদ্যমান সিডি ১০৫০ মিমির ইনসুলেটরগুলির বদলে সিডি ১৬০০ মিমিযুক্ত কম্পোজিট ইনসুলেটরের ব্যবস্থা দ্বারা ওএইচই-র নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য : ২,৩৫,৪২,৮৫৪.২৮ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,৭০,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ১০.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে ২৪.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরিউক্ত টেন্ডার-এর ক্ষেত্রে হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-04/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ পাওয়ার, দুপুর ১২.৩০ মন যে করে উড়ু উড়ু, বিকেল ৩.১৫ বলো না তুমি আমার, সন্ধে ৬.৩০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.০০ কি করে তোকে বলব

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সূর্য, দুপুর ১.০০ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ কর্তব্য, সন্ধে ৭.৪৫ আওয়ারা, রাত ১০.৩০ দুজনে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মনময়ূরী, বেলা ১১.৩০ বচ্চন, দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, রাত ৮.০০ নয়নমণি, ১০.৩০ তোর নাম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আগুন, রাত ৮.৩০ বিজয়িনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অগ্নিপরীক্ষা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০৬ দোস্তানা, দুপুর ১২.২০ বর্ডার, বিকেল ৩.৩৮ বনজারন, সন্ধে ৬.৫০ আন্টি নাম্বার ওয়ান, রাত ৯.২৭ রাম অবতার

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.০৮ লাল সিং চড্ডা, দুপুর ১২.৫০ রকেট্রি-দ্য নম্বি এফেক্ট, বিকেল ৩.২২ কাপুর অ্যান্ড সন্স, ৫.৩৮ রেস-টু, সন্ধে ৭.৫৯ রকেট সিং, রাত ১০.৩৩ হমসকলস

রকেট্রি-দ্য নম্বি এফেক্ট
দুপুর ১২.৫০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

বিজয়িনী রাত ৮.৩০
ডিডি বাংলা

দ্য সিক্রেট লাইফ অফ দ্য হার্মিট ক্র্যাব
দুপুর ১.১৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ দুপুরের পর কোনও ভালো খবরে বাড়িতে আনন্দ। কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। প্রেমে সামান্য অশান্তি। বৃষ : কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। উচ্চশিক্ষার্থীদের আর্থিক বাধা কাটবে। মিথুন : কারও কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করবেন না, নিরাশ হতে পারেন। বহুদিন আগের কোনও জিনিস হাতে পেয়ে অবাক হবেন। কর্কট : ব্যবসায় আয় ভালোই হবে। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করবেন না। আয়ের পথ সুগম হবে। সিংহ : পরিবার নিয়ে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। কাউকে বিশ্বাস করে বাড়ির কোনও গোপন কথা বলবেন না। কন্যা : কাজের চাপে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। বহু পুরোনো কোনও স্বপ্নপূরণ আজ হতে পারে। উপহারপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : খুব কাছের লোকের সহযোগিতায় বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পেতে পারেন। বৃশ্চিক : আপনার সামান্য কথার কারণে বাড়িতে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। বিকেলে বাড়িতে অতিথির আগমন। ধনু : সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা দূর হবে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। মকর : দাম্পত্য সুখ বজায় থাকবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। বাবার শারীরিক সমস্যায় চিন্তা বাড়বে। কুম্ভ : আপনার বুদ্ধির বলে সংসারে শান্তি ফিরে আসবে। কোনও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। পেটের সমস্যায় ভোগান্তির সম্ভাবনা। মীন : আর্থিক ক্ষতির দিক সামলে উঠতে পারবেন। সামাজিক কাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক চাপ কমবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১৪ চৈত্র, ৪ এপ্রিল ২০২৬, ২০ চ’ত, সংবৎ ২ বৈশাখ বদি, ১৫ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।৪৯। শনিবার, দ্বিতীয়া দিবা ৮।৪৫। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ৮।২৪ হর্ষণযোগ দিবা ১।২৭। গরকরণ দিবা ৮।৪৫ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৯।৩৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।২৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৪৫ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ৮।২৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৮।৪৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।৪ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৫ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৫।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৭ মধ্যে ও ৪।৪ গতে ৫।৩১ মধ্যে। যাত্রা – নাই, দিবা ৭।৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৮।৪৫ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইং- পর্ব্ব-ইস্টার স্যাটারডে। অমৃতযোগ – দিবা ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৩৫ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৩ এপ্রিল : শুক্রবার রাতে দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। ফ্ল্যাটে যে দম্পতির বসবাস, তাঁরা এদিন কাজে গিয়েছিলেন। কাজ থেকে ফিরে তাঁরা ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙা দেখে ভেতরে থাকা যাবতীয় সামগ্রী উধাও হয়েছে বলে তাঁরা টের পান। শিলিগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গুয়াবাড়ি এলাকায় বীণা কর্মকার নামে এক মহিলার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ঋণ শোধ করতে ৪০ হাজার টাকা একজনের থেকে ধার করে তিনি ঘরে এনে রেখেছিলেন। এদিন বাড়িতে তালা দিয়ে মা এবং মেয়ে ফুলের মালা গাঁথতে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঘরে ফিরে বীণার মেয়ে শুক্লা বিশ্বাস দেখেন, বাড়ি থেকে দুজন বেরিয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করতেই গ্রামবাসীরা জড়ো হন সেখানে। তারপরই দরজা ভাঙা দেখে চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হন।

এরই মধ্যে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করে। সেইসঙ্গে গ্রামবাসীরা দুষ্কৃতীদের ধরতে তল্লাশি চালাতে থাকেন। গুয়াবাড়ি এলাকায় ক্যানালে কাউকে ঝাঁপ দিতে দেখে স্থানীয়রা ঘটনাটি পুলিশকে জানান। পুলিশ ওই ক্যানাল থেকে একজনকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে। তাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। আটক তরুণের কাছে প্রাপ্ত তথ্য থেকে পুলিশ আরেক অভিযুক্তকে ধরতে জোরকদমে তল্লাশি চালানো শুরু করেছে। একই রাস্তায় ঠাকুরপাড়ায় আরেকটি বাড়িতে চুরি হয়েছে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে যানজট সমস্যা বাড়ছে। সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়ি যুব ঐক্যমঞ্চ শুক্রবার ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের কাছে স্মারকলিপি দিল। সংগঠনের তরফে বুলেট সিং বলেন, 'একতিয়াশাল জুনিয়ার হাইস্কুলের রাস্তায় অবৈধ পার্কিং বন্ধের জন্য ট্রাফিক প্রশাসনের তরফে নো পার্কিং বোর্ড লাগানো হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই জায়গায় পার্কিং করা হচ্ছে। যার জেরে ওই রাস্তায় যানজটের পাশাপাশি ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঘটনাও হচ্ছে।' এই সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলন আরও বাড়বে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের তরফে জানানো হয়েছে।

প্রার্থীর বিরুদ্ধে রাজুকে নালিশ আরেক নেতার

পদ্মের প্রচারে কোন্দল

সৌরভ রায়

ডাঙ্গাপাড়ায় দুর্গার সমর্থনে নির্বাচনি প্রচারে রাজু বিস্ট। শুক্রবার।

ফাঁসিদেওয়া, ৩ এপ্রিল : দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে সাংসদকে অভিযোগ বিজেপির মণ্ডল সহ সভাপতির। শুক্রবার বিধাননগর বিজলিমুনি চা বাগানের ডাঙ্গাপাড়ায় ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের পদ্ম প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর সমর্থনে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষী থাকলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। দলীয় কর্মীসভায় দুর্গার বিরুদ্ধে সাংসদের কাছে সরাসরি একরাশ অভিযোগ জানান বিজেপির বিধাননগর মণ্ডলের সহ সভাপতি সন্তোষকুমার ঝা। প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলের নেতার প্রকাশ্য বিরোধিতায় প্রচারের ময়দানে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যদিও রাজু গোটা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি অভিযোগকারী নেতাকে 'বিষয়টি দেখা হবে' বলে আশ্বস্ত করেন।

২০২১ সালে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন দুর্গা। ২০২৬ সালেও তাঁকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি। যদিও সন্তোষের অভিযোগ, বিধায়ক জনসংযোগ রাখেননি। এছাড়া এলাকার নিকাশি সমস্যার সমাধান হয়নি বলেও দাবি। সন্তোষ বলেন, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়লেও গত কয়েক বছরে এলাকায় বিধায়ককে বিশেষ দেখা যায়নি।'

সন্তোষের উদ্দেশ্যে রাজুকে বলতে শোনা যায়, প্রার্থী কে সেটা বড় কথা নয়, বরং পদ্মফুল ও মোদির মুখ দেখে ভোট দেওয়াটাই কাম্য। সাংসদ বলেন, 'বিধায়ককে আমি এলাকার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বলেছি।' সন্তোষ জানিয়েছেন, চার-পাঁচ মাস আগে তিনি চা বাগানের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা এবং বর্ষায় শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার আশঙ্কার কথা সাংসদের দপ্তরে লিখিত জমা দিয়েছিলেন। বিধায়কের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও তিনি বিজেপির হয়ে কাজ করবেন বলেও স্পষ্ট করেন।

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাবে দুর্গা তহবিলের সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'বছরে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা বিধায়ক তহবিল থেকে পাওয়া যায়, যা আগে ছিল ৬০ লক্ষ ছিল।' ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতবিশিষ্ট ফাঁসিদেওয়ার অসংখ্য বুথে এই টাকা ভাগ করলে উন্নয়নের বড় কাজ করা অসম্ভব বলে তিনি দাবি করেন। সন্তোষের ক্ষোভের প্রসঙ্গে দুর্গার বক্তব্য, 'এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। আমার কিছু যায় আসে না। তিনি ক্ষোভ থেকে বলতেই পারেন।'

বিজেপির এই কোন্দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ। তিনি বলেন, 'ভোটের আগে উদয় হওয়া সাংসদ ও বিধায়ককে দেখে দলীয় কর্মীরাই এখন বিদ্রোহ শুরু করেছেন। বিজেপি এই দশাই তাঁদের প্রার্থীর হার নিশ্চিত করছে।' অন্যদিকে, এদিনের কর্মীসভায় রাজু শাসকদলের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি সাফ বলেন, 'তৃণমূল ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং হিন্দুদের উপর নির্যাতন বাড়বে।' তবে রাজুর প্রচারসূচিতে জয়ন্তিকা ও বিজলিমুনি দুটি জায়গা থাকলেও সময় ও পরিস্থিতির কারণে তিনি জয়ন্তিকা চা বাগানে যেতে পারেননি।

অভিষেকের সভা ভরানোর লক্ষ্যমাত্রা

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড সংলগ্ন একটি হোটেলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে শুক্রবার রুদ্ধদ্বার বৈঠক হল। প্রায় দু'ঘণ্টার এই বৈঠক দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের তরফে ডাকা হয়েছিল। সেখানে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের প্রার্থী গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলা (সমতল)-র চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ম্যারাথন বৈঠকে শাসকদলের সর্বোচ্চ নেত্রীর ১০ প্রতিজ্ঞা প্রতিটি সাধারণ মানুষের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নেতাকে অন্তত ৫০টি বাড়ির টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রার্থীর সমর্থনে একটি বিশেষ লিফলেটও বিধানসভা এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। শুধু লিফলেট হাতে ধরিয়ে দিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সেসব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাও দিতে হবে। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিলিগুড়ির সভা নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা হয়। গৌতম জানিয়েছেন, আগামী সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় অভিষেক তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে সভা করবেন। সেই সভার মাঠ ভরাতে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে লোক নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে। অন্যদিকে, ভোট পর্যন্ত দলের কাজ করতে গিয়ে নেতা-কর্মীরা যদি কোনও সমস্যায় পড়েন, তাহলে দলের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে সাহায্য নিতে পারেন। দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ওই হেল্পলাইন নম্বর এদিন দিয়েছে। দলের প্রতিটি শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, ওয়ার্ড কাউন্সিলার, ওয়ার্ড অবজার্ভার, টাউন সভাপতি, ওয়ার্ড সভাপতি সহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দার্জিলিং জেলা (সমতল)-র চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'সাংগঠনিক ইস্যুতে একাধিক আলোচনা হল।' শনিবার মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা আসনের প্রার্থী এবং নেতৃত্বকে নিয়ে আইপ্যাকের বৈঠক করার কথা।

মেডিকেলে পুলিশ কমিশনার

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে সুরক্ষা সংক্রান্ত খোঁজখবর নিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। শুক্রবার মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে তিনি কয়েকজন নার্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (পিজিটি) সহ অন্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বিশেষত, মেডিকেল কলেজের হস্টেলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ কমিশনার খোঁজ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এদিন রাতে পুলিশ কমিশনার ভক্তিনগর থানায় যান। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে তিনি এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নেন।

একাকী।। শিলিগুড়িতে শুক্রবার দীপ্তেন্দু দত্তের ক্যামেরায়।

সোলার লাইটে বিধিভঙ্গের অভিযোগ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগরে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি- দুই দলের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রচুর। ভোটের দামামা বাজতেই ভোল বদলাচ্ছে এলাকার। অসন্তোষের ক্ষতে মলম লাগাতে শাসক-বিরোধী শিবির কোমর বেঁধে নেমেছে।

দিনকয়েক আগে বিধায়ক তহবিল থেকে সোলার স্ট্রিটলাইট লাগানো হয়েছে, যেখানে জ্বলজ্বল করছে শিখা চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত ওয়ার্ক শিডিউল বোর্ড। নির্বাচন ঘোষণা এবং প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর এধরনের বোর্ড লাগানো কতটা আইনানুগ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। 'এটা নির্বাচনি বিধিভঙ্গ', অভিযোগ ডাবগ্রাম-২'এর বিরোধী দলনেতা তৃণমূলের মজেন্দ্রনাথ রায়ের।

নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করার দৌড়ে পিছিয়ে নেই তৃণমূল কংগ্রেসও। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এলাকায় দফায় দফায় বসানো হয়েছে ডজনখানেকেরও বেশি সোলার লাইট। বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে সেই লাইটগুলোর গায়ে মার্কার পেন দিয়ে বড় বড় হরফে 'টিএমসি' লিখে দেওয়ায়। শাসকদলের বুথ সভাপতি সুশান্ত দে'র দাবি, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে এলাকায় আলোর সমস্যার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। সেই কর্মসূচির মাধ্যমে ২৬টি সোলার স্ট্রিট লাইট পাওয়া গিয়েছে। সবগুলোই বসানো হচ্ছে।' সরকারি প্রকল্পের সামগ্রীতে কেন একটি নির্দিষ্ট দলের নাম লেখা থাকবে, তা নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'সরকারি কাজে দলের নাম সেঁটে দেওয়া কোনওভাবেই কাম্য নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

তৃণমূলের মজেন্দ্রনাথের কথায়, 'পোলের গায়ে 'টিএমসি' লেখা নিয়ে আমি এখনও কিছু জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে, নির্বাচনি বিধির মধ্যে বিদায়ি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের নামপ্লেট মধ্য সোলার

পরস্পরকে নিশানা দুই ফুলের

লাইটের গায়ে লাগানো বিধিভঙ্গের শামিল।' বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'লাইট লাগানোর ওয়ার্ক অর্ডার আগেই পাশ হয়েছিল।' যদিও অর্ডার কবে পাশ হয়েছে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট জানাতে পারেননি। কাগজ দেখে বলা যেতে পারে বলে জানালেন।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার পাশাপাশি কিছু কিছু তৃণমূল কর্মীর বাড়ির ভেতরেই সোলার লাইট বসানো হচ্ছে। এক তৃণমূল কর্মী প্রবাল ঘোষের বাড়ির ভেতরে বসানো হয়েছে সোলার লাইট। যদিও প্রবালের সাফাই, 'বাইরে লাইট লাগালে মাথাটি তারের মাঝে আটকে যাচ্ছিল। সেজন্য আমার বাড়ির ভেতরে পোল বসানো হয়েছে। দরকারে সরিয়ে দেওয়া হবে।'

স্থানীয় স্বপন রায়ের কটাক্ষ, 'সারা বছর কারও দেখা না মিললেও এখন সোলার লাইট নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভোট না এলে হয়তো সেটাও হত না!'

পতাকা নিয়ে তর্জা

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ৩ এপ্রিল : রাতের অন্ধকারে সিপিএমের নির্বাচনি কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা লাগানোর অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডে। শিলিগুড়ি বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী জানান, এভাবে বিরোধীরা তাঁদের আটকাতে চাইছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সিপিএমের পাশে আছেন। তাঁর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে নির্বাচনি কার্যালয় ঘিরে তৃণমূলের দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘনঘন সিপিএমের প্রচারে এরকম আক্রমণ হওয়ায় এদিন পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, দলীয় পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগে কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে চোপড়ায়। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় চত্বর ও বাজার এলাকায় পতাকা-ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়ায়। শুক্রবার চোপড়া থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এলাকার কংগ্রেস প্রার্থী জাকির আবেদিন বলেন, 'কয়েকদিন আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ফের রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দলীয় পতাকা খুলে ফেলার পাশাপাশি কিছু ছিঁড়ে নষ্টও করেছে।' এদিন এলাকায় পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের ফ্লাইং স্কোয়াড টিম পৌঁছায়।

চোপড়া বিধানসভার তৃণমূলের নির্বাচনি কনভেনার তাহের আহমেদ অবশ্য বলছেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমাদের দলের কেউ এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত নেই। শাসকদলের বদনাম করতে কংগ্রেস নিজেরাই পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করে থাকতে পারে।'

শোভাযাত্রা

চোপড়া, ৩ এপ্রিল : হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুক্রবার চোপড়া ব্লকের সোনাপুরে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি সোনাপুর বাজারের হনুমান মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বাসস্টপ অব্দি পরিক্রমা করে। এরপর জাতীয় সড়ক হয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে শেষ হয়। মন্দির কমিটি জানিয়েছে, এবছর শোভাযাত্রার ৩১তম বর্ষ।

বাহিনীর 'নিয়ন্ত্রণ' চায় বিজেপি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে মুড়ে ফেলতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের ভয় কাটাতে বিভিন্ন এলাকায় চলছে বাহিনীর টহল। কিন্তু বাহিনীর সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিজেপি। কোথাও বাহিনীকে বসিয়ে রাখা, কোথাও শান্তিপূর্ণ এলাকায় টহল দেওয়ানোর অভিযোগ উঠছে। কিন্তু স্পর্শকাতর এলাকায় ঘোরানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের। তাই 'এক ডাকে বাহিনী'- চাইছে পদ্মশিবির। তারা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও দরবার করেছে।

'এক ডাকে বাহিনী'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিজেপি নেতারা বলছেন, প্রত্যেক জেলায় মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর অন্তত একজন আধিকারিকের ফোন নম্বর বিরোধীদের কাছে থাকলে ওই নম্বরে ফোন করে অশান্তির খবর বাহিনীকে দেওয়া সম্ভব। এতে বাহিনীও দ্রুততার সঙ্গে নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছে যেতে পারবে। এব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া, স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশমতো বাহিনীর চলার কথা। বিজেপি তাদের ব্যবহার করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে মানুষই প্রতিবাদ জানাবেন।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর আশঙ্কা, বহু এলাকায় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হতে পারে। রাজ্য পুলিশের কর্তারা তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে ভোট সংক্রান্ত ঝামেলা, গণ্ডগোলের জায়গা থেকে বাহিনীকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে পারে। সেসব এলাকায় জওয়ানদের পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারেন বিজেপি নেতেরা। বাপি বলছেন, 'নির্বাচন কমিশন যে পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাচ্ছে, তাতে মানুষের ভয় অনেকটা কেটেছে। কিন্তু তারা সক্রিয় না হলে, কমিশন সম্পর্কে মানুষের আস্থায় ভাটা পড়তে পারে। ভোটাররা নিরাপত্তা চান।' দলের রাজ্য সহ সভাপতি দীপক বর্মনও বললেন, 'বাহিনীকে আরও সক্রিয় করতে দলীয়স্তরে জানানো হয়েছে।'

গত বিধানসভা নির্বাচন এবং পরবর্তী সন্ত্রাস এখনও রাজ্যবাসী ভোলেননি। ওই ক্ষতচিহ্ন মনে করিয়ে দিয়েই এবার বিরোধীরা গতবারের চেয়ে বাড়তি বাহিনী মোতায়েনে কমিশনকে রাজি করাতে পেরেছে। কিন্তু এখন থেকেই বাহিনীকে বসিয়ে রাখার পাশাপাশি স্পর্শকাতর এলাকায় না নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে। তাতে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। মোথাবাড়িতে এখনই যা হয়েছে তাতে ভোটের দিনের পরিস্থিতি নিয়ে এখনই আশঙ্কিত বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতাদের একাংশের বক্তব্য, অতিরিক্ত বাহিনী এলেও রাজ্য পুলিশের কর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বা হবে। ইতিমধ্যে অনেক রাজ্য পুলিশের কর্তাকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু পুলিশের নীচুতলায় যেহেতু তেমন পরিবর্তন ঘটেনি, ফলে পরিস্থিতির তেমন বদল ঘটছে না বলে মনে করছেন বিজেপি নেতাদের মত। এই কারণে বিজেপি সহ তৃণমূল বিরোধী অন্য দলগুলি বাহিনীর সক্রিয়তা চাইছে।

গত বিধানসভা ভোটে শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। দিনহাটার বিদায়ি বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, 'বিজেপির ভোট নেই। আগাম হার বুঝতে পেরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে।' দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক বাহিনী পরিচালিত হবে।'

- কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা, শান্তিপূর্ণ এলাকায় টহল দেওয়ানোর অভিযোগ বিজেপির
- বাহিনীর সক্রিয়তার জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাজ্য নেতাদের
- আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে বিজেপি পালটা তৃণমূল

> নির্বাচন কমিশন যে পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাচ্ছে, তাতে মানুষের ভয় অনেকটা কেটেছে। কিন্তু তারা সক্রিয় না হলে, কমিশন সম্পর্কে মানুষের আস্থায় ভাটা পড়তে পারে।
>
> **বাপি গোস্বামী**
> *রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি*

নগেনের বাড়িতে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কোচবিহার, ৩ এপ্রিল : ভোটের আগে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের তৃণমূল ঘনিষ্ঠতা ও তৃণমূলের হয়ে নগেনের প্রার্থী দেওয়া নিয়ে 'সিঁদুরে মেঘ' দেখছে বিজেপি। নগেনপন্থী রাজবংশী ভোট তৃণমূলের দিকে চলে গেলে কোচবিহারের অনেক আসনের অঙ্ক ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, সেই আশঙ্কা থেকেই পদ্ম শিবিরের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাংসদের মান ভাঙানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবেই শুক্রবার বড়গিলায় তাঁর বাড়িতে পৌঁছোলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং যাদব ও গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।এদিন প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে সেখানে বৈঠক চলে। সূত্রের খবর, নগেন যাতে বিজেপির হয়ে প্রচারে নামেন সেই আবেদন জানানো হয়। দু'দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোচবিহারে আসছেন। সেখানের অতিথিদের তালিকায় নগেনেরও নাম রয়েছে। যদিও তিনি থাকবেন কি না তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। তবে তাঁর সঙ্গে দলের যে টানাপোড়েন চলছে তা বিজেপি নেতৃত্ব প্রকাশ্যে আনতে চাইছে না। তাই জেলা বিজেপির নেতারা বলছেন, এদিন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তাঁর বাড়িতে যাওয়া কোনও দলীয় কর্মসূচি নয়। ব্যক্তিগত পর্যায়েই সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হয়েছে।

সেই যুক্তি মানতে চাইছেন না দলেরই একাংশ। যখন ভোটের দামামা সপ্তমে বাজছে এবং প্রধানমন্ত্রী দু'দিন পরেই কোচবিহার সফরে আসছেন তখন স্রেফ সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি সাংসদের বাড়িতে গিয়েছেন, একথা বিশ্বাস করতে চাইছেন না কেউই। যদিও বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর কথা, 'সাংসদের বাড়িতে মন্ত্রীদের কী কর্মসূচি ছিল তা জানা নেই। হয়তো ব্যক্তিগত স্তরেই তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে।' তবে নগেন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং যাদব এবং সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক কথাবার্তা হয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কোচবিহারের রাজনীতিতে নগেন রায়কে নিয়ে প্রচুর চর্চা হচ্ছে। একদিকে তিনি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। আরেকদিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভরা জনসভা থেকে প্রকাশ্যেই বলেছেন, শীতলকুচির তৃণমূল প্রার্থী হরিহর দাস নাকি নগেন রায়েরই প্রার্থী। স্বাভাবিকভাবেই নগেন রায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজবংশী ভোট কোনদিকে থাকবে তা নিয়ে দুই দলের নীরব প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তৃণমূল যখন নগেন রায়কে নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে তাঁর মন জয় করতে ব্যস্ত তখন বিজেপিও নিজেদের সাংসদকে ধরে রাখতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনের কার্গো কামরা

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) বহু পুরোনো কার্গো কামরা শুক্রবার কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে এদিন এই কার্গো কামরা কু-ঝিকঝিক করতে করতে দার্জিলিং পৌঁছেছে, সেই ইঞ্জিনও ১৯২৫ সালে তৈরি। মূলত পর্যটকদের আকর্ষণ করতেই ডিএইচআরের এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

ডিএইচআর সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১৯৪৩-'৪৪ সালে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে এই পণ্যবাহী কার্গো কামরাগুলো তৈরি হয়েছিল। প্রথম দিকে এই কার্গো কামরাগুলো ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে যানবাহনের সংখ্যা অনেকাংশে বেড়ে যাওয়ায় রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হয়ে

যায়। যার জেরে দীর্ঘদিন এই পণ্যবাহী কামরাগুলি শিলিগুড়ি জংশনের ছাউনিতে পড়ে ছিল। চলতি বছরের ৩০ মার্চ এই পণ্যবাহী কামরাগুলো শিলিগুড়ি থেকে রংটং এবং পরদিন সেখান থেকে তিনধারিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে কার্সিয়াং।

বৃহস্পতিবার ১৯২৫ সালে তৈরি স্টিম ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেই কার্গো কামরাগুলি কার্সিয়াং থেকে ঘুমের পথে রওনা দেয়। শুক্রবার ওই কার্গো কামরাগুলোকে ঘুম থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাহাড়ি রাস্তায় যাত্রীবাহী টয়ট্রেন দেখতে অভ্যস্ত পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ। কিন্তু এদিন পণ্যবাহী টয়ট্রেন দেখে প্রচুর সাধারণ মানুষ এবং দেশ-বিদেশের পর্যটকরা সেই ছবি এবং ভিডিও মোবাইল ফোনে বন্দি করেছেন।

ভোটের আগে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, প্রশ্নে নিরাপত্তা

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধি চালু হওয়ার পর উনিশদিনের মধ্যে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অন্তর্গত বিভিন্ন থানা মিলিয়ে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ছ'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আগ্নেয়াস্ত্রগুলির অধিকাংশ বিহার থেকে শিলিগুড়িতে আনা হয়েছে। এত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পর শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্রের খবর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতীরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার রেকর্ড রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন মেট্রোপলিটান পুলিশের আধিকারিকরাও। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে মেট্রোপলিটান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে থানাগুলিকে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটের আবহে শহরে যাতে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র না ঢোকে সেই বিষয়ে নজর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি কাদের কাছে এই আগ্নেয়াস্ত্র যাচ্ছে, সেব্যাপারটা পরিষ্কার করতে ইতিমধ্যেই পাকড়াও হওয়া দুষ্কৃতীদের জিজ্ঞাসাবাদ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, গত ১২ ঘণ্টায় মাটিগাড়া ও এনজেপি থানার পৃথক দুটি ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ একাধিক কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এরমধ্যে মাটিগাড়া থানা এলাকায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম ভবেশ রায়। তিনি মাটিগাড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার রাতে মাটিগাড়া সার্ভিস রোড থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ পাচারের জন্য বন্ধুর টোটো নিয়ে বেরিয়ে গ্রেপ্তার হলেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শান্তিপাড়ার বাসিন্দা কার্তিক রায়। শান্তিপাড়া রেল আন্ডারপাস থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গত মাসের ২৭ তারিখও এনজেপি থানা এলাকায় একটি ওয়ান শটার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২০ মার্চ প্রধাননগর থানা এলাকার দার্জিলিং মোড় ও ১৮ মার্চ শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত সূর্য সেন পার্কের পিছন থেকে এক দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করা হয়। গোয়েন্দাদের একাংশের কথায়, একেই ভোট। এরমধ্যে এসআইআর-এর কারণে নাম বাদ যাওয়ার বিক্ষোভ। এত আগ্নেয়াস্ত্র শহরে কোনও ঝামেলা পাকানোর জন্য জড়ো করা হয়ে থাকতে পারে। তদন্তকারী আধিকারিকরাও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতীদের একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কি না, সেই দিকটি খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। অভিযোগ করা হয়েছে। তার গোটা পরিবারের বিরুদ্ধেই আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে কিশোরীর পরিবারের তরফে।'

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৩ এপ্রিল : ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চের তরফে এসআইআর-এ বিচারাধীন ভোটারদের হয়রানির প্রতিবাদে শুক্রবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের আহ্বায়ক পাশারুল আলম জানান, লক্ষ লক্ষ মানুষের বৈধ অধিকার ও জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। তারই প্রতিবাদে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বৈধ ভোটারদের বাদ দিয়ে ভোট হলে তা প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে জোরদার আন্দোলন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সূচি বদল

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : বদল হতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিলিগুড়ির কর্মসূচি। আগামী ১০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর রোড শো করার কথা ছিল নরেন্দ্র মোদির। কিন্তু দলের একাংশ রোড শো-র বদলে জনসভার দাবি করেছিলেন। সেই কর্মসূচি পিছিয়ে ১২ এপ্রিল হওয়ার কথা হয়েছে বলে খবর।

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অন্দরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের হোটেলগুলি সহ জনবহুল এলাকায় বিশেষ নজরদারি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন এয়ারভিউ মোড় থেকে বাঘা যতীন পার্ক পর্যন্ত মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা রাস্তার দু'ধারে থাকা সমস্ত হোটেলে ঢুকে বেশকিছু তথ্য নেওয়া নেন। কোন হোটেলে কতগুলো রুম রয়েছে, কতগুলো রুম খালি রয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সভার সময় কোনও রুম আগাম বুকিং রয়েছে কি না, এসব তথ্য নেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি পরিবর্তন হতে পারে। ১০-এর বদলে ১২ এপ্রিল হওয়ার সম্ভাবনা। তবে রোড শো নাকি জনসভা তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।'

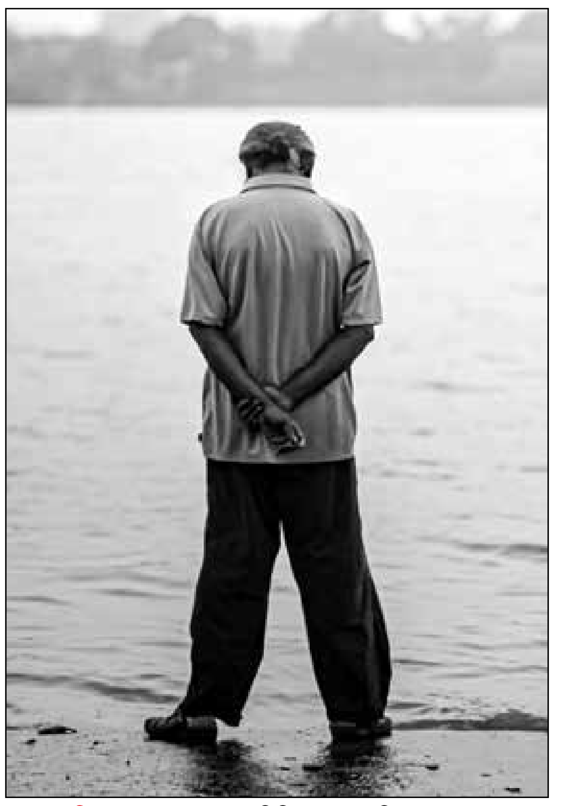

নিঃসঙ্গ।। *কলকাতায় ছবিটি তুলেছেন বিবেক ঘোষ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উত্তরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন বিজেপির

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : মোথাবাড়ির ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে বিজেপি। বিশেষ করে চিকেন নেক-এর নিরাপত্তার সঙ্গে মোথাবাড়ির ঘটনাকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী থেকে সম্পাদক শংকর ঘোষ এবং সহ সভাপতি দীপক বর্মনরা। তাঁরা রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ তুলে জোরদার প্রচারে নামছেন। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, মোথাবাড়ির ঘটনা গোটা রাজ্যের নিরাপত্তাহীনতাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জাগরণ কর্মসূচিতেও মোথাবাড়ির ঘটনাকে যুক্ত করা হবে বলে দাবি। তৃণমূলের পালটা অভিযোগ, বিজেপি ভোটের মুখে ভয়ের পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা করছে। আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি, ধর্মীয় মেরুকরণকে আরও জোরদার করতে চাইছে।

মোথাবাড়ির ঘটনার পর শুক্রবার মোফাক্কেরুল ইসলামকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্যের সিআইডি। শংকরের দাবি, 'বাগডোগরা চিকেন নেক-এর মাঝে অবস্থিত। নিরাপত্তার দিক থেকে তার গুরুত্ব অপরিসীম। মোথাবাড়ির মতো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এই বিমানবন্দরকে ব্যবহার করলে উদ্বিগ্ন হতে হয়।' শংকর বলছেন, 'মোথাবাড়ির ঘটনার সঙ্গে চিকেন নেক-এর সম্পর্ক রয়েছে কি না তদন্ত হওয়া দরকার। জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে মোফাক্কেরুলরা। প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।' বাপির বক্তব্য, 'মোথাবাড়ির ঘটনা গোটা উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা দরকার।' দীপক জানিয়েছেন, প্রচারে বেরিয়ে মানুষকে মোথাবাড়ি ও বাগডোগরার ঘটনা জানাচ্ছেন তাঁরা। উত্তরের মানুষ কতটা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন ভাবা প্রয়োজন। দীপকের বক্তব্য, 'রাজ্যের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। চিকেন নেক-এর মতো জায়গায় মোফাক্কেরুলদের অবাধ যাতায়াত এবং নানাবিধ কাজ থাকলে উত্তরবঙ্গের মানুষ কতটা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন ভাবতে হবে।'

তৃণমূল অবশ্য বিধানসভা ভোটের মুখে একে বিজেপি মেরুকরণের ছক হিসাবেই দেখছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিদায়ি মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে বড় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে তুলে ভাবাবেগ তৈরির চেষ্টা করছেন বিজেপি নেতারা। বিজেপির এই রাজনীতি মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছেন না।'দাবি করেন, 'এবার বিজেপির নেতৃত্বেই রাজ্যে সরকার গঠন হবে। তাই বৃহত্তর স্বার্থে আমরা মান-অভিমান ভুলে প্রচারে নামছি।'

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

পুরোনো ঝামেলায় খুনের চেষ্টা তরুণকে

বোতল ভেঙে তরুণের বুকে আঘাত

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : পুরোনো শত্রুতার জেরে মদের বোতল ভেঙে প্রতিবেশী এক তরুণের বুকে ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এলাকারই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিকালে ঘটনার জেরে শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদ কলোনি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বছর ৩০-এর বিদ্যুৎ দে-কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরই মূল অভিযুক্ত টিলশংকর মুখিয়া এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দেন। এনজেপি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগ, এর আগেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে টিলশংকরের একাধিকবার নানা কারণে গণ্ডগোল বেধেছিল। সেই সময় প্রতিবেশীরা তাঁকে বোঝালেও কাজ হয়নি। মাস কয়েক আগে বিদ্যুতের জামাইবাবুকে টিলশংকর মারধর করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুতের পরিবারের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, জেলে যাওয়ার আগে বিদ্যুতের পরিবারকে খুনের হুমকি দেন তিনি। সূত্রের খবর, মাস দুয়েক জেলে থাকার পর টিলশংকর শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পান। এলাকায় ফিরে এসে এদিন বাড়ির গাছ কেটে সেগুলির বড় ডালপালা রাস্তার ওপর ফেলে টিলশংকর যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। বিদ্যুৎ রাস্তা থেকে গাছের ডাল সরিয়ে নিতে বলে। যা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। আশপাশের প্রতিবেশীরা এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেয়। অভিযোগ, এর কিছুক্ষণ পরই টিলশংকর বাড়ি থেকে মদের বোতল নিয়ে বেরিয়ে আসে। রাস্তার মধ্যে সেটি ভেঙে বিদ্যুতের ঘরের ভেতর ঢুকে ওই তরুণের বুকের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে বিদ্যুতের মা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়। সুযোগ বুঝে টিলশংকর সেখান থেকে পালিয়ে যান। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরাও বাড়িতে নেই।

পেশায় গাড়ির চালক বিদ্যুতের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। বিদ্যুতের দিদি লাভলি বণিক বলেন, 'বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে ঘটনা। এভাবে ভাইয়ের ওপর হামলা চালাবে তা কল্পনা করতে পারিনি। ভাই এনজেপি রুটে যাত্রীবাহী গাড়ি চালায়। ভাই জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।'

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় যান ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিমান তপাদার। তিনি বলেন, 'টিলশংকর সবসময় নেশাগ্রস্ত থাকে। এর আগে বিভিন্ন মারামারির ঘটনায় জেল খেটেছে। সকলের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। বিদ্যুতের অবস্থা আশঙ্কাজনক।'

টিলশংকর বিভিন্ন গাড়ি ভাড়া নিয়ে চালায়। শহিদ কলোনির বাসিন্দা পরিমল বণিক বলেন, 'টিলশংকর ইচ্ছে করে নিজের বাড়ির আম গাছের ডাল কেটে রাস্তার ওপর রেখে দিয়েছিল। এর আগেও সে টার্গেট করে প্রতিবেশীদের মারধর করেছে। আজও একই ঘটনা ঘটিয়েছে। এর আগে সে তার মা ও ভাইকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।'

প্রচারে আসছেন দেব

ইসলামপুর, ৩ এপ্রিল : ইসলামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালের সমর্থনে আগামী ৬ এপ্রিল শহরে রোড শো করবেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব)। এই খবর প্রকাশ্যে আসতে সাধারণ মানুষ সহ শহরের যুব প্রজন্মের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়েছে। তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলার যুব সভাপতি কৌশিক গুন বলেন, 'শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে ৬ এপ্রিল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালের সমর্থনে অভিনেতা দেব রোড শো করবেন।' স্টেট ফার্ম কলোনি থেকে রাজ্য সড়ক ধরে মিলনপল্লি পর্যন্ত এই রোড শো হবে বলে প্রাথমিকভাবে তৃণমূলের তরফে খবর মিলেছে।

হেভিওয়েট প্রচারে 'ভিন্নমত' সিপিএমের

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : ঘাসফুল ও পদ্ম শিবিরের প্রার্থীদের হয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা প্রচারে নেমেছেন। শিলিগুড়ি এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে সিপিএমের শীর্ষ নেতারা ভিন্ন পথে হাঁটছেন। প্রচারে দলীয় প্রার্থীদের ওপরই ভরসা রাখছে দল। দলের নেতাদের দাবি, হেভিওয়েট মুখকে সামনে রেখে প্রচার সারলেই ভালো ফলের আশা করা যায় না। ভালো

ফলের জন্য নিবিড় জনসংযোগ প্রয়োজন। অন্যদিকে, প্রার্থীদের হয়ে প্রচারের পালে হাওয়া তুলতে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়তি নজর দিচ্ছে সিপিএম। কিছু তরুণ কর্মীদের কাঁধে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি আসনের প্রার্থী গৌতম দেবের হয়ে সভা করার কথা রয়েছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পদ্ম শিবিরও প্রচারে কোনও কসুর রাখছে না। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের প্রচারে আসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনের প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের হয়ে দলের তারকা প্রচারক মিঠুন চক্রবর্তীর আসার কথা রয়েছে।

সিপিএম অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। স্থানীয় নেতৃত্বরা দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারের ওপরই আস্থা রাখছে। শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী বললেন, 'আগামীতে হয়তো রাজ্য নেতৃত্বরা আসবেন। তবে, হেভিওয়েট বলতে আমি জনগণকেই বুঝি। সেক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারেই বিশ্বাস করি। এছাড়াও নির্বাচনি প্রচারে অশোক ভট্টাচার্যের উপস্থিতি আমার কাছে বাড়তি পাওনা।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিংয়ের কথায়, 'একেকটি রাজনৈতিক দলের চিন্তাভাবনা একেক রকম। তবে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলায় বিশ্বাসী।'

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্য, 'হেভিওয়েট কাউকে এনে প্রচারের বিষয়ে এখনই কোনও চিন্তাভাবনা নেই। আমরা নিবিড় প্রচারেই জোর দিচ্ছি। মূল লক্ষ্য সরাসরি ভোটারদের কাছে পৌঁছানো। প্রার্থীরাও শুরু থেকেই সেই কাজ করে চলেছেন। সেইসঙ্গে সোশ্যাল মাধ্যমেও জোর প্রচার চালানো হচ্ছে।'

দশ বছর ধরে বেহাল রাস্তা, ক্ষোভ এলাকায়

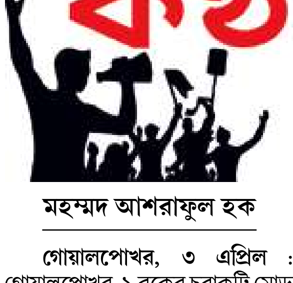

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ৩ এপ্রিল : গোয়ালপোখর-১ ব্লকের চুরাকুট্টি মোড় থেকে গেন্দাবাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। দশ বছর ধরে রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। গর্তে, খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় চলাফেরা প্রতিদিনের 'যুদ্ধ' বলে দাবি সাধারণ মানুষের।

স্থানীয় বাসিন্দা আরশাদ সফিকের কথায়, 'টোটো নিয়ে ধরমপুর বাজারে যেতে গিয়ে গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙে গেল। এমন ঘটনা প্রায় প্রতিনিয়ত ঘটছে। স্কুল, হাসপাতালে যেতে ঝক্কি পোহাতে হয় পড়ুয়া, রোগীদের।'

রাস্তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই পেশায় বিড়ি শ্রমিক রহিমা বিবি বললেন, 'কতদিন আর এই দুর্ভোগ সহ্য করব? কয়েকদিন আগে লোহাগাছি এলাকায় একটি টোটো উলটে যায়। সেটাতে আরও অনেকের সঙ্গে আমি এবং মা ছিলাম। আহত অবস্থায় সকলকেই কিশনগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।'

চুরাকুট্টি পেরিয়ে রাস্তার পাশে, বেগুন, শসা, ঝিঙে, করলা চাষ হয়েছে। সেখানেই কাজ করছিলেন মাঝবয়সি কৃষক রঞ্জন দাস। রাস্তার সম্পর্কে জানতে চাইলে ক্ষোভ উগরে তিনি বললেন, 'বর্ষাকালে তো রাস্তা একেবারে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। গাড়ি আটকে যায়, টোটো উলটে যায়। শিশু ও বয়স্কদের ঝুঁকি

খানাখন্দে ভরা রাস্তা। -সংবাচিত্র

সবচেয়ে বেশি। জমির সবজি টোটো, ভ্যানে নিয়ে যেতে চাই না।'

গেন্দাবাড়ি মোড়ে চায়ের দোকান বসে ছিলেন রবিন দাস নামে এক প্রবীণ ব্যক্তি। রাস্তা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা ভোট দিই, ট্যাক্স দিই। কিন্তু রাস্তার জন্য কোনও দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের দেখা পাই না। রাস্তা নিয়ে এলাকার নেতা-মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অনেকবার। দশ বছরে কত নির্বাচন এল আর গেল। কিন্তু রাস্তার কাজ হল না। প্রশাসনের কাছেও বারবার আবেদন করেও সাড়া মেলেনি।' চায়ের দোকানে ছিলেন রহিম আলি। তিনি বললেন, 'এই রাস্তা দিয়ে পাশের গ্রামের মানুষও যাতায়াত করেন। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা হোক।' গোয়ালপোখরে এবারের কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ মাসুদ নাসিম এহসান। তিনি জানালেন, এলাকার উন্নয়নের নামে শাসকদলের নেতারা সরকারি অর্থ নয়ছয় করেছেন। এ সরকারের আমলে এলাকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাস্তার ভয়ংকর পরিস্থিতি। একই সুর বিজেপি প্রার্থী সুরজিৎ বিশ্বাসের গলায়।

তবে গোয়ালপোখর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী গোলাম রব্বানি বললেন, 'স্বাধীনতার পর এ রাজ্যে কংগ্রেস ও বাম শাসন করেছে। তখন এই ব্লকে অনুন্নয়নের ছবি স্পষ্ট ছিল। সেখান থেকে বর্তমানে এই ব্লক মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।'

পদ্মে রক্তারক্তি

দলীয় পতাকা টাঙানো নিয়ে তারকেশ্বরে বিজেপির দুই সক্রিয় কর্মীর মধ্যে বচসা। শেষপর্যন্ত ঘটে রক্তারক্তি। আহত কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

চাঙড় ভাঙল

এনআরএস-এর ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বিভাগে চাঙড় ভেঙে পড়া নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ছয়তলা পিলার ও দেওয়ালেও ফাটল ধরেছে। স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, বিষয়টি পূর্ত দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

লাখপতি দিদি

ক্ষমতায় এলে লাখপতি দিদি প্রকল্প চালু হলে জেলায়। প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই আশ্বাস দিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। তাদের দাবি, বিজেপিকে প্রথম থেকেই মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে।

পার্কে তালা

সিইও দপ্তরের সামনে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল মিলেনিয়াম পার্ক। অশান্তি এড়াতে পর্যটকদের পার্ক থেকে বের করে দিয়ে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় পুলিশ।

ভোট গেলেও আধা সেনা

কমিশনের নির্দেশে শুভেন্দুর ছায়া দেখছে শাসকদল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : রাজ্যের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের মোকাবিলায় ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রেখে দিতে চায় কমিশন। তবে তার মেয়াদ এখনও স্পষ্ট নয়। ভোটের পরে আরও তিন মাস এই বাহিনী রাজ্যে মোতায়েন রাখার জন্য কমিশনের কাছে আগেই আর্জি জানিয়েছিল বিজেপি। এদিকে নিরপেক্ষতা রক্ষায় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের সিইও দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে এদিন ফের সরব তৃণমূল। শাসকদলের মতে, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ও নরম মনোভাব নিচ্ছে কমিশন। তৃণমূলের দাবি, রাজ্যের প্রশাসনিক রদবদল নিয়েও কমিশনের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট। কমিশনকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে বিজেপি।

ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী প্রার্থী হওয়ার পরই নন্দীগ্রামের বিডিও সুরজিৎ রায়কে ভবানীপুরে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তুলে অবিলম্বে তাঁর বদলি দাবি তুলে গত ২৪ মার্চ কমিশনে চিঠি দিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু এদিন পর্যন্ত ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে সুরজিৎ রায়কে বদলি করা হয়নি। অভিযোগ, ঘটনার জেরে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সমতুল ৩ আধিকারিকের তালিকা পাঠানো হলেও এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি

শুক্রবার সিইও দপ্তরে অরূপ বিশ্বাস, শশী পাঁজা প্রমুখ। -রাজীব মণ্ডল।

কমিশন। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'রিটার্নিং অফিসারের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। ভবানীপুরের মতো কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি।' মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুরে প্রার্থী হওয়ার পরই তাঁর বশংবদ লোককে ভবানীপুরে রিটার্নিং অফিসার করা হল। আমরা লক্ষ করছি নানা ঘটনায় শুভেন্দুর ব্যাপারে কমিশন বা সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। উলটে সিইও আমাদের বলছেন শুভেন্দু ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে।' এরই পালটা নির্বাচনিবিধি দেখিয়ে শুভেন্দুর জেলা এগরা-২ ও রামনগর-১ ও রামনগর-২-এর ৩ বিডিওকে বদলির দাবি জানিয়েছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়ন র‍্যালিতে গণ্ডগোলের ঘটনায় ডিসি-২ (দক্ষিণ) সিদ্ধার্থ দত্ত ও ডিসি-২ (রিজার্ভ ফোর্স) মানস রায়কে শোকজ করেছে লালবাজার। বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডিজি, মুখ্যসচিব ও সিইও-র সঙ্গে দিল্লি থেকে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বৈঠকেই কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন জ্ঞানেশ। সিইও-র নির্দেশে এদিন কালীঘাট ও আলিপুরের ঘটনায় পৃথকভাবে তিনটি অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। এরপরই শুক্রবার সমস্ত ধরনের বেআইনি জমায়েত, স্লোগান এবং মিছিলের ওপর রাশ টানতে আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক করেছে কমিশন। কমিশনের এই তৎপরতাও তৃণমূলের কাছে একপেশে এবং পক্ষপাতমূলক বলে মনে হয়েছে।

মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর মনোনয়ন কর্মসূচিতে অমিত শা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, বিজেপির নেতা হিসেবেই উপস্থিত ছিলেন। কে কোথায় কাকে কালো পতাকা দেখিয়েছে, তার দায় তৃণমূল নেবে না।' এদিন ১৪৪ জন তৃণমূল নেতার পুলিশি সুরক্ষা যাচাই ও প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। তবে শুধু তৃণমূলই নয়, কমিশনের এই নির্দেশে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও রয়েছেন। আগামী ৩ দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তকে পদক্ষেপ করে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছে কমিশন। কমিশনের এই নির্দেশকেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেই মনে করছে তৃণমূল।

কমিশনের কোপে বাকি সবাই, ভরসা শুধু প্রভাত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : নির্বাচন কমিশনের কোপে নবান্নের 'গুড বুকে' থাকা আমলাদের কার্যত বনবাস হয়েছে। মুখ্যসচিব থেকে স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি থেকে পুলিশ কমিশনার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব আস্থাভাজনরাই এখন বদলির গেরোয় প্রশাসনিক সদর দপ্তরের বাইরে। এই শূন্যতায় নবান্নে এখন মুখ্যমন্ত্রীর একমাত্র 'ভরসা' বলতে অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র। সূত্রের খবর, ভোটের আবহে রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য আর সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র জট ছাড়াতে অর্থসচিবের সঙ্গেই এখন প্রতি মুহূর্তে হটলাইনে যোগাযোগ রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার প্রশাসনিক মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার পরবর্তী শুনানির আগেই বকেয়া মেটানোর কাজটা অন্তত কাগজে-কলমে গুছিয়ে ফেলতে। একদিকে শীর্ষ আদালতের চাপ, অন্যদিকে ভোটের বাজারে সরকারি কর্মীদের ক্ষোভ, এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে কার্যত 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায়' কাজ সারার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। লক্ষ্য স্পষ্ট, ভোটের দিন ঘোষণার আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে কর্মীদের মন জয় করা।অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, দলের প্রচারের ফাঁকেও মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন ডিএ মেটানোর হিসাবনিকাশ নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য যেন সগর্বে বলতে পারে বকেয়া মেটানোর কাজ শুরু হয়েছে, সেই 'রিপোর্ট কার্ড' তৈরি করতেই এখন হিমশিম খাচ্ছেন অর্থসচিব। নবান্নের অলিন্দে এখন একটাই চর্চা, চেনা আমলারা যখন দূরে, তখন প্রভাতকুমার মিশ্রকে সামনে রেখেই কি ডিএ অস্বস্তি কাটাতে সফল হবেন মুখ্যমন্ত্রী? আদালতের শুনানির দিনেই মিলবে উত্তর।

ট্রাইবিউনালে আর্জির সুযোগ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : অতিরিক্ত ভোটার তালিকাতেও যাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হননি তালিকায় নাম তুলতে এবার তাঁরা ট্রাইবিউনালে আবেদন করতে পারবেন। শুক্রবার এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কমিশন। তবে ওই বিজ্ঞপ্তির গেজেট নোটিফিকেশন হওয়ার পরেই অনলাইন এবং অফলাইনে আবেদন করা যাবে। খুব শীঘ্রই এই গেজেট নোটিফিকেশনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিতে চলেছে কমিশন।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, অনলাইনে আবেদন করতে হলে voter.eci.gov.in ওয়েবসাইটে 'সাবমিট অ্যাপিলস ফর ইন্ডিভিজুয়ালস' ট্যাবে ক্লিক করে কী কারণে আবেদন তা জানাতে হবে। অন্যদিকে, অফ লাইনে আবেদন করতে হলে তা জেলা শাসক বা মহকুমা শাসকের দপ্তরে নিজের এপিক নাম্বার ঠিকানা, উল্লেখ করে সাদা কাগজে আবেদন জমা দিতে হবে। বিচারাধীন তালিকায় যাঁরা যোগ্য হয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে কোনও অভিযোগ থাকলে সেক্ষেত্রেও একইভাবে আবেদন করা যাবে। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই আবেদনকারীকে তাঁর ভোটার কার্ড নম্বর উল্লেখ করতে হবে। তবে একমাত্র বিচারাধীন তালিকায় যাঁদের নাম ওঠেনি বা ডিলিটেড হয়েছেন, একমাত্র তাঁরাই অনলাইন বা অফলাইনে এই আবেদন করতে পারবেন। কমিশনের মতে, অফলাইনের তুলনায় অনলাইনে আবেদন করাটা শ্রেয়। তাতে আবেদনকারীর কাছে আবেদন জমা করার তথ্যপ্রমাণ থাকবে।

দেওয়ালে ভোটযুদ্ধ.. *শুক্রবার তপসিয়ায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।*

প্রতিবাদে লাগাম টানতে সতর্কবার্তা

রাষ্ট্রপতি শাসনের শঙ্কা ঘাসফুল শিবিরের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : ভোটের আগে রাজ্যে অশান্তি পাকিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির ছক কষছে বিজেপি? মালদার মোথাবাড়ির ঘটনার পর এমনই আশঙ্কায় ঘুম ছুটেছে তৃণমূল শিবিরের। দলীয় সূত্রে খবর, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ হবে ঠিকই, কিন্তু তা যেন কোনওভাবেই লাগামছাড়া না হয়-সেই মর্মে নীচুতলার কর্মীদের সতর্কবার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের অন্দরের খবর, মোথাবাড়ির অশান্তিকে স্রেফ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখছে না দল। বরং এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন নেত্রী।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর এসেছে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপি রাজ্যকে 'রাষ্ট্রপতি শাসনের' গেরোয় ফেলতে চাইছে। সেই নীল নকশা বানচাল করতেই এখন ঘাসফুল শিবিরের মন্ত্র-'আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ, আচরণ হবে সংযত'। মমতা সাফ বলেছেন, 'দলের প্রতিবাদের ভিড়ে যেন বিজেপি বা অন্য বিরোধীরা মিশে গিয়ে অশান্তি না পাকায়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।' তাঁর এই বার্তাই এখন জেলায় জেলায় পৌঁছে দিচ্ছেন সুব্রত বক্সী ও ফিরহাদ হাকিমরা। অভিষেকও তাঁর প্রতিটি জনসভা ও প্রচার কর্মসূচি থেকে কর্মীদের এই চক্রান্ত নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট নির্দেশ গিয়েছে, ভোটার তালিকা নিয়ে প্রতিবাদে কোথাও যেন চরম বিশৃঙ্খলা না হয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই রাজ্য নেতৃত্বকে খবর দিতে হবে। আন্দোলনের নামে বিরোধীদের ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না।

এদিকে এদিন হুগলির খানাকুল, বাঁকুড়ার সোনামুখী এবং পুরুলিয়ার জয়পুরে তিনটি নির্বাচনি জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। খানাকুলের সভা থেকে তিনি দাবি করেন, আলু চাষ নিয়ে ভুল প্রচার করা হচ্ছে। অভিষেক বলেন, 'এখানে প্রচার করা হচ্ছে, আলুচাষিরা নাকি দাম পাচ্ছেন না। কারণ, পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নাকি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমি প্রথমেই বলি, গত ২৫ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে তিনদিনে তারকেশ্বর ও পুরশুড়া স্টেশন থেকে চারটি রেকে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার আলু লোড করে ত্রিপুরা ও অসমে পাঠানো হয়েছে। আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। রাজ্য সরকার আলু চাষিদের পাশে রয়েছে।'

অপরদিকে পুরুলিয়ার জয়পুরে তৃণমূল প্রার্থী অর্জুন মাহাতোর সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা নেতা। তাঁর কোনও পারিবারিক রাজনীতির ইতিহাস নেই।

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বহিরাগত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মাওবাদী আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে অভিষেকের দাবি, 'মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল ছিল এই এলাকা। কিন্তু এখন রাত ১২টার পরেও মানুষ ঘুরতে পারে রাস্তায়।' বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সুজিত ও রথীনকে ইডি'র তলব

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : নির্বাচনের মুখে ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। একাধিক মামলায় তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাদের এবার ইডির দপ্তরে হাজির হতে হবে। শুক্রবার জমি দখল মামলায় দ্বিতীয়বারের জন্য সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিয়েছেন রাসবিহারী কেন্দ্রের বিদায়ি বিধায়ক তথা ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার। প্রায় ৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। এদিকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুজিত বসু ও রথীন ঘোষকে তলব করা হয়েছে। সোমবার হাজিরা দিতে বলা হয়েছে সুজিতকে। বুধবার হাজিরা দেওয়ার কথা রথীনের। ঘটনাচক্রে ৩ জনই এবার তাঁদের পুরোনো বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন।

এদিন হাজিরা দিলেও বেরিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দেবাশিস। তবে তিনি বলেন, 'যা বলার দল বলবে।' গত সোমবারও তিনি হাজিরা দিয়েছিলেন। এই তলবের কোনও

হাজিরা দেবাশিসের

প্রভাব নির্বাচনে পড়বে না বলেই জানিয়েছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, প্রথমবার তাঁকে তলব করে বেশ কিছু প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই তলব। উল্লেখ্য, সম্প্রতি দেবাশিস ঘনিষ্ঠ বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে টাকা ও অস্ত্র উদ্ধার করেছিল ইডি।

আগেই পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে সুজিত বসুর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, প্রাক্তন জামাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এবার মন্ত্রীকেই ডেকে পাঠানো হয়েছে। আগে রথীন ঘোষের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছিল তদন্তকারীরা। তাঁকেও ডাকা হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের দাবি, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিজেপি বাংলা দখল করতে পারবে না।

গুডফ্রাইডে উপলক্ষ্যে মিশনারিস অফ চ্যারিটির মিছিল। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

'নো ভোট টু বিজেপি' ঠেকাতে মরিয়া

বাম-কংয়ের সমর্থন চান শমীক, শুভেন্দু

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের নিরিখে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান ৫ শতাংশের কিছু বেশি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে সরকার গড়তে হলে ওই ৫ শতাংশ ভোট বাড়াতে হবে বিজেপিকে। সেক্ষেত্রে বাম-কংগ্রেসের ভোটই ভরসা বিজেপির। এদিন হাওড়ার শ্যামপুরের কর্মীসভায় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে শুভেন্দু অধিকারীরা তাই বাম-কংগ্রেসের একাংশের কাছে তৃণমূলকে উচ্ছেদ করতে তাদের সমর্থন চাইলেন।

'২১-এর বিধানসভা ও '২৪-এর লোকসভায় বামেদের মুখে ছিল 'নো ভোট টু বিজেপি' স্লোগান। বামেদের এই নো ভোট টু বিজেপি নীতির জন্য একাধিক আসনে বিজেপিকে হারতে হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন শুভেন্দুরা। '২৬-এর ভোটে তারই পুনরাবৃত্তি করে যাতে তৃণমূলকে আবারও ক্ষমতায় থাকার সুযোগ করে না দেওয়া হয়, তার জন্যই বাম-কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে আগাম বার্তা বিজেপির। এদিন শ্যামপুরের কর্মীসভায় শমীক বলেন,'আবার যদি নো ভোট টু বিজেপি করে নিজেদের প্রার্থীদের একটু ভাসিয়ে তুলতে আর হিরনকে ডুবিয়ে দিতে চান, তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনারাই ডুববেন।' এবার শ্যামপুরে বিজেপির প্রার্থী খরগপুর সদরের বিদায়ি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। বাম জমানায় হাওড়ার শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া—এই আসনগুলিতে বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের অধীনে থাকায় এখনও সেখানে সিপিএম এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের জনভিত্তি কিছুটা রয়ে গিয়েছে। সেই ভোটকে দলের ঝুলিতে টানতেই এদিন শমীকের এই বার্তা। পাশাপাশি শ্যামপুর ও হাওড়ায় ঐতিহাসিকভাবে কংগ্রেসের প্রভাব আছে। ভোট শতাংশ তলানিতে গিয়ে ঠেকলেও এলাকার কংগ্রেসমনোস্ক মানুষজনকে বার্তা দিতে এদিন শমীক বলেন, 'এই হাওড়া কংগ্রেসের একদা সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই হাওড়াকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে এই তৃণমূল। নারায়ণগড়ে সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের এলাকায় এদিন কর্মীসভা করতে গিয়ে সেখানেও নো ভোট টু বিজেপি প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'আমরা বলছি না, সিপিএমকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। কিন্তু আগে এলাকায় পার্টি অফিসটাতো খুলুন। দলের কর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিটা তো করুন। তার জন্যেই তৃণমূলকে উৎখাত করতে হবে। তারপর না হয় আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই করবেন। তাই এবার অন্তত নো ভোট টু বিজেপি করে তৃণমূলকে ফিরে আসার সুযোগ করে দেবেন না।'

নিষ্ক্রিয়দের খোঁজে তৎপরতা সিপিএমে

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : ভোটের ময়দানে হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে এবার 'পুরানো চাল'কেই ভরসা করছে আলিমুদ্দিন। দলের অন্দরের ক্ষোভ আর জোট-রাজনীতির জটে যখন নিচুতলার কর্মীরা মুখ ঘোরাচ্ছেন, ঠিক তখনই 'নিষ্ক্রিয় কমরেড'দের মান ভাঙাতে কোমর বেঁধে নামল সিপিএম। যাঁরা একসময় লাল ঝাণ্ডা কাঁধে অলিগলি চষে বেড়াতেন, কিন্তু বর্তমানে অভিমান করে ঘরে বসে গিয়েছেন বা অন্য দলে গিয়ে গুরুত্ব পাননি, তাঁদের ফের মূল স্রোতে ফেরাতে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করতে তৎপর হচ্ছে লাল শিবির।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা ও বুথ স্তরে বিশেষ কমিটি গড়েছে বাম নেতৃত্ব। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'যাঁরা কোনও কারণে দলে আর সক্রিয় নন, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের মতো নিষ্ক্রিয় কর্মীরাও আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' আসলে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে বড় সভার বাইরেও এখন ছোট ছোট বৈঠক আর ঘরোয়া আলোচনায় জোর দিচ্ছে বাম শিবির। পুরোনো পরিচিত মুখেদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে তারা। বিশেষ করে যাঁরা আইএসএফ-এর সঙ্গে জোট বা প্রার্থী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ, তাঁদের ক্ষোভ প্রশমন করাই এখন দলের বড় চ্যালেঞ্জ।

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পশ্চিমে জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন শিহিকে প্রার্থী করেও নাম প্রত্যাহার কিংবা ক্যানিং পূর্বে আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেওয়ার মতো ঘটনায় নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। ইতিমধ্যেই একাধিক জেলায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রচার থেকে মুখ ফেরানোর মতো বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনেই মন দেওয়াকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে দল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাতে ঘাসফুল বা পদ্ম শিবির থাবা বসাতে না পারে, তাই দ্রুত 'অপারেশন ড্যামেজ কন্ট্রোল' শুরু করেছে আলিমুদ্দিন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুরোনো কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের ফের বুথে ফেরার আবেদন জানাতে হবে। এখন দেখার, এই ঘর গোছানোর লড়াই ভোটের বাক্সে কতটা অক্সিজেন দেয়।

নেটপাড়ায় ভোটযুদ্ধে তৃণমূলের 'কমেন্ট আর্মি'

কলকাতা, ৩ এপ্রিল : দিনকয়েক আগেই তৃণমূলের অফিশিয়াল পেজ বা নেতামন্ত্রীদের পোস্টের কমেন্ট বক্স দেখলে মনে হচ্ছিল, সাইবার যুদ্ধে বুঝি এবার হেরেই গেল শাসকদল। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে আরজি কর—আমজনতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং বিজেপির সুসংগঠিত আইটি সেলের সাঁড়াশি আক্রমণে নেটদুনিয়ায় রীতিমতো কোণঠাসা দেখাচ্ছিল ঘাসফুল শিবিরকে। কিন্তু এই ডিজিটাল জনরোষের সামনে তৃণমূলের সাইবার যোদ্ধারা যে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এমনটা ভাবলে মস্ত ভুল হবে। বিজেপির কর্পোরেট প্রচারের মোকাবিলা করতে গত ১০ মাস ধরে নিঃশব্দে যে বিশাল 'বিকেন্দ্রীভূত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম' বা সাইবার পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে শাসকদল, তাকেই এবার মাঠে নামাচ্ছে তৃণমূল।

বিজেপির 'অনুপ্রবেশকারী' বা দুর্নীতির অস্ত্রে শান দেওয়ার পালটা হিসেবে তৃণমূল এবার সুকৌশলে হাতিয়ার করেছে 'বাঙালি অস্মিতা' এবং 'বাংলা বিরোধী' ন্যারেটিভকে। ঘাসফুলের সাইবার প্রচারের মূল মন্ত্রই হল— 'বাংলার প্রতি ভালোবাসা বনাম বাংলা দখলের লড়াই'। এই ডিজিটাল স্ট্রাইকের পরিকাঠামোর বহর শুনলে তাবড় বিরোধীদেরও চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। গোটা রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের দেড় লক্ষেরও বেশি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়েছে, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত প্রায় ১ কোটি মানুষ। শুধু তাই নয়, জনসংযোগ বাড়াতে দলের 'দিদির দূত' অ্যাপটি ইতিমধ্যেই ১৮ লক্ষ মানুষ ডাউনলোড করেছেন। প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার অ্যাকটিভ ইউজার এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রচার, কুইজ এবং গেমের মতো নানা টাস্কে অংশ নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় রাখছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের

ছবি : এআই

স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ এবং বিজেপির প্রচারকে ভোঁতা করতে প্রতিদিন ১০ হাজারের বেশি রিলস এবং শর্ট ভিডিও তৈরি করছে দলের সাইবার সেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের ঝাঁঝালো অংশ থেকে শুরু করে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বয়ান—সবটাই নিমেষে ভাইরাল করা হচ্ছে। তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান তথা চুঁচুড়ার প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের দাবি, বিজেপির ডিজিটাল প্রচার মূলত রাজ্য বহির্ভূত এবং 'বট' নির্ভর, কিন্তু তৃণমূলের প্রচার চলছে একেবারে নীচুতলার কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে। তাঁর কথায়, 'আমরা সত্যিটা বলছি, আর ওরা মিথ্যা ছড়াচ্ছে। আমাদের কর্মীরা রাস্তা থেকে ইন্টারনেট, সর্বত্র সক্রিয়।'

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের নেপথ্যে রয়েছে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' নামের এক বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যার সক্রিয় সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার। এর পাশাপাশি ৫ হাজারেরও বেশি স্বাধীন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, ৫০ জন ডিজিটাল মুখপাত্র এবং একটি নির্দিষ্ট 'কমেন্ট আর্মি' দিনরাত এক করে শাসকদলের হয়ে জনমত গঠনের কাজ করে চলেছেন। দলের নিজস্ব হিসেবে, প্রতিদিন অন্তত ৫০ কোটি ইম্প্রেশন তৈরি হচ্ছে তৃণমূলের এই ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আঁচ পেতেই তৃণমূল তাদের এই আইটি পরিকাঠামোকে কার্যত সর্বশক্তিতে ময়দানে নামিয়ে দিয়েছে। বিরোধীরা যখনই কোনও নেতিবাচক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, তখন মুহূর্তের মধ্যে এই 'কমেন্ট আর্মি' বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির খামতি তুলে ধরে পালটা আক্রমণ শানাচ্ছে। স্মার্টফোনের স্ক্রিনে সদ্য শুরু হওয়া মেগাবাইটের যুদ্ধে ঘাসফুলের এই সুসংগঠিত 'ডিজিটাল প্রতি-আক্রমণ' সোশ্যাল মিডিয়ায় জমা হওয়া স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের আগুনকে আদৌ নেভাতে পারবে কি না, আগামী কয়েক সপ্তাহে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় দেখার বিষয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন সুলতানগঞ্জ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, সুলতানগঞ্জ - এর একজন বাসিন্দা আলেম এসকে - কে

09.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81C 91449 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়িয়েছে। ডিয়ার লটারি অনেক মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ অর্থ উপার্জন করা সহজ কাজ নয়। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে সত্যিই ঋণী এবং আমি ডিয়ার লটারির এই ভালো প্রকল্পের জন্য সর্বদা সুপারিশ করব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১৪ সংখ্যা, শনিবার, ২০ চৈত্র ১৪৩২

মতভেদ বনাম শৃঙ্খলা

যত বড় মাপের নেতা হোন না কেন, তাঁকে সংশ্লিষ্ট দলের নীতি-আদর্শ মেনে চলতে হয়। দলীয় লাইনের বাইরে অবস্থান নিলে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। নেতার আগে দল- এই ধারণা রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। কাজেই দলীয় অবস্থানে মন থেকে সায় না থাকলেও মুখ বুজে সমর্থন জানানো ভারতের দলতন্ত্রের দস্তুর।

যদিও ভারতের বেশিরভাগ দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। দলের শীর্ষনেতার কথা, সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেই কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির সামনে মুখ খোলার সাহস বেশিরভাগের থাকে না। পঞ্জাব থেকে আম আদমি পার্টির (আপ) টিকিটে জয়ী রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা সেই পথের পথিক হতে রাজি নন। তাঁর মতে, চুপ থাকার অর্থ হেরে যাওয়া নয়।

আপের তরফে রাজ্যসভার সচিবালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংসদের উচ্চকক্ষে দলের ডেপুটি লিডারের পদ থেকে রাঘবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পঞ্জাবের অপর সাংসদ অশোক মিত্তাল। শুধু অপসারণ নয়, চাড্ডাকে রাজ্যসভায় কথা বলতে অনুমতি না দেওয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছে। বিরোধী শিবিরের অনেকদিনের অভিযোগ, তাদের সংসদে বলতে দেওয়া হয় না। মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এবার বিরোধী দলের একজন সাংসদের মুখ বন্ধ রাখতে তাঁর দলের চেষ্টা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। এই ঘটনায় রাঘব এখনও নিজের দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেননি ঠিকই। কিন্তু রাজ্যসভায় আমজনতার বিষয়গুলি নিয়ে সরব হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আম আদমি পার্টির রোষানলে পড়তে হয়েছে বলে ভিডিওবার্তায় জানিয়েছেন। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এই তরুণ সাংসদ জানতে চেয়েছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলাটা অপরাধ কি না।

আপের অবশ্য যুক্তি, রাঘব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান। দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলি নিয়ে সংসদে সরব হতেও ভয় পান। গুজরাটে আপের নেতা-কর্মীরা গ্রেপ্তার হলেও তিনি সংসদে চুপ থাকেন। বদলে শিঙাড়া নিয়ে কথা বলেন। রাঘব না তাঁর দল, কে সঠিক- বিচার করবে ভাবীকাল। কিন্তু চাড্ডার মতো উঠতি সাংসদকে ছাঁটাই করে আপ যে অহেতুক জটিলতা তৈরি করল, তাতে সন্দেহ নেই।

আপের আরেক বিক্ষুব্ধ সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। এই দুই সাংসদ রাজ্যসভায় এমন কিছু বিষয় নিয়ে ইদানীংকালে সরব হয়েছেন, যেগুলি সেই অর্থে শাসক-বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কযুক্ত। বেসরকারি স্কুলের অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি, অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেটজাত খাবারের গুণগত মান, মহিলাদের সুরক্ষা, রিচার্জের নামে টেলিকম সংস্থাগুলির দেদার টাকা লুটের মতো নাগরিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সংবেদনশীল বিষয়গুলি তাঁদের বক্তব্যে এসেছে।

আপ অবশ্য মনে করে, এই ধরনের বক্তব্য বলে রাঘব সামাজিক মাধ্যমে বিস্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিন্তু মোদি সরকারের নীতি, সিদ্ধান্তের সমালোচনায় তাঁকে কিংবা স্বাতী মালিওয়ালকে কখনও বিরোধীদের সঙ্গে গলা মেলাতে দেখা যায়নি। চাড্ডাদের পালটা যুক্তি, তাঁরা মানুষের স্বার্থে কথা বলতেই সংসদে এসেছেন। আবার আপের বক্তব্য, দলীয় লাইনের বাইরে চললে ঘাড়ধাক্কা অনিবার্য। দুটি অবস্থানই দুই দিক থেকে সঠিক।

কিন্তু সাংসদদের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। চাড্ডা, মালিওয়ালরা মানুষের জন্য সরব ঠিকই। তাঁরা নির্দলীয় সাংসদ নন। কাজেই দলের লাইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো উচিত। দলীয় নির্দেশ বা হুইপকে লাগাতার অগ্রাহ্য করলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারে। চাড্ডা, মালিওয়ালরা দলে থাকবেন, আবার দলের লাইনকে অগ্রাহ্য করবেন- দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।

আপ-এ মতভেদ নতুন নয়। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে আপ তৈরি করলেও আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, রাজনৈতিক ভাষ্যকার যোগেন্দ্র যাদবরা মতবিরোধের কারণে দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দল আর ব্যক্তির বিরোধ আপ-কে গ্রাস করেছে।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

টাকার নিঃশব্দ রক্তক্ষরণেও আরও আতঙ্ক

এক যুগ আগে যদি ভারতীয় টাকা আইসিইউ-তে থাকে, এখন তা হলে কোথায়! ভেন্টিলেশনে, নাকি মৃত্যু হয়েই গিয়েছে!

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

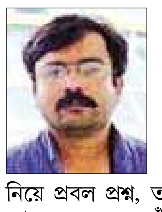

-এআই

একটা কাগজ হাতে না থাকা মানে যখন আমার নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয়, একটা কাগজ হাতে না থাকা মানে যখন আমার জন্মভিটে, শৈশব, মাটি নিয়ে প্রবল প্রশ্ন, তখন আমি রোদ্দুর কেন, আগুনের মধ্যেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।

শহরের যে মানুষগুলো ভোটাধিকার পেয়ে বাড়িতে বসে কালিয়াচক-সুজাপুর-মোথাবাড়ির গৃহবধূদের রাস্তায় বসা নিয়ে বিদ্রুপ করছেন, তাঁরা এই সার সত্যটা বুঝতে পারবেন না। অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার কথা ভুলে গেছি বলেই আজকাল অধিকার নিয়ে অবরোধকে আমাদের বিরক্তিকর বাড়াবাড়ি মনে হয়। আমাদের নিজের পেটে তো লাথি পড়েনি।

আমরা বারবার ভোটাধিকারের কাগজপত্র এদিক থেকে ওদিক নিয়ে প্রত্যাখ্যাত হইনি। তাই যন্ত্রণা বুঝব না। যাঁরা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তাঁরা সপরিবার শুধু বাস বা ট্যাক্সি কেন, প্লেনের রানওয়ে বা রেললাইনের সামনেও বসে যেতে পারেন! ক্ষোভে, ক্রোধে, বিস্ময়ে, হাহাকারে। আমরা শহরের লোকেরা সেটাও বুঝব না। সবদিকে রাজনীতি খুঁজব স্বভাবমতো।

তাছাড়া আমরা প্রতিবাদের মধ্যে নিজস্ব স্বার্থ, ঈর্ষা, হিংসা, ব্যক্তিগত রাগ মিশিয়ে প্রতিবাদকে ধান্দাবাজির অন্তর্গত করে ফেলি আজকাল। নিজের অপরাধ ঢাকতে প্রতিবাদ করি।

অথচ এ তো শুধু বুকের মধ্যে আগুন নয়, এ পেটের মধ্যে আগুন। পেটের মধ্যে লাথি মারা। বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখুন। গ্যাস, তেল, জ্বালানি...।

এসব লিখতে লিখতে এক যুগেরও বেশি আগের একটি দৃশ্য মনে পড়ে।

হাতের মুদ্রা ওঠানামা করাতেন। সেইসঙ্গে উঠত নামত গলার স্বর।

নরেন্দ্র মোদি তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পপতিদের জায়গা তো, তাই গুজরাটে যে কোনও সভা হলেই মোদি বলতেন, 'টাকার দাম কীরকম তলানিতে দেখুন। কেন্দ্রীয় সরকার যত নীচে নামছে, টাকার দামও তত নীচে নামছে।' একবার বললেন, 'ইউপিএ সরকারের দৌলতে টাকা এখন আইসিইউতে।'

মোদির পুরোনো ভাষণগুলোতে ভরে গিয়েছে ইন্টারনেট। প্রধানমন্ত্রী নিজে যদি ওগুলো দেখেন, তাহলে নিজেই লজ্জা পাবেন প্রচণ্ড। এক যুগ আগে যদি ভারতীয় টাকা আইসিইউ-তে থাকে, এখন তা হলে কোথায়! ভেন্টিলেশনে, নাকি মৃত্যু একেবারে হয়েই গিয়েছে! বিল বাড়ানোর জন্য নার্সিংহোম ভেন্টিলেশনে রেখে দিয়েছে, এমনও হতে পারে?

মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় শ্রোতাদের টাকার রূপান্তর বোঝাতে গিয়ে মোদি বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালে যখন ভারত স্বাধীন হয়, এক ডলার মানে ছিল এক টাকা।

অঙ্কটা ভুল। স্বাধীনতার সময় এক ডলার ছিল আমাদের ৩.৩০ টাকা। মোদি যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে টাকা ও ডলারের হিসেব করে ব্যঙ্গে বিঁধছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে, তখন টাকার দাম কত ছিল জানতে চান? ২০১১ সালে ৪৬.৬৭। ২০১২ সালে ৫৩.৪৪। ২০১৩ সালে ৫৬.৫৭। লিখতে লিখতেই নেটে খোঁজ নিয়ে দেখি, সেই অঙ্কটা ৯২.৬৭।

কী বলা যায় একে টাকার ক্রমাগত রক্তক্ষরণ, না মৃত্যুশয্যায় চলে যাওয়া! মুখ্যমন্ত্রী মোদি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা ক্ষমতায় এলেই ডলারের বিনিময় মূল্য কমবে, তেলের দাম কমবে, গ্যাসের দাম কমবে। তার তো কিছুই বোঝা গেল না।

১৯৪৭ সালের ৩.৩০ টাকা থেকে কীভাবে এত বেড়ে গেল ডলারের ক্রয়মূল্য?

যখন ডলারে টাকার মান তলানিতে ঠেকছে, তখন মোদি ভক্তরা বলে থাকেন, এটা নাকি ডলারের শক্তিশালী হওয়া। টাকার দুর্বল হওয়া নয়। এই অদ্ভুত যুক্তি অনেকটা এরকম- আমি পরীক্ষায় ফেল করিনি, আসলে প্রশ্নপত্র অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে।

কীভাবে আমাদের দেশে টাকার মূল্য এই রক্তক্ষরণের জায়গায় পৌঁছাল, দেখা যেতে পারে।

১৯৬৫ পর্যন্ত কিন্তু এক ডলারের দাম ছিল ৪.৭৬। চিনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পরের দু'বছর সেটা ৭.৫-এ দাঁড়ায়। আবার ১৯৬৮-তে নেমে গিয়েছিল ৪.৭৬-এ। বাংলাদেশ যুদ্ধের পরেও দশের ওপরে যায়নি সেটা। দুই অঙ্কে গেল ১৯৮৩ সালে- ১০.১। দুইয়ের ঘরে গেল ১৯৯১ সালে- ২২.৭৪। তিনের ঘরে গেল ১৯৯৩ সালে- ৩০.৪৯।

১৯৯৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত চারের ঘরেই ছিল অঙ্কটা। ২০১২ সালে ৫৩.৪৪। তারপর আর তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বছরে অঙ্কটা ছিল এক ডলার ৬২.৩৩! ২০২০-তে হল ৭৬.৩৮! তারপর শুধুই বেড়ে চলা!

২০২৫-এ ছিল এক ডলার মানে ৮৮.৭২ টাকা। এ এমন জিনিস তাকে অনেক কষ্ট করেও ধরে রাখা যায় না। নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা যায় না, ইস্পাত দিয়েও না। ১৯৪৭ থেকে ২০২৬, টাকা এবং ডলারের বিবর্তনের টেবিলে চোখ রাখলে বারবার চোখ কচলাতে হয়। ঠিক দেখছি তো! ১৯৮২ সালেও ডলারের দাম ৯.৪৬ টাকা ছিল? আজ টাকা যেন কোনও এক অন্তহীন খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে।

এখন রাহুল গান্ধি মাঝে মাঝে মোদির পুরোনো কথাটা বলে থাকেন— টাকা তো এখন আইসিইউ-তে। তাঁর পর্যবেক্ষণ আরও ভয় জাগানোর। উৎপাদন আর ট্রান্সপোর্টের খরচ আরও বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় স্টক মার্কেট থেকে ইনভেস্টমেন্ট তুলে নেবে। এই পতন কি শুধু অর্থনীতির নাকি আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছারও?

প্রধানমন্ত্রী মোদি এক সময় তৎকালীন সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন, যখন টাকার দাম কমে, তখন দেশের সরকারের সম্মানও কমে। তাঁর কথায়, 'টাকার মান সেই স্তরেই পড়ে যেখানে সরকারের পতন ঘটে।' অথচ আজ তাঁর নিজের শাসনামলে টাকা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে কি তাঁর নিজের যুক্তি অনুযায়ী সরকারের সম্মান অটুট আছে?

বিদেশি মুদ্রার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের টাকা এখন স্রেফ চিতপটাং। সে যেন পাড়ার রোগা ছেলেটা, যে পালোয়ানদের ভিড়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। আগে লোকে বলত টাকা কথা বলে। এখন টাকা শুধু ফিশফিশ করে কাঁদে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার সেই রাজকীয় দাপট নেই।

টাকার এই বেহাল দশার পেছনে অর্থনীতিবিদরা মূলত পাঁচটি কারণকে দায়ী করছেন।

১) বাণিজ্য ঘাটতি-- ভারত রপ্তানির চেয়ে আমদানিতে বেশি নির্ভরশীল। বিশেষত খনিজ তেলের আমদানিতে ভারতের বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যায়। অমর্ত্য সেনের বিভিন্ন বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পেলে টাকার দাম বজায় রাখা কেন কঠিন।

২) বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার-- আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ফেড রিজার্ভ যখনই সুদের হার বাড়ায়, তখন বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা ভারত থেকে টাকা তুলে ডলারে বিনিয়োগ শুরু করেন। রঘুরাম রাজন যেমনটা প্রায়ই সতর্ক করেন, বিদেশের বাজারের ওপর অতি নির্ভরশীলতা টাকাকে গুরুত্বহীন করে দেয়।

৩) অপরিশোধিত তেলের দাম-- ভারত চাহিদার সিংহভাগ তেল বিদেশ থেকে কেনে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে আমাদের ডলারে পেমেন্ট করতে হয়। ফলে বাজারে ডলারের চাহিদা বাড়ে এবং টাকার দাম কমে। এ এক চিরস্থায়ী রোগ।

৪) মুদ্রাস্ফীতি-- দেশে জিনিসের দাম বাড়লে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। বাজারে আলুর কেজি আকাশছোঁয়া হলে টাকার সম্মান আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে?

৫) ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা-- ইরান-আমেরিকা, ইউক্রেন-রাশিয়া, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তৈরি হলে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদ হিসেবে ডলারকে বেছে নেন। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের মুদ্রা তলানিতে গিয়ে ঠেকে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, মুদ্রার দাম পড়া মানেই যে সব শেষ, তা নয়। তবে এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এক সময়ে পকেটে দশ টাকার নোট থাকলে মনে হত যেন কুবেরের ধন হাতে এল। এখন সেই নোটটা বের করতে লজ্জা লাগে। বাজারের থলিটা এখন বিমর্ষ মুখে তাকিয়ে থাকে। এখন দশ টাকা পেলেও পথের অসহায় ভিক্ষুক খুশি হয় না। কী হবে এ টাকায়! শুধু 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' বলে পেট ভরবে না, যদি না টাকার পকেটে জোর থাকে।

মনমোহন সিং যখন ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন এক ডলার ছিল ৪৫.১৯ থেকে ৪৫.৩১ টাকা। ২০১৪ সালে মনমোহনের প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়ার সময় ডলার ছিল ৫৮.৬৬ থেকে ৫৯.৬৫ টাকা।

টাকার এই করুণ দশা দেখে মনে হয়, তার জন্য বোধহয় এক শোকসভা আয়োজন করাই শুধু বাকি। টাকা এখন আর স্রেফ বিনিময় মাধ্যম নয়। সে স্রেফ এক টুকরো কাগজ, যা আমাদের দারিদ্র্যকে রোজ মনে করিয়ে দেয়। সব সমস্যা মিলেমিশে যায়। টাকার রক্তক্ষরণও উত্তেজিত করে। উত্তেজিত করে গ্যাস, জ্বালানির অভাব নিয়ে শোরগোল।

কালিয়াচক-সুজাপুর-মোথাবাড়ির নারী-পুরুষের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্ক ছাড়া এই ভয়গুলোও বাসা বেঁধেছে ব্যাপকভাবে। কোথায় শান্তির রোদ্দুর?

আজ

২০০৪

অভিনেতা সুখেন দাসের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০২৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা, পরিচালক মনোজ কুমার।

আলোচিত

তারকাদের উচিত সিনেমা হলে লোক টানা। ভোট টানা তাদের কাজ নয়। শুধু রাজনীতি কেন, কোনও জায়গাতেই অপশব্দের প্রয়োজন আছে বলে আমি অন্তত অনুভব করি না। আমার মতে, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি সবসময় বর্জনীয়। দুর্বলরা গালাগাল দেয়। সবলরা অপশব্দ, অপভাষা ব্যবহার করে কি?

- গার্গী রায়চৌধুরী

ভাইরাল/১

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনযাত্রা। বাংলাদেশের এক স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই প্রচুর মানুষ তাতে চড়তে ব্যস্ত হলেন। ভিতরে তিলধারণের জায়গা নেই। লোকজন ট্রেনের ছাদে ওঠার চেষ্টা করলেন। সেই জায়গা মুহূর্তে ভর্তি।

ভাইরাল/২

হায়দরাবাদে মশার উপদ্রব। কিন্তু প্রশাসন গা করছে না। সমস্যার দিকে সরকারের নজর কাড়তে বিআরএস বিধায়ক সুধীর রেড্ডি মশারির মতো দেখতে একটি পোশাক পরে বিধানসভায় উপস্থিত। তাঁর এই 'মশারি প্রতিবাদ' সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছে।

জনমন জনমত

রাজনীতিতে আস্থার সংকট ও প্রত্যাশা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াই মূলত দুই শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে- তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি আপাতত সরকার গঠনের মতো অবস্থানে নেই বলেই সাধারণভাবে মনে করা হচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক পরিসরে এমন এক ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বামঘেঁষা ভোটের একাংশ হয় বিজেপির দিকে, নয়তো তৃণমূলের দিকে সরে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক হাওয়া বইছে রাজ্যে।

রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যক্তিগত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে ভোটের মেরুকরণ ক্রমশ ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে। দুটি প্রধান দল দুই ভিন্ন ধর্মীয় আবেগকে সামনে রেখে ভোট রাজনীতিকে তীব্রতর করছে। এর ফলে উন্নয়নের সুস্পষ্ট রূপরেখা বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অভাব সত্ত্বেও ভোটের লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

অন্যদিকে, ভোটের মরশুমে বিনোদন জগৎও এই আবহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। টলিপাড়ার 'লক্ষ্মী এলো ঘরে' এবং বলিউডের 'ধুরন্ধর' - এই দুই চলচ্চিত্র ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় নিজেদের উপস্থিতি ও প্রচারের মাধ্যমে জনমানসে প্রভাব ফেলতে চেয়েছে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছে। বিশেষত, বাম আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা পর্যায়ে দুর্নীতির অভিযোগ ও প্রভাব মানুষের অভিজ্ঞতায় এসেছে। এর ফলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও হতাশা তৈরি হয়েছে জনমানসে।

শিক্ষানীতি থেকে প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তর- প্রায় সর্বত্রই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম সমঝোতা বা সমীকরণের ইঙ্গিত সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করেছেন। ফলে ভোটারদের একটি বড় অংশ আজ দিশেহারা, তাঁদের মূল্যবান ভোটটি কোন রাজনৈতিক শক্তির হাতে তুলে দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বাসের অভাব। সাধারণ মানুষের আস্থার ভাঙনই আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই জনমতের একটি বড় অংশ মনে করছেন, রাজনীতির ময়দানে বিশ্বাসযোগ্য, সৎ ও মেধাবী মানুষের প্রবেশ এখন সময়ের দাবি।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বেকারত্ব এবং রাজনৈতিক হিংসার সমীকরণ

বেকারত্বের অভিশাপ ও বেঁচে থাকার তাগিদ আমাদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে হিংসাত্মক করে তুলছে।

রাহুল দাস

-এআই

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি নির্বাচন। কিন্তু এই নির্বাচন বারবার হিংসার মুখে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সমস্যার শিকড় কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে বেশি করে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হল বেকারত্ব। বেকারত্বকে মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখা হলেও এর মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কর্মসংস্থানের সুযোগ যেখানে সীমিত, সেখানে রাজনীতি অনেকের কাছে বিকল্প পেশা হয়ে ওঠে। তখন আদর্শের বদলে ব্যক্তিগত পরিচিতি এবং ভবিষ্যতের সুযোগসুবিধা অনেক বেশি গুরুত্ব পায়।

এই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি বেকার তরুণ-তরুণীদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়। স্থানীয় স্তরে প্রভাবশালী নেতার ঘনিষ্ঠ হতে পারলে কাজের সুযোগ, সরকারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি বা নিদেনপক্ষে কিছু আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই প্রাপ্তির আশা থেকে রাজনৈতিক দলের প্রতি যে আনুগত্য জন্মায় তা একসময় অন্ধ নির্ভরতায় পরিণত হয়। আর এই অন্ধ সমর্থন থেকেই যে কারও সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বাড়ে। রাজনৈতিক হিংসার এক বিরাট উৎস লুকিয়ে রয়েছে এই নির্ভরতার গভীরে। দীর্ঘদিন কাজের সুযোগ না পেলে যুবসমাজের মনে হতাশা, ক্ষোভ ও অস্থিরতা জমা হতে থাকে।

জমে থাকা এই নেতিবাচক আবেগগুলি কোনও গঠনমূলক পথে প্রকাশ করার সুযোগ না পেলে তা ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তখন রাজনৈতিক ময়দান হয়ে ওঠে সেই ক্ষোভ উগরে দেওয়ার সবচেয়ে সহজ জায়গা। নিজের ব্যক্তিগত না পাওয়ার যন্ত্রণাকে অনেকেই দলের স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এর পাশাপাশি রাজনীতির আঙিনায় খুব দ্রুত পরিচিতি পাওয়ার এক তীব্র হাতছানিও কাজ করে। অন্য পেশায় প্রতিষ্ঠা পেতে যেখানে বছরের পর বছর সময় লাগে, সেখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সামনের সারিতে থাকলে খুব সহজেই চেনা মুখ হয়ে ওঠা যায়। এই দ্রুত স্বীকৃতির লোভ অনেককে হিংসার পথে টেনে আনে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের স্বার্থে এই কঠিন বাস্তবতাকে কাজে লাগায়।

বেকার এবং অফুরন্ত সময় থাকা তরুণ প্রজন্মকে খুব সহজেই সংগঠিত করে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যায়। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের পাশাপাশি সংঘর্ষমূলক কাজেও এদের অনায়াসে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হিংসা ধীরে ধীরে সমাজের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি কারণ সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও কম এবং পঞ্চায়েতের ক্ষমতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভোটে কোনও দলের হারজিতের ওপর সাধারণ মানুষের কাজের সুযোগ এমনকি সামাজিক অবস্থানও নির্ভর করে। তাই ভোট শুধুমাত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকে না, তা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হয়ে দাঁড়ায়।

বেকারত্ব রাজনৈতিক হিংসার একমাত্র কারণ না হলেও তা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি নির্বাচনেই রাজনৈতিক হানাহানির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং খুনজখম বা ঘরছাড়া হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। একসময় উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মতো রাজ্যে যে বাহুবলের রাজনীতি দেখা যেত পশ্চিমবঙ্গেও এখন সেই ছবি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। তাই এই সমস্যার সমাধানে শুধুমাত্র প্রশাসন দিয়ে আইনশৃঙ্খলা কড়া করাই যথেষ্ট নয়। সবার আগে প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। রাজনীতিকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে তাকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তবেই নির্বাচন তার প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পাবে এবং মতপ্রকাশের এক শান্তিপূর্ণ উৎসবে পরিণত হবে।

(লেখক গৃহশিক্ষক ও অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪১১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সরোবর বা জলাশয়ে ফোটা পদ্মফুল ৩। এক ধরনের লেবু, আকারে বেশ বড় ৫। হাতে আঁকা নকশার বিশেষ ধরনের কাপড় ৭। হুঁশ বা খেয়াল, এর সঙ্গে নড়াচড়ার সম্পর্ক আছে ৯। হাওয়া বা বায়ু ১১। সর্প দংশন নিয়ে প্রবাদের পাথর ১৪। ডিসকাউন্ট ১৫। খুব সুন্দর।

উপর-নীচ : ১। তামাক ২। পথ বা রাস্তা ৩। নৌকার পাল, অনেকে ভেজেও খায় ৪। টমেটো বেটে যা তৈরি হয় ৬। উত্তরের এক প্রাচীন রাজ্য ৮। পৌরাণিক রাজা, যযাতির বাবা ১০। ভাই বা দাদা, খুড়তুতো নয় নিজের ১১। কলহ বা ঝগড়া ১২। প্রস্রাবের অসুখ ১৩। আদবকায়দা।

সমাধান ■ ৪৪১০

পাশাপাশি : ১। অঙ্গজ ৩। ওজু ৫। নাফা ৬। দ্বিমত ৮। লঙ্ঘন ১০। অনুজা ১২। স্তাবক ১৪। পালি ১৫। টেক্কা ১৬। পিরিচ।

উপর-নীচ : ১। অনুজ্জ্বল ২। জনার্দন ৪। জুলুম ৭। তল্পা ৯। খাস্তা ১০। অনুলিপি ১১। জাতাশৌচ ১৩। বখাটে।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভারতের দরজা থেকে চিনমুখী ইরানের ট্যাংকার

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : দীর্ঘ সাত বছর পর ইরান থেকে সরাসরি সস্তায় তেল আমদানির যে দরজা খুলতে চলেছিল, তা শেষ মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়ল। ভারতের জলসীমায় ঢুকেও পেমেন্ট বা টাকা মেটানোর জটিলতায় মাঝপথেই গতিপথ বদলে ফেলল ৬ লক্ষ ব্যারেল তেলবোঝাই ইরানি ট্যাংকার 'পিং শুন'। গুজরাটের ভাদিনার বন্দরে নোঙর করার বদলে জাহাজটি এখন চিনের ডংইং বন্দরের দিকে পাড়ি দিয়েছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে শিথিল হওয়ায় ভারতের কাছে সস্তায় জ্বালানি পাওয়ার যে 'সুবর্ণ সুযোগ' তৈরি হয়েছিল, স্রেফ হিসেব-নিকেশের ভুলে তা হাতছাড়া হল।

জাহাজ ট্র্যাকিং সংস্থা 'কেপলার'-এর তথ্য বলছে, এসওয়াতিনি পতাকাবাহী এই বিশালাকায় ট্যাংকারটি গত কয়েকদিন ধরেই ভারতের দিকে আসছিল। কিন্তু আচমকাই নাটকীয় পটপরিবর্তন ঘটে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর মূলে রয়েছে ইরানের কঠোর ব্যবসায়িক শর্ত। আগে যেখানে ধারের সুযোগ মিলত, এখন ইরান দ্রুত বা অগ্রিম টাকা মেটানোর দাবি তুলছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা 'সুইফট'-এর বাইরে থাকায় ইরানের সঙ্গে লেনদেনে বড়সড় ঝুঁকির মুখে পড়ছে ভারতীয় শোধনাগারগুলি। ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত আমেরিকার দেওয়া ছাড়ের মেয়াদ থাকলেও, ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না।

২০১৮ সাল পর্যন্ত ভারতের মোট আমদানির প্রায় ১১.৫ শতাংশ আসত ইরান থেকে। ২০১৯-এ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর থেকেই ভারতকে মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকার ওপর বেশি নির্ভরশীল হতে হয়েছে, যা আমদানির খরচ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। 'ইরান লাইট' বা 'ইরান হেভি' গ্রেডের তেল ভারতের শোধনাগারগুলির জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক।

এই পরিস্থিতিতে পিং শুনের চিনে চলে যাওয়া শুধু একটি কার্গো হারানো নয়, বরং ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা। পেমেন্ট সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের দামে এর আঁচ পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দড়ি টানাটানির খেলায় ভারতের থেকে চিনের পাল্লাই শেষ পর্যন্ত ভারী হল।

গুডফ্রাইডে উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা। শুক্রবার জব্বলপুরে।

সুর চড়ালেন রাঘব, পালটা তোপ আপের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : রাজ্যসভায় আপের ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন রাঘব চাড্ডা। সমাজমাধ্যমে তাঁর সাফ কথা, 'মুখ বন্ধ করা হয়েছে, হেরে যাইনি।' তিনি বলেছেন, 'সংসদে আমি যখনই কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, জনস্বার্থে সরব হয়েছি। হতে পারে যে সমস্ত বিষয়ে আমি কথা বলেছি, সেইসব নিয়ে সাধারণত কথা বলা হয় না। কিন্তু জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপন করা কি অপরাধ? আমি কি কোনও অপরাধ করেছি? আমি কি কোনও ভুল করেছি?' আম আদমির প্রতি বার্তায় রাঘব বলেছেন, 'আমি এই প্রশ্ন করেছি বলেই আপ রাজ্যসভার সচিবালয়কে বলেছে, রাঘব চাড্ডা যেন সংসদে কথা বলতে না পারেন। মানুষের পাশে থাকব, মানুষের কথা বলব।'

তরুণ সাংসদের এহেন ভিডিওবার্তায় স্বাভাবিকভাবেই অসন্তুষ্ট আপ শীর্ষনেতৃত্ব। যদিও তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার প্রকৃত কারণ এদিনও জানায়নি দল।

দিল্লির বিরোধী দলনেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর তোপ, 'আপনি বিজেপিকে এত ভয় পান কেন, বিজেপিকে প্রশ্ন করেন না কেন? মোদিকে প্রশ্ন করতে ভয় পান কেন? আমাদের দেশ, গণতন্ত্র, সংবিধানের ওপর বিপদ রয়েছে। আমাদের চোখের সামনে নির্বাচন কমিশনের অপব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের ভোট চুরি করা হচ্ছে। কিন্তু আপনি তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেননি।' অতিশী বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসসহ বিরোধীরা যখন সিইসির বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনল তখন আপনি তাতে সই করতে রাজি হননি। আপনি কি একবারও পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের ওপর হামলার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করেছেন? মানুষের সামনে সবথেকে বড় সমস্যা হল এলপিজি গ্যাস। আপনি বড় মানুষ। আপনার হয়তো সমস্যা হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভাবুন। আপ দিল্লি, পঞ্জাব বিধানসভায় সিলিন্ডার নিয়ে প্রশ্ন তুললেও আপনি এই বিষয় নিয়ে কোনও কথা বলেননি। আপনি ঠিক করুন, সংবিধানের সঙ্গে রয়েছেন না মোদিজির সঙ্গে রয়েছেন।'

অপরদিকে আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'রাঘব চাড্ডা শুধুমাত্র কিছু সফট ইস্যুতে নজর দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে নিজের দলকে সমর্থন করেননি।' আপ নেতা অনুরাগ ধান্ডা বলেন, 'গত কয়েকবছর ধরে আপনি ভীত হয়ে পড়েছেন রাঘব। মোদির বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান। সংসদে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় তুলে ধরার বদলে বিমানবন্দরের ক্যান্টিনে শিঙাড়ার দাম কমানোর কথা বলা হয়েছে।'

এদিকে এই আকচাআকচিতে কেজরিওয়ালকে বিঁধে রাঘব চাড্ডার পাশে দাঁড়িয়েছে বিজেপি। দিল্লিতে দলের সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, 'রাঘব চাড্ডাকে যেভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোণঠাসা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট, উনি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নৈরাজ্যবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বের থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। প্রথমে স্বাতী মালিওয়াল তারপর রাঘব চাড্ডা, দুজনেই কেজরিওয়ালের কাজের ধরন থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন।' কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিতেরও অভিযোগ, পঞ্জাব থেকে টাকা সংগ্রহের জন্য কেজরিওয়াল রাঘব চাড্ডাকে এজেন্ট হিসেবে বসিয়েছিলেন। এখন দিল্লিতে হারার পর তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন।

> সংসদে আমি যখনই কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, জনস্বার্থে সরব হয়েছি। কিন্তু জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপন করা কি অপরাধ? আমি কি কোনও অপরাধ করেছি? আমি কি কোনও ভুল করেছি?
>
> রাঘব চাড্ডা

> আমাদের দেশ, গণতন্ত্র, সংবিধানের ওপর বিপদ রয়েছে। আমাদের চোখের সামনে নির্বাচন কমিশনের অপব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের ভোট চুরি করা হচ্ছে। কিন্তু আপনি তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেননি।
>
> অতিশী

উপসাগরীয় দেশ ও জর্ডনে আতঙ্ক

তেহরানের নিশানায় মধ্যপ্রাচ্যের ৮ সেতু

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এবার ভয়াবহ মোড় নিল। বৃহস্পতিবার ইরানের কারাজ শহরে দেশটির উচ্চতম নির্মাণাধীন 'বি১' সেতুতে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর পালটা 'হিট লিস্ট' প্রকাশ করেছে তেহরান। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদসংস্থা ফার্স নিউজ শুক্রবার জানিয়েছে, ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) প্রতিশোধ হিসেবে বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশ এবং জর্ডনের আটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতুকে লক্ষ্যবস্তু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে কুয়েতের শেখ জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ সমুদ্র সেতু, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির শেখ জায়েদ, আল মাকতা ও শেখ খলিফা সেতু, সৌদি আরব ও বাহরিনকে সংযোগকারী কিং ফাহদ কজওয়ে এবং জর্ডনের কিং হুসেন, দামিয়া ও আবদুন সেতু। তেহরান সরকারের ঘোষণা প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

১৩৬ মিটার উঁচু এবং প্রায় এক হাজার মিটার দীর্ঘ বি১ সেতুটি ছিল ইরানের আধুনিক পরিকাঠামোর অন্যতম নিদর্শন, যা তেহরান ও কারাজ শহরের সংযোগ রক্ষা করত। আলবোর্জ প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর কুদরতুল্লাহ সেফ জানিয়েছেন, মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত এবং ৯৫ জন আহত হয়েছেন। হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় ধ্বংসলীলার ভিডিও পোস্ট করে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখেছেন, 'ইরানের সবচেয়ে বড় সেতুটি ভেঙে পড়েছে, যা আর কোনও দিন ব্যবহার করা যাবে না। এখনই চুক্তি করার সময়, নয়তো ধ্বংস করার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মার্কিন সামরিক বাহিনী এবার ইরানের সেতু এবং তারপর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে নিশানা করবে।' হরমুজ প্রণালী নিয়েও এদিন ফের তোপ দেগেছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, 'আর একটু সময় পেলে আমরা খুব সহজে হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে পারব, ওখানকার তেলের দখল নিতে পারব এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারব।'

মার্কিন হুমকির মুখে ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা পিছু হটবে না। দেশটির বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'অসামরিক পরিকাঠামোয় হামলা চালিয়ে ইরানকে আত্মসমর্পণ করানো যাবে না। এটি কেবল শত্রুর পরাজয় আর নৈতিক পতনকেই তুলে ধরে।' এর মধ্যেই আইআরজিসি দাবি করেছে, তারা শুক্রবার মধ্য ইরানে আমেরিকার একটি অত্যন্ত উন্নত এফ-৩৫ স্টিলথ যুদ্ধবিমান ভূপতিত করেছে। তাদের দাবি অনুযায়ী, যুদ্ধবিমানটি লিকেনহিথ স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ১,৩৪০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কুয়েতের তেল শোধনাগারে ড্রোন হামলা এবং সৌদি আরবের আকাশসীমায় ড্রোন ইন্টারসেপ্ট করার খবর পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই 'ইটের বদলে পাটকেল' নীতি পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে এক দীর্ঘস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তালিকায় কোন কোন সেতু

কুয়েত
- শেখ জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ সমুদ্র সেতু

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি
- শেখ জায়েদ
- আল মাকতা
- শেখ খলিফা

সৌদি আরব
- কিং ফাহদ কজওয়ে

জর্ডন
- কিং হুসেন
- দামিয়া
- আবদুন

যুদ্ধের মাঝে মার্কিন সেনাপ্রধান বরখাস্ত

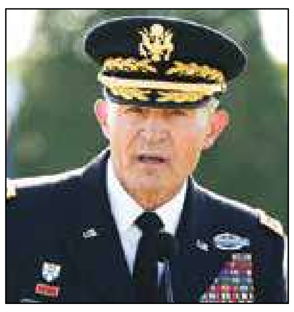

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধের দাবদাহের মধ্যেই মার্কিন সেনাবাহিনীতে নজিরবিহীন পটপরিবর্তন। খোদ সেনাপ্রধান জেনারেল র‍্যান্ডি জর্জকে বৃহস্পতিবার তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ সেনাপ্রধানকে অবিলম্বে 'অবসর' গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধ চলাকালীন সেনাপ্রধানকে এমনভাবে বরখাস্ত করার ঘটনা আধুনিক আমেরিকার ইতিহাসে কার্যত বিরল। জেনারেল জর্জের জায়গায় তড়িঘড়ি আনা হয়েছে সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ অফ স্টাফ জেনারেল ক্রিস্টোফার লানিভ-কে। পেন্টাগন থেকে এই নাটকীয় অপসারণের কারণ স্পষ্ট করা না হলেও জল্পনা তুঙ্গে।

সূত্রের খবর, ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ চান এমন এক সেনাপ্রধান, যিনি প্রেসিডেন্টের যুদ্ধকালীন রণকৌশল নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন। হেগসেথের সাফ কথা, 'সেনাবাহিনীতে এবার নেতৃত্ব বদলের সময় এসেছে।' জেনারেল জর্জের বিদায়ের পেছনে একাধিক কারণ দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। সেনেটে সামরিক নিয়োগ নিয়ে টানাপড়েন থেকে শুরু করে বর্তমান যুদ্ধে রণকৌশলগত মতভেদ সবকিছুই এই সিদ্ধান্তের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অনীহাও জর্জের পারফরম্যান্সে ছায়া ফেলেছিল বলে অনেকের মত।

তবে কেবল সেনাপ্রধানই নন, ট্রাম্প প্রশাসনের 'ক্লিন ড্রাইভ' অভিযানে আরও একগুচ্ছ শীর্ষ আধিকারিকের বিদায়ঘণ্টা বেজেছে। এই তালিকায় এফবিআই অধিকর্তা কাশ প্যাটেল থেকে শুরু করে জাতীয় গোয়েন্দা অধিকর্তা তুলসী গাবার্ডের মতো হেভিওয়েটদের নামও ঘোরাফেরা করছে। সেনাপ্রধানের এই অপসারণ আদতে 'পলিটিক্যাল ক্রস ফায়ার' কি না, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে খোদ মার্কিন মুলুকেই।

অমিল জ্বালানি। এলপিজি ভরাতে অটোর লম্বা লাইন বেঙ্গালুরুতে। শুক্রবার।

পাকিস্তানে তেলের দামে নাকাল জনতা

ইসলামাবাদ, ৩ এপ্রিল : ইরান-মার্কিন যুদ্ধের আঁচ এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের হেঁশেলে। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের বেলাগাম দামের চাপে কার্যত নতিস্বীকার করল শাহবাজ শরিফের সরকার। শুক্রবার থেকে ভারতের প্রতিবেশী দেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হলো রেকর্ড হারে। একধাক্কায় ডিজেলের দাম বেড়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ এবং পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৪৩ শতাংশ। যুদ্ধের আবহে গত এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জ্বালানির দামে 'আগুন' লাগাল ইসলামাবাদ।

নতুন দাম কার্যকর হওয়ার পর পাকিস্তানে প্রতি লিটার ডিজেল বিক্রি হচ্ছে ৫২০.৩৫ পাকিস্তানি রুপিতে। অন্যদিকে, পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটার প্রতি ৪৫৮.৪০ রুপি। পাক পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আলি পারভেজ মালিক স্পষ্ট জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া সরকারের কাছে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, যুদ্ধের পর থেকে দেশটিতে ডিজেলের দাম মোট ৮৭ শতাংশ এবং পেট্রোলের দাম ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধির এই 'কার্ফু' থেকে সাধারণ মানুষকে সামান্য স্বস্তি দিতে একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রিক ভরতুকি ঘোষণা করেছেন পাক অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব। মোটরসাইকেল আরোহীদের জন্য মাসে ২০ লিটার পর্যন্ত পেট্রোলে লিটার প্রতি ১০০ রুপি ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

এছাড়া পণ্যবাহী ট্রাক ও আন্তঃনগর বাসের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ এবং প্রান্তিক চাষিদের জন্য একর প্রতি ১,৫০০ রুপি সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। তবে বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, যে হারে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, তাতে এই টুকু ভরতুকি উটের মুখে জিরের মতোই।

যুদ্ধের মেঘ না কাটলে আগামী দিনে পাকিস্তানের আমজনতার কপালে আরও দুঃখ রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জ্বালানি সংকটে সাশ্রয়ী তারেক

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির হাহাকার বাড়তেই কার্যত শাটডাউন-এর পথে হাঁটল ঢাকা। শুক্রবার থেকেই বদলে গেল বাংলাদেশের কাজের সময়সূচি। তেল ও বিদ্যুৎ বাঁচাতে এবার সরকারি-বেসরকারি অফিস থেকে শুরু করে বিয়ের বাড়ির জৌলুস, সব কিছুতেই কড়া কাঁচি চালাল তারেক রহমানের সরকার। প্রশাসনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিস চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। ব্যাঙ্কের কাজ গুটিয়ে ফেলতে হবে দুপুর ৩টের মধ্যে। রাত অবধি কেনাকাটার চেনা ছবিও আর দেখা যাবে না। সন্ধে ৬টা বাজলেই ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে সমস্ত শপিং মলকে। এমনকি বাংলাদেশের জাঁকজমকপূর্ণ বিয়েতেও এবার পড়বে অন্ধকারের ছায়া। আলোকসজ্জার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ম্লান হচ্ছে উৎসবের রঙ।

বাংলাদেশ তাদের চাহিদার ৯৫ শতাংশ তেল ও গ্যাস আমদানি করে, যা যুদ্ধের বাজারে এখন অনিশ্চিত। আমদানিকৃত গ্যাসে দেশের ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ তৈরি হয় এবং চাষের কাজে লাগে বিপুল ডিজেল। এই মহামূল্যবান জ্বালানি বাঁচাতে এখন থেকেই ৩০ শতাংশ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে প্রশাসন। সরকারি স্তরে নতুন গাড়ি বা কম্পিউটার কেনা বন্ধের পাশাপাশি বাতিল হয়েছে আমলাদের বিদেশ সফরও। পরিস্থিতি সামাল দিতে জ্বালানি চোরদের ধরতে দেশজুড়ে ৫০০০ তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ লিটার তেল। পেট্রোল পাম্পে বিশৃঙ্খলা রুখতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। সংকট মোকাবিলায় বিদেশি সংস্থাগুলোর কাছে ইতিমধ্যে ২০০ কোটি ডলার ঋণের আবেদন জানিয়েছে ঢাকা। সব মিলিয়ে, বিশ্বযুদ্ধের আবহে ওপার বাংলায় এখন এক কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের লড়াই শুরু হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে পদ্ম, হাতের প্রার্থী

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : তামিলনাড়ুতে শুক্রবার প্রায় একসঙ্গে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি এবং কংগ্রেস। দুই দলই ২৭টি করে আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। বিজেপি এবার তামিলনাড়ুর ৩৩টি আসনে লড়াই করছে। অপরদিকে কংগ্রেস লড়ছে ২৮টি আসনে। বিজেপির প্রার্থী তালিকায় অবশ্য দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি আন্নামালাইয়ের নাম নেই। এআইএডিএমকে-র সঙ্গে বিজেপির আসনরফা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন আন্নামালাই। মনে করা হচ্ছে, জোটের স্বার্থে আন্নামালাইকে প্রার্থী করেনি বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এন নগেন্দ্র জানান, প্রার্থীতালিকা ঠিক করেছে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব।

জলে ভাসল যুদ্ধজাহাজ আইএনএস তারাগিরি। শুক্রবার বিশাখাপত্তনমে।

পোশাকে বদল, ক্ষমতায় অটল

নেপিদ্য, ৩ এপ্রিল : মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পাঁচ বছর পর দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন জেনারেল মিন অং হ্লাইং। শুক্রবার পার্লামেন্টে ভোটাভুটির পর ৬৯ বছর বয়সি পোড়খাওয়া জেনারেলকে দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করা হয়। ২০২১ সালে আন সাং সু চি-র নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের পর থেকে তিনিই দেশটির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন।

নির্বাচনে অংশ নিতে গত সোমবার সেনাপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেন হ্লাইং। পর্যবেক্ষকদের মতে, নিজের ক্ষমতা পোক্ত করতেই অত্যন্ত সাবধানে এই পটপরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন সদ্য প্রাক্তন সেনাকর্তা। যদিও রাষ্ট্রসংঘ ও পশ্চিমী দেশগুলির মতে, অধিকাংশ বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করায় মায়ানমারের গত পার্লামেন্ট নির্বাচন কখনোই অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল না।

মায়ানমার

গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত মায়ানমারের সীমান্ত এলাকাগুলি বর্তমানে বিদ্রোহীদের দখলে রয়েছে। লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত। এমন পরিস্থিতিতে জুন্টা প্রধান থেকে বেসামরিক ধাঁচের প্রশাসনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন হ্লাইং। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি শুধু একজন কঠোর সেনাপ্রধানই নন, বরং একজন দক্ষ রাজনীতিক। প্রেসিডেন্টের ব্যাপক নিবাহী ক্ষমতা থাকলেও সেনাবাহিনীর ওপর সরাসরি কর্তৃত্ব নেই, তাই তিনি নিজের উত্তরসূরি হিসাবে বেছে নিয়েছেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ইয়ে উয়িন উ-কে। যাতে পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণও তাঁর হাতেই থাকে।

এপ্রিলে ফের সংসদের অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করল কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দলের অভিযোগ, ১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল ডাকা এই বিশেষ অধিবেশন আসলে আইন প্রণয়নের জন্য নয়, বরং নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ডাকা হয়েছে। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর থাকা অবস্থায় এই অধিবেশন ডাকা গণতান্ত্রিক প্রথার পরিপন্থী এবং এটি নির্বাচনি আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন। এই অধিবেশনকে কংগ্রেস 'ইলেক্টোরাল সেশন' বলেও কটাক্ষ করেছে। কংগ্রেসের দাবি, বিরোধী শিবির একজোট রয়েছে এবং কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যৌথভাবে রাজনৈতিক লড়াই করা হবে। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রথমে দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, তারপর অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে যৌথ কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

সমালোচনা বিরোধীদের

রমেশের দাবি, তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলিও একই দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু সেই দাবি উপেক্ষা করে কেন্দ্র একতরফাভাবে ১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল বিশেষ অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'বিজেপি সংসদকে নিয়ে উপহাস করছে। মহিলা ক্ষমতায়নের ব্যাপারে তৃণমূলকে বিজেপির থেকে শিখতে হবে না। এ বিষয়ে তারা বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে শিক্ষা নিতে পারে।'

জয়রাম রমেশ দাবি করেন, ২০২৩ সালে নারীদের জন্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হওয়ার পর প্রায় ৩০ মাস ধরে সরকার কার্যত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ এখন নির্বাচনের সময় এসে সেই আইন বাস্তবায়নের নামে সরকার 'ডাবল ক্রেডিট' নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁর অভিযোগ, এতদিন সরকার ঘুমিয়ে ছিল, এখন নির্বাচনের মুখে হঠাৎ করে বিশেষ অধিবেশন ডেকে গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করাতে চাইছে। তিনি আরও বলেন, সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও ডিলিমিটেশন বা আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে কোনও প্রস্তাব দেয়নি। তবে অনানুষ্ঠানিকভাবে জানা যাচ্ছে, লোকসভায় আসন সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ানো হতে পারে। বর্তমানে লোকসভায় আসন সংখ্যা ৫৪৩ হলেও তা বাড়িয়ে ৮১৬ করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে বলে তিনি দাবি করেন। জয়রাম রমেশের মতে, এই ডিলিমিটেশন হলে আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত, উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের ছোট রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যের আসন সংখ্যা অনেক বাড়বে, কিন্তু কেরলের মতো রাজ্যে খুব একটা সুবিধা হবে না।

শাহি তোপে কংগ্রেস

কামরূপ, ৩ এপ্রিল : অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কংগ্রেসকে ফের আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। কামরূপে এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, 'কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের কাছে অসমকে তুলে দিয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। বিজেপি দেড় লক্ষ একর জমি অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে।' তিনি দাবি করেন, হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। শা এদিন দাবি করেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার গত দশ বছরে অসমের মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। এদিন অসমে প্রচারে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীনও। কংগ্রেসকে নিশানা করার পাশাপাশি বিজেপি জমানায় অসমের সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করে তাঁরা।

শৈশব থেকেই অটিজম মোকাবিলা

অটিজম নিয়ে সচেতনতা বাড়লেও এখনও সমাজে এ সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা বিদ্যমান। অনেকসময় দেখা যায় কোনও শিশু ভিড়ের মধ্যে অস্থির আচরণ করছে, অন্যদের স্পর্শ করছে, চিৎকার করছে বা নিজের মতো আচরণ করছে। তখন সেই শিশুকে দুষ্টু, অসভ্য বা ‘অভিভাবকের ভুল লালনপালনের ফল’ বলে মন্তব্য করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এসব আচরণের পেছনে থাকতে পারে স্নায়ুবিকাশজনিত একটি ভিন্নতা- অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার। সমাজের এই ভুল বোঝাবুঝি শুধু শিশুর জন্য নয়, তার পরিবারকেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই অটিজম সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা ও সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। লিখেছেন মনোবিদ **শর্মিষ্ঠা দে**

অটিজম কী

অটিজম স্নায়ুবিকাশজনিত অবস্থা, যা শিশুর সামাজিক যোগাযোগ, ভাষা বিকাশ, আচরণ এবং সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে। এটি কোনও মানসিক রোগ নয় এবং ওষুধে সম্পূর্ণ সেরে যায় না। অটিজমে থাকা প্রতিটি শিশুই আলাদা। তাদের সক্ষমতা, চাহিদা ও সমস্যাও ভিন্ন হয়। সাধারণত জীবনের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই এর লক্ষণগুলো দেখা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেড় থেকে দুই বছর বয়স থেকেই লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে।

প্রাথমিক লক্ষণ

অভিভাবকদের যেসব বিষয় লক্ষ করা উচিত -

- শিশু নির্দিষ্ট বয়সে কথা না বলা বা বলা বন্ধ করে দেওয়া
- চোখে চোখ রেখে তাকাতে না চাওয়া
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেওয়া
- একই কাজ বারবার করা বা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ
- অতি চঞ্চলতা বা নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা
- এক জায়গায় বসে থাকতে অসুবিধা
- নিজের প্রয়োজন বোঝাতে না পেরে রাগ বা আক্রমণাত্মক আচরণ
- অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতা (শব্দ, আলো, স্পর্শে অস্বস্তি)

এইসব লক্ষণের একাধিক উপস্থিত থাকলে দ্রুত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

শৈশবেই সঠিক দিশা (আর্লি ইন্টারভেনশন)

শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সঠিক প্রশিক্ষণ শুরু করা হলে শিশুর যোগাযোগ দক্ষতা, আচরণ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব। এই পর্যায়কে বলা হয় আর্লি ইন্টারভেনশন। কিন্তু সচেতনতার অভাবে অনেক পরিবার ‘বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে’ ধারণায় সময় নষ্ট করে। ফলে শিশুর যোগাযোগ সমস্যা বাড়ে, আচরণগত সমস্যা তীব্র হয় এবং পরে প্রশিক্ষণ শুরু করলে উন্নতির গতি কমে যায়। তাই যত দ্রুত সম্ভব বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু করা অত্যন্ত জরুরি।

আচরণগত সমস্যার কারণ

অটিজমে থাকা শিশুদের প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ করতে না পারা, নিজের চাহিদা বোঝাতে অসুবিধা এবং সামাজিক নিয়ম না বোঝা। এই সীমাবদ্ধতার কারণে তারা কখনও চিৎকার করে, কখনও অন্যকে ধাক্কা দেয়, কখনও অদ্ভুত আচরণ করে। এগুলো ইচ্ছাকৃত নয়- বরং তাদের যোগাযোগের বিকল্প উপায়। তাই শাস্তি নয়, বোঝাপড়া ও প্রশিক্ষণই হওয়া উচিত সমাধান।

গ্রহণযোগ্যতা ও পরিবারের ভূমিকা

অটিজমে থাকা শিশুর উন্নতির প্রথম ধাপ পরিবারের গ্রহণযোগ্যতা। শিশুর সমস্যাকে অস্বীকার করলে সময় নষ্ট হয়। ‘আমার সন্তানের অটিজম আছে’ - এই স্বীকৃতি থেকেই শুরু হয় সঠিক পরিকল্পনা। এরপর প্রয়োজন স্পেশাল এডুকেশন, স্পিচ থেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপি এবং প্রয়োজনে অকুপেশনাল থেরাপি। প্রতিটি শিশুর প্রয়োজন আলাদা হওয়ায় প্রশিক্ষণও আলাদা হতে হবে।

অটিজম ও বয়ঃসন্ধিকাল

শৈশবের পর প্রতিটি শিশুর মতো অটিজমে থাকা শিশুর জীবনেও বয়ঃসন্ধিকাল আসে। এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে হলেও মানসিক ও সামাজিক বোঝাপড়া অনেক ক্ষেত্রে সেই গতিতে এগোয় না। ফলে শিশুর মধ্যে বিভ্রান্তি ও আচরণগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা যায় -

- শরীরের দ্রুত বৃদ্ধি
- গলার স্বর পরিবর্তন
- যৌন হরমোনের প্রভাব
- মেয়েদের ক্ষেত্রে পিরিয়ড শুরু
- ব্যক্তিগত কৌতূহল বৃদ্ধি
- স্পর্শ বা ব্যক্তিগত সীমা না বোঝা

এই সময়ে সঠিক নির্দেশনা না থাকলে শিশু ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করতে পারে অথবা অন্যদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

অটিজমে থাকা শিশুরা সমাজেরই অংশ। তারা বড় হয়, শিক্ষা পায়, কাজ করে এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। সঠিক বোঝাপড়া ও সহানুভূতিশীল আচরণ তাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে পারে। এপ্রিল মাস অটিজম সচেতনতার মাস হিসেবে পালিত হয়। এই সময়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অটিজম কোনও সীমাবদ্ধতার পরিচয় নয়, বরং ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠার একটি ধরন। সঠিক প্রশিক্ষণ, পরিবারের সমর্থন এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে অটিজম থাকা শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, সহানুভূতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা সম্ভব। অটিজমকে ভয় নয়, বোঝার চেষ্টা করুন। সচেতনতাই পারে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ বদলে দিতে।

ভুল ধারণা সম্পর্কে সতর্কতা

অটিজম নিয়ে কিছু ভুল ধারণা এখনও প্রচলিত। যেমন, সব অটিস্টিক শিশু জিনিয়াস নয়, সব শিশু একইরকম নয়, দ্রুত সমাধান নেই, ওষুধে সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না, তাবিজ, কবজ বা ঝাড়ফুঁকে উপকার হয়। এসব এড়িয়ে সঠিক প্রশিক্ষণ, ধারাবাহিকতা ও ধৈর্যই অটিজম মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে।

নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি

বয়ঃসন্ধিকালের আগে থেকেই শিশুদের শেখানো জরুরি -

- শরীরের ব্যক্তিগত অংশের নাম
- ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ
- ব্যক্তিগত সীমা
- পাবলিক ও প্রাইভেট আচরণ
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
- পিরিয়ড ম্যানেজমেন্ট (মেয়েদের ক্ষেত্রে)
- একা কোথাও না যাওয়ার নিয়ম

ছবি, সোশ্যাল স্টোরি বা ভিজুয়াল সাপোর্ট ব্যবহার করে বিষয়গুলো বোঝালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অভিভাবক ও শিক্ষকের ভূমিকা

এই সময়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। আচরণের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা থেকে হঠাৎ রাগ বা উদ্বেগ বোঝা, ব্যক্তিগত আচরণ শেখানো, নিরাপত্তা নিয়ম বারবার অনুশীলন এবং শিশুর সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবে প্রত্যেক অটিস্টিক শিশু আলাদা হওয়ায় একই পদ্ধতি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

কিডনির জন্য উপকারী খাবার

৪০ বছর বয়সের পর লক্ষণীয় কোনও উপসর্গ ছাড়াই কিডনির কার্যক্ষমতা কমতে পারে। জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন না আনলে, কিডনি বিকল হওয়া বা কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। কিডনি ভালো রাখতে বিশেষ করে ৪০ বছর বয়সের পর খাবারের দিকে নজর রাখা উচিত। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, কিডনির যত্নে পুরোপুরি সাপ্লিমেন্টের উপর নির্ভর না করে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসেই ভরসা করা উচিত। যা খেতে পারেন –

১ চর্বিযুক্ত মাছ কিডনির জন্য উপকারী। সহজে হজমযোগ্য প্রোটিনে সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি, তৈলাক্ত মাছে উচ্চ মাত্রায় ওমেগা-৩ ইপিএ এবং ডিএইচএ থাকে, যা শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। এই প্রদাহ কিডনির টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। তবে কিডনি বা ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা থাকলে প্রোটিনের পরিমাণ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করা উচিত।

২ ফুলকপি কিডনির জন্য উপকারী একটি সবজি। এতে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন সি, ফাইবার ও ফোলেট রয়েছে। এছাড়া সালফোরাফেন ও কোলিনও রয়েছে। ফুলকপি আপনার শরীরকে নির্দিষ্ট কিছু টক্সিনের সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে। পাশাপাশি কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

৩ ডিমের সাদা অংশ কিডনির জন্য খুবই ভালো। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁদের কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি তাঁদের সেদ্ধ ডিম খাওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং ডিমের কুসুম খাওয়া কমানো উচিত।

৪ আপেলে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা পরিপাকতন্ত্রকে মসৃণভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। ফলে হজম প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং মল-মূত্রের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। পরিপাকতন্ত্র যখন ভারমুক্ত থাকে, তখন কিডনির ওপর থেকেও কিছুটা চাপ কমে। আপেলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা প্রদাহ কমাতে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে কিডনিকে সাহায্য করে।

৫ সবুজ শাকসবজি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের জোগান দিতে সাহায্য করে এবং রক্তচাপের ভারসাম্য বজায় রাখে, যা কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যাঁদের কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা আছে, তাঁদের অতিরিক্ত অক্সালেট সমৃদ্ধ শাক (যেমন পালং) এড়িয়ে চলা উচিত।

সর্বোপরি কিডনি ভালো রাখতে তেলেভাজা খাবার বা অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার, রেড মিট এড়িয়ে চলা উচিত। কিডনির দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা থাকলে ডায়েট পরিবর্তনের আগে অবশ্যই নেফ্রোলজিস্ট বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেবেন। সুস্থ কিডনির জন্য পটাশিয়াম ভালো হলেও, যাঁদের কিডনির কার্যক্ষমতা ইতিমধ্যে কিছুটা কমেছে তাঁদের রক্তে পটাশিয়াম বেড়ে গেলে হৃদযন্ত্রে সমস্যা হতে পারে। তাই ডাব, কলা বা অতিরিক্ত টমেটো খাওয়ার আগে রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নিন।

সমবেত।। বিশ্ব কবিতা দিবসে জলপাইগুড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কবিতাকে ভালোবেসে

বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষ্যে এক অভিনব অনুষ্ঠান হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ির বিশিষ্ট কবি, বাচিকশিল্পী, আবৃত্তিকাররা উপস্থিত ছিলেন। বাচিকশিল্পী দৃশিতা চক্রবর্তীর আয়োজনে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'শ্রুতিমধুর'। তবে, মূল বিষয় ছিল 'দ্বেষের ঊর্ধ্বে দেশের কবিতা'। যা নিয়ে আলোচনা করে আবৃত্তিকার আকাশ পাল চৌধুরী, কবি জয়শীলা গুহ বাগচী ও আনন্দ চন্দ্র কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক অদ্রিজা সেনগুপ্ত। এছাড়াও একক ও সমবেত কবিতা পাঠে অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রসেনজিৎ চৌধুরী।

অন্যদিকে, বিশ্ব কবিতা দিবসে উত্তরাপন পরিবার এক অভিনব সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল। 'কবিতার দর্পণে দেখি মুখ বারেবারে' শিরোনামে এই আসর বসেছিল শিলিগুড়ি শ্রমিক ভবনে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন কবি অলোক চক্রবর্তী। উত্তরাপণের সম্পাদক তথা বাচিকশিল্পী দেবাশিস ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবিতার সঙ্গে কবিতা প্রিয় মানুষের সম্পর্কের শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত সেটাই কবিতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিশিষ্ট কবিদের শ্রদ্ধা জানান। কবিতা, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে জমে ওঠে কবিতা সন্ধ্যা। কবিতা পাঠ করেন অলোক চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা বাগচী ভৌমিক, শিখা ঘোষ, শম্পা ঘোষ, শর্বরী আচার্য ব্যানার্জি, পরাগ মিত্র প্রমুখ। গান গেয়ে শোনান কানন ঘোষ, পার্থ সরকার ও সাধন দত্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দেবাশিস ভট্টাচার্য। এছাড়া, রেড্ডি স্মৃতি ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় সংস্থার কর্ণধার সমাজসেবী অর্চনা মিত্রের বাড়িতেও উদযাপিত হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ধনঞ্জয় পাল, শিপ্রা পাল, পরাগ মিত্র, অর্চনা মিত্র, কণিকা দাস প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বেবি কাঞ্জিলাল ও রিতা সাহা। সংগীত পরিবেশন করেন নীলরতন কাঞ্জিলাল, অর্চনা মিত্র, মিতালি অধিকারী, গীতশ্রী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও পরিচালনায় ছিলেন কণিকা দাস।

–অনসূয়া চৌধুরী ও সম্পা পাল

স্মৃতি থেকে সৃষ্টির মেলবন্ধন

কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিন ধরে মিত্র সম্মিলনীর ১১৭তম সমাবর্তন উৎসব আয়োজিত হয়েছে। সংগঠনের দীর্ঘদিনের পথ চলা যে কতটা ঐতিহ্যবাহী তা আবারও সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। সাক্ষী ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো।

আবেগঘন।। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'শ্যামের সাইকেল' নাটকের একটি দৃশ্য।

ভাবুন সেদিন সন্ধেবেলা।

মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তনে ভাষণ দিচ্ছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আর গান করছেন ভীমসেন যোশি, এটি কানন, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিজি যোগ। মঞ্চে নাটকে এই শহরের দর্শকদের মনে ঝড় তুলছেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র। শিলিগুড়িতে এই আয়োজন যাঁরা করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মিত্র সম্মিলনীর সাংস্কৃতিক সম্পাদক নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার।

এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের পথ ধরে মিত্র সম্মিলনীর ডাকে এই শহরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, মন্মথ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত যে তাঁদের কথার মালা নিয়ে ছুটে আসবেন এ আর আশ্চর্য কী?

সম্প্রতি শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিন ধরে মিত্র সম্মিলনীর ১১৭তম সমাবর্তন উৎসবে এইসব তথ্যের একটা ঝলক পাওয়া গেল। দুই সঞ্চালক রূপক দে সরকার ও সুমিতা দত্তর সুসংবেদী মুখবন্ধে বোঝা গেল, উত্তরবঙ্গে এমন সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার খুব কম সংগঠনেরই আছে। এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার বিশিষ্ট বক্তা চন্দ্রিল ভট্টাচার্য এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে মেয়র গৌতম দেব এবং দুই প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য ও গঙ্গোত্রী দত্ত ছাড়াও সূচনার দীপালোক পর্বে ছিলেন মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান সুজিত রাহা, বিশিষ্ট অতিথি ডঃ শেখর চক্রবর্তী ও উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রবীণ সদস্য রেণুকা সরকারকে (১১৬) সম্মাননা এবং সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই দিনের অন্যতম অনুষ্ঠান চন্দ্রিলের স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বদলে যাওয়া পৃথিবী আর বই'। চন্দ্রিলের কথা উপস্থাপনার গুণ আর চিন্তার খোরাকের মিশেলে সবসময়ই মানুষের মন ছুঁয়ে যায়। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর ছিল আফ্রিকার মাসাই মারা জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া এক পর্যটকের স্মৃতির সূত্র ধরে একটি অলৌকিক বিষয় নিয়ে কলকাতার নিউ আলিপুর নাট্যচর্চা কেন্দ্রের নাটক 'মুখ'। নাটক রচনা, পরিচালনায় ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নাটকের সুর একটু চড়া হলেও অভিনয়ে গতিময়তা ছিল এবং চরিত্র চিত্রণে শিল্পীদের আন্তরিকতায় কোনও খামতি ছিল না।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম পর্বে ছিল মিত্র সম্মিলনীর নিজস্ব প্রযোজনা এই সময়ের মঞ্চ সফল নাটক 'শ্যামের সাইকেল'। নাটক রচনা, সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন সুদীপ রাহা। অভিনয়ে কনিষ্ক মৈত্র, প্রলয় সরকার, সোমা রায় চৌধুরী, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, সম্রাট রায়, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, অরূপরতন রায়, আশিস ঘোষ, বিক্রম ছেত্রী, নিখিল দে, সুদীপ রাহা, রমেন রায় ও বেলি ভট্টাচার্য। নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সৌমিক দাস, উজান দাস, শংকর চক্রবর্তী, রমেন রায় ও শক্তিপ্রসাদ আইচ। একটি সাইকেল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের সমস্যা সম্পর্কে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি পালটানোর দিকে সময়োচিতভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে এই নাটক। সামগ্রিকভাবে দলগত অভিনয় বেশ ভালো।

দ্বিতীয় পর্বে কোনও ভূমিকা ছাড়াই পিলু রাগে রবীন্দ্রনাথের কথায় মঞ্চের আবহ পালটে দিলেন শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য। 'তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া...।' গান শেষে দু-চার কথার ছোট্ট ভূমিকা। তারপরে আবার গান। 'আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে।' গানের প্রেক্ষাপটের ছোট ছোট কথা এবং গানে আসর যখন পুরো বুঁদ হয়ে আছে তখন ১৫ নম্বর গান চলছে। সলিল চৌধুরী, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, ঋতুপর্ণ ঘোষ হয়ে ফের রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে যখন আসর শেষ হচ্ছে তখনও শ্রোতাদের উৎসাহ শেষ হয়নি। তাঁরা শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীকে ছাপিয়ে গলা ছেড়ে ধরেছেন, 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ।'

বোঝা গেল দু'দিনের এমন প্রাণভরা অনুষ্ঠান সাজিয়ে-গুছিয়ে মিত্র সম্মিলনীই পরিবেশন করতে পারে। সংস্থার শতবার্ষিকী শারদ উৎসব এবার আরও চমকপ্রদ হবে, সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্যের কথায় তেমন ইঙ্গিত মিলেছে। আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

আলোচনা

আজকের লাইব্রেরির খুঁটিনাটি নিয়ে মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় জেলা গ্রন্থাগারের বইবাগানে আলোর দিশার ২৮তম অধিবেশন হয়ে গেল। অনিল রায়ের বেহালায় রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগীত পরিবেশন করেন মণিশংকর সান্যাল। এদিনের অনুষ্ঠানের মূল বিষয় গবেষণাধর্মী 'পরিবর্তনের ধারায় লাইব্রেরি থেকে স্মার্ট লাইব্রেরি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মালদা জেলা গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক তুষারকান্তি মণ্ডল। পাঠিত প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে ডাঃ অসীম শর্মা, সব্যসাচী মজুমদার, অধ্যাপক ডঃ সুস্মিতা সোম, মৌ চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় দাস, প্রকাশ পোদ্দার ও অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র মাহাতো আলোচনা করে সভাকে সমৃদ্ধ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র মাহাতো। অনেকটাই উন্নত হয়েছে। ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে।

সঞ্জুর দ্বিতীয়

সঞ্জু কুজুর পেশায় বনরক্ষী। সাদরি ও বাংলা ভাষায় কবিতা লেখেন। নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সেগুলি প্রশংসিত হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের পানিঝোরার বইগ্রামে বৈচিত্র্যময় ভাষা ও লোক উৎসবে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মোর পাগলী' প্রকাশিত হল। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরিৎকুমার চৌধুরী, সপ্তর্ষি নাগ, আদিত্যনারায়ণ হিরাণি, প্রমোদ নাথ, পরিতোষ বর্মন প্রমুখ। *–পার্থ নিয়োগী*

ছন্দোবদ্ধ।। মালদা টাউন হলে আদিত্য ডান্স অ্যান্ড কালচারাল অ্যাকাডেমি আয়োজিত বসন্ত উৎসবের একটি মুহূর্ত।

অভিনব উড়ানে নতুন সূচনা

সাহিত্য পত্রিকা 'সময়ের লেখচিত্র' সম্প্রতি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে আয়োজিত, 'বিদ্বেষ আবহে কবিতায় প্রতিবাদ' তৎসহ কবিতা উৎসব এবং পুনর্ভবা সৃজন সম্মান প্রদানের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। গঙ্গারামপুর শহরের পারিজাত লজের অশোক সান্যাল মঞ্চে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির প্রধান বক্তা ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তৎসহ 'গহন পত্রিকা'র সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ। বক্তৃতা যে এখনও দর্শক-শ্রোতার মনকে মুগ্ধ করে পরিবেশকে পিনড্রপ সাইলেন্টে পরিণত করতে পারে তার স্বাক্ষর রাখল এই আয়োজন। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত অনুষ্ঠানে সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সময়ের লেখচিত্রের আহ্বায়ক জয়ন্ত চক্রবর্তী, অন্যতম কর্মকর্তা অমিতাভ ঘোষ, অজিতেশ চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সংগঠক এবং সমাজের বিশিষ্টজনেরা। একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে জেলায় এই প্রথম একসঙ্গে পঁয়ত্রিশ জনকে 'পুনর্ভবা সৃজন সম্মান' পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র সাহিত্যিকরা ছিলেন না, ছিলেন জেলাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নাট্যকার ও যাত্রাশিল্পীরা। তাঁদের হাতে উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দেওয়া হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে। এদিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবিতা পাঠের আসর। অংশগ্রহণকারী প্রায় পঞ্চাশজন কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠে অনুষ্ঠানে এক অন্য মাত্রা যোগ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা অমিতাভ ঘোষ বলেন, 'বহুদিন ধরে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের ইচ্ছে ছিল। আশা রাখছি পুনর্ভবা সৃজন সম্মানে সম্মানিতরা পুনর্ভবা নদীর মতোই নিজেদের সৃষ্টির মাধ্যমে জেলার নাম ছড়িয়ে দেবেন বিশ্বের দরবারে।' অনুষ্ঠানটিকে সর্বতো সফল এবং সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রকাশিত হয় দশজন কবির কবিতা সমৃদ্ধ ফোল্ডার।

–অজিত ঘোষ

মোদের গরব মোদের আশা

কিছুদিন আগে কোচবিহার স্টুডেন্টস হেলথ হোমে উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের কোচবিহার শাখা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আকাশ পালচৌধুরী, গৌতম ঘটক, ডঃ সাগরিকা দত্ত এবং অনীতা পালচৌধুরী। স্বাগত কথায় নির্মল দে শোনান প্রাসঙ্গিক টুকরো কিছু বিষয়। 'বর্তমান প্রজন্মের ভাবনায় আমাদের মাতৃভাষা' - শীর্ষক আলোচনায় সাবলীল ছিলেন চিরদীপা বিশ্বাস। কথা, স্ব-রচনা পাঠ, কবিতা পাঠে অনুষ্ঠান বৈচিত্র্যময় করে তোলেন ডঃ সাগরিকা দত্ত, গৌতম ঘটক, সোমা দাস, পিয়ালী চক্রবর্তী ব্যানার্জি, বেদশ্রুতি গোস্বামী, মৌমিতা বর্মন, অসীম কুণ্ডু, শিউলি চক্রবর্তী, সুজাতা শর্মা, অমৃত দেবনাথ, শ্রাবণী লাহিড়ী, রুবি দে, সুমন চক্রবর্তী, রাজা পালচৌধুরী, নীলাদ্রি বিশ্বাস, অদ্রিজা কুণ্ডু, সুমনা গুহনিয়োগী প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন মৈত্রেয়ী শর্মা, কিশোরনাথ চক্রবর্তী, হীরেশ দাস। নৃত্যে ছিলেন অদ্রিজা কুণ্ডু। সংস্থার সদস্যদের পরিবেশনায় 'একুশের স্লোগান' শীর্ষক বাচনিক আলেখ্য এবং জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে' উচ্চারণ মনোমুগ্ধকর ছিল। সঞ্চালনায় ছিলেন অমৃত দেবনাথ ও অসীম কুণ্ডু।

অন্যদিকে, কোচবিহারের রেডক্রস ভবনে ধরিত্রী-নান্দনিক সাংস্কৃতিক সংস্থা আর্থসামাজিক জার্নাল উত্তর প্রসঙ্গের সহযোগিতায় বিশেষ দিবসটি উদযাপন করে। উপস্থিত ছিলেন আনন্দজ্যোতি মজুমদার, দেবব্রত চাকি, শুভাশিস নাগ, ভূপালী রায়, শিশির নিয়োগী।

কবিতা পাঠে অংশ নেন ভূপালী রায়, মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, শিশির নিয়োগী, শুভাশিস নাগ, শুচিস্মিতা চক্রবর্তী, গৌতমকুমার ভাদুড়ি, স্বপনকুমার সরকার, অমলেন্দু বর্ধন, শুভজিৎ ঘোষ, দেবদীপ্তা রায়, উপেন চন্দ, কেয়া সরকার, লীলা বক্সী প্রমুখ। 'আক্রান্ত বাংলা, শঙ্কায় বাঙালি' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ডঃ আশুতোষ সরকার, ডঃ কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর এবং নীলাদ্রি বিশ্বাস। নৃত্য পরিবেশন করেন বিপাশা দে। সংগীত পরিবেশনে একক এবং সমবেতভাবে অংশ নেন সংঘমিত্রা রায়, ললিতা দে, অণিমা সূত্রধর, পায়েল দাস, জয়শ্রী সরকার, চন্দনা ধর, হীরক ভট্ট প্রমুখ। তবলায় সঙ্গ দেন সন্দীপন ভট্ট। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রদীপ ঝা এবং মিতালি চাকি সরকার।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

গল্পে সম্প্রীতি

দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আব্দুর রহিম গাজীর বই 'বাংলা ছোটগল্পে সম্প্রীতি সাধনা'। দুই খণ্ডের এই বইয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ছোটগল্পের আলোচনাতেই মনোনিবেশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও দুই খণ্ডে যথাক্রমে বঙ্গেতর ভারত ও বাংলাদেশের ছোটগল্পে সম্প্রীতি ভাবনাকেও জুড়ে দেওয়ার তাঁর পরিকল্পনা রয়েছে। বইটি কিছুদিন আগে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। *–সৌকর্য সোম*

বইটই

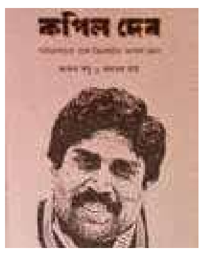

বুকে কপিল

এখন না হয় ক্রিকেটে হামেশাই ভারত জেতে। বিশ্বকাপ আমাদের কাছে জলভাত। কিন্তু ১৯৮৩ সালে? বুকে ভয় ধরানো ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে সেবারে ভারতের বিশ্বকাপ জয় রীতিমতো এক উপন্যাসই বটে। খুব সুন্দরভাবে সেই গল্প ধরা দিয়েছে ভাস্কর বসু ও কলরব রায়ের লেখা কপিল দেব বইয়ে। এই বইটি অবশ্য একদিনের ক্রিকেটে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয় নিয়ে নয়, ভারতের অন্যতম সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার কপিল দেব নিখাঞ্জকে নিয়ে লেখা। ষাটের দশকের টেস্ট থেকে কপিলের উত্তরাধিকার...যাঁরা ক্রিকেট ভালোবাসেন এই বই একবার হাতে তুললে শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে নামিয়ে রাখবেন না তা নিশ্চিত। দুরন্ত কিছু ছবি পাঠকের বাড়তি প্রাপ্তি।

ফিরে দেখা

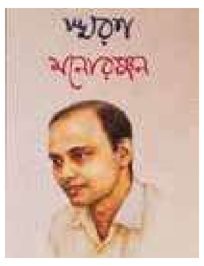

প্রথম নাটক দেখা থেকে শুরু করে পেশাদারি যাত্রাপালা, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কলমে 'অভিনয়' বড়ই সুন্দর। তাঁর কলমে নানা লেখাও। এই সমস্তকে এক সুতোয় বেঁধেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে স্মরণ মনোরঞ্জন। এই সংকলনে মনোরঞ্জনের নিজের নানা লেখা তো আছেই তাঁকে নিয়ে আরও অনেকের লেখাই রয়েছে। পাতায় পাতায় ধরা দিয়েছে চন্দননগর সহ এই এলাকার নানা ইতিহাস। অভিনয়প্রাণ এক মানুষকে নিয়ে কীভাবে এই স্মরণগ্রন্থ লেখা যায় তার সার্থক উদাহরণ এই বইটি। পাতায় পাতায় দুষ্প্রাপ্য কিছু ছবি পাঠককে মুগ্ধ করবে। প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে নজর কাড়ে।

জীবনের টানে

প্রবীর ঘোষ রায় শিলিগুড়ির ভূমিপুত্র। অধ্যাপনা করতেন। স্বেচ্ছাবসরের পর লেখালেখির কাজে বেশি করে ডুব দিয়েছেন। লেখালেখি অবশ্য বহুদিন ধরেই করছেন। এ পর্যন্ত তাঁর পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, দুটি ছড়ার বই, তিনটি উপন্যাস ও একটি রম্যরচনার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্পের একটি সংকলন প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস সাড়া দাও একইরকম সুন্দর। শুভ নামে এক তরুণ খুব মানবদরদি। হঠাৎই সে এক দুর্ঘটনার শিকার হয়। হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সেখানে ছুটে যায়। অদ্ভুত মায়াবী এক পরিস্থিতিতে গল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। রঞ্জন দত্তের সৃষ্ট প্রচ্ছদটি প্রশংসার দাবিদার।

অভিনব ৪৯

সীমাহীন বন্ধনের নামও ভালোবাসা, আত্মার বন্ধন শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা। মৌ চৌধুরীর লেখা 'ভালোবাসা' কবিতাটি এভাবেই শেষ হচ্ছে। এই কবিতাটি দিয়েই অবশ্য কবির হৃদয়ে মেলেছে চাঁদের আলো কাব্য সংকলনের সূচনা। আরও ৪৮টি কবিতাকে সঙ্গী করে তা পাঠকের হাতে ধরা দিয়েছে। মৌ বহুদিন ধরেই কবিতা লিখছেন। নানা পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবারে ছেলে স্বপ্নদীপ ও মেয়ে টুসির সৌজন্যে সেগুলি কাব্য সংকলন হিসেবে পাঠক দরবারে পেশ হল। খুব স্নিগ্ধ এক প্রচ্ছদ সৃষ্টি করেছেন শুভজিৎ মুখোপাধ্যায়। কবির কথায়, 'আমার সৃষ্টিতে যদি কেউ তাঁর জীবনকে খুঁজে পান তবেই আমার লেখা সার্থক।'

উত্তর দাও

সয়াবিন কী জাতীয় খাবার? অহোরাত্র শব্দটির অর্থ কী? কুইজ প্রতিযোগিতায় এমন নানা প্রশ্নই আসে। এমন মজাদার নানা প্রশ্ন নিয়েই সঞ্জীব রায় লিখেছেন ছোটদের কুইজ। সঞ্জীব কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা। পড়ুয়া জীবনে ছোট-বড় বহু পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক। বড় হয়ে চাকরিজীবনেও নানা উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম করে পুরস্কার পেয়েই চলেছেন। এর আগে 'শিশুদের মজার খেলা' লিখে পাঠকদের সম্ভ্রম কুড়িয়েছেন। এবারের বইটিও যে পাঠকদের ভালোবাসা কুড়োবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছোটদের তো ভালো লাগবেই, বড়রাও অনায়াসে নিজেদের ছোটবেলায় ফিরে যাবেন। যে প্রশ্নগুলি দিয়ে লেখাটি শুরু হয়েছিল সেগুলির উত্তর : ১। প্রোটিন ২। দিনরাত।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

প্রাক্তন-বর্তমানের মেলবন্ধনে

হীরক জয়ন্তী উদযাপন

সৌকর্য সোম

এক সময় ক্লাসরুমে কোনও ফ্যান বা লাইট ছিল না। তা বলে স্যরদের ভালোবাসা, বকুনি বা পড়াশোনার মানে কোথাও কোনও খামতি ছিল না। এখন সেই পরিবেশ অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এমন কথাই জানান মালদা উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন পড়ুয়ারা। ২০২৫ সালে বিদ্যালয়টি হীরক জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছে। ৭৫ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে চারদিনব্যাপী সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং এলাকার বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে ফিরে দেখা হয় বিদ্যালয়ের গৌরবময় অতীত। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভার পাশাপাশি কৃষি প্রদর্শনী এবং প্রাক্তনীদের পুনর্মিলনের আয়োজন করা হয়।

এই বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সালে। ইংরেজবাজার শহরের বাঁশবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ওপার বাংলা থেকে বাস্তুহারা বহু মানুষ নতুন ঠিকানার খোঁজে এসেছিলেন। সেই সময় এলাকার এক বস্ত্র ব্যবসায়ী উমেশচন্দ্র বসাক একটি বিদ্যালয় তৈরির কথা ভাবনাচিন্তা করেন। এমনকি বিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী জমি কিনতে ১০০১ টাকা দান করেছিলেন তিনি। এরপর ১৯৫১ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা হয় মালদা উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়ের।

সূচনালগ্নে অমৃতলাল পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রাথমিকের পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। স্কুলের প্রাক্তনীরা জানান, বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে স্কুল চালানোর খরচ তোলা হত। ১৯৫৩ সালে চালু হয় পঞ্চম শ্রেণি। এরপর চাটাইয়ের বেড়া ও টিনের চাল দিয়ে গড়ে ওঠে বিদ্যালয়ের প্রথম নিজস্ব ভবন। ১৯৫৫ সালে বিদ্যালয়টি জুনিয়ার হাইস্কুল হয়। এরপর ১৯৬৬ ও '৬৭ সালে বিদ্যালয়ে যথাক্রমে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে ২০টি ক্লাসরুম রয়েছে। দোতলা ভবন নির্মিত হয়েছে। স্কুলের পেছন দিকে যে মাঠটি রয়েছে, সেখানেও দোতলা ভবন তৈরি হয়েছে। এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১৭০০।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অজয় খাঁ। অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে তাঁর চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে। তিনি বললেন, 'স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সমাজ দায়িত্ব নিয়ে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রভাতফেরি, আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, বিদ্যালয়ে ঢোকার পুরোনো গেটটিকে নতুন করে সাজানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- এসবই ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও আমার মতো শিক্ষকদের কাছে ভালো লাগার কারণ।' তিনি আরও জানান, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন পড়ুয়াদের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিদ্যালয়ের প্রতি যে অটুট বন্ধন ও অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছে তা বলে বোঝানো যাবে না।

আরেক প্রাক্তন শিক্ষক সুবীর নন্দীর বক্তব্য, 'স্কুলের আরও উন্নতি হোক, ছাত্রদের আরও উন্নতি হোক। বিদ্যালয়ের ৭৫ বছরে এর থেকে বেশি আর কী চাইতে পারি।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাভেদ আলি জানান, স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এছাড়া চারদিনব্যাপী চলা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল কাফি, মহাকাশ বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ দুয়ারী, সংগীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র প্রমুখ। স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়াদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এই বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং দ্রৌপদী মেমোরিয়াল স্মার্ট ক্লাসরুম চালু হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের সাফল্যের হার ৯৮ শতাংশ। ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধাতালিকায় প্রথম দশে স্থান পেয়েছিল বিদ্যালয়ের এক ছাত্র। প্রতি বছর এই বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ পায়।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অরুণ সাহার কথায়, 'বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পুরোনো বন্ধু ও স্যরদের আবার ফিরে পেলাম। স্যরদের আনন্দ ছিল দেখার মতো। কত গল্প, কত পুরোনো কথা হল তাঁদের সঙ্গে। বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে। এরপর থেকে প্রতিবছর সবাই এক জায়গায় এসে একটা অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করব।' এছাড়া তিনি জানান, এলাকাজুড়ে এই বিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

এই বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে বহু পড়ুয়া আজ বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করে পুষ্পজিৎ সাহা। সে বলে, 'উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তীর এই অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। রসায়ন প্রদর্শনীতে কাজ করে কৌতূহলী দর্শকদের সামনে নিজেদের ভাবনা তুলে ধরার অভিজ্ঞতা অনন্য। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক ও বিভিন্ন সৃজনশীল অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। সহপাঠীদের সঙ্গে দলগত কাজ, শিক্ষকদের সহায়তায় এই আয়োজন প্রাণবন্ত ও অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে উঠেছিল।'

এছাড়াও দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের আরেক বর্তমান ছাত্র সন্দীপ সরকার জানায়, প্রি প্রাইমারি থেকে এই স্কুলে পড়ছে সে। জীবনের ১৩ বছর এখানেই কেটেছে তার। তাই স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি তার মনের খুব কাছের এক উৎসব। স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানের জন্য তারা প্রায় এক বছর ধরে অপেক্ষা করে ছিল। অনুষ্ঠানের চারদিনের প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে আরও বলে, 'আনন্দ, দায়িত্ব সব মিলিয়ে এটি আমার জীবনের এক মূল্যবান অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে থাকবে। উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্ষপূর্তি নয়, এটি একটি অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস, শিক্ষার প্রসার এবং মানবিক মূল্যবোধের জীবন্ত দলিল।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভবনের সভাগৃহে নারী দিবস নিয়ে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ, ওমপ্রকাশ শর্মা ও অনিন্দ্য ভট্টাচার্য প্রমুখ। অন্যদিকে, ঋষি অরবিন্দ সভাগৃহে 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারী। অধ্যাপক বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে সমসাময়িক উন্নতি নিয়ে আলোচনা করেন।

হিমালয়ের কোলে

মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে সম্প্রতি এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছিল। ৪০ জন ছাত্রের একটি দল এই সফরে সিকিমের গ্যাংটক ও পেলিং ভ্রমণ করে। ছাত্রদের সঙ্গে ছিলেন প্রধান শিক্ষক স্বামী তাপহরানন্দ, একজন শিক্ষক ও দুজন শিক্ষাকর্মী।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শুরু হওয়া এই সফরের প্রথম দু'দিন কাটে গ্যাংটকে। এমজি মার্গের প্রাণবন্ত পরিবেশের পাশাপাশি ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে দেখেছে বনঝাঁকরি জলপ্রপাত। তবে সফরের সবথেকে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ছিল ছাঙ্গু লেক, বাবা মন্দির এবং ভারত-চিন সীমান্তের নাথু লা পাস দর্শন। কুয়াশা আর হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেও পাহাড়ের গাম্ভীর্য ও সীমান্তের গুরুত্ব সরাসরি অনুভব করতে পেরেছে পড়ুয়ারা।

সৃজিত বর্মন ও অনীক দাসের মতো পড়ুয়ারা জানায়, শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ নয়, এই সফর থেকে তারা পাহাড়ি মানুষের

জীবনযাত্রা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার নতুন পাঠ শিখেছে। পেলিং-এর পথে চারধাম, রাবাংলা বুদ্ধ পার্ক, রিম্বি জলপ্রপাত ও নিস্তব্ধ টুলকু ফরেস্টের রূপ তাদের মুগ্ধ করেছে। বইয়ের পাতায় পড়া ভূগোলের বিষয়গুলো চোখের সামনে দেখে এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির এই ছাত্রদের।

শিক্ষক সঞ্জয় সরকারের মতে, ক্লাসরুমের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে এই সফর বন্ধুত্বের বন্ধন যেমন দৃঢ় করেছে, তেমনই শিখিয়েছে ধৈর্য ও দায়িত্ববোধ। প্রধান শিক্ষক স্বামী তাপহরানন্দ জানান, প্রতি বছরই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়,
তবে হিমালয়ের বুকে কাটানো এই পাঁচদিন পড়ুয়াদের অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করেছে। স্কুলের পক্ষ থেকে এটাই তাঁদের সবথেকে বড় প্রাপ্তি। সব মিলিয়ে, পাহাড় আর পাইন ঘেরা সিকিম ভ্রমণ পড়ুয়াদের কাছে এক সার্থক বাস্তব শিক্ষা হয়ে রইল।

পরিবেশ সচেতনতা

বিশ্বশান্তির পাঠ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজের এনএসএস (NSS) ইউনিট-১'এর উদ্যোগে আয়োজিত সাতদিনব্যাপী বিশেষ শিবির সফলভাবে সম্পন্ন হল। 'নট মি, বাট ইউ'- এই আদর্শকে সামনে রেখে গত ২৭ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই শিবিরে কলেজের ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবী ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি সচেতনতা ও স্বাস্থ্যভিত্তিক নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এই সাতদিন শিক্ষার্থীদের কাছে এক বাস্তব শিক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিবিরের সূচনা হয়। শুরু থেকেই স্বেচ্ছাসেবীদের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিদিনের কাজ শুরু হত যোগব্যায়াম ও ধ্যানের মাধ্যমে। শিবিরে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং পরিবেশ সচেতনতা, উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, বৌদ্ধ ধর্ম ও বিশ্বশান্তির মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ পান পড়ুয়ারা। যা তাঁদের নাগরিক দায়িত্ব ও জীবনবোধ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

শিবিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালানো। এর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীরা সরাসরি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা, অভাব-অভিযোগ ও সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। একইসঙ্গে আত্মহত্যা প্রতিরোধ, সাইবার নিরাপত্তা, এইচআইভি/এইডস সচেতনতা এবং আর্থিক প্রতারণা রোধের মতো জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

স্বাস্থ্য ও জনসেবামূলক উদ্যোগগুলো এই শিবিরকে আরও সার্থক করে তোলে। নীলকান্ত মুখার্জী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হন। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা, কেরিয়ার কাউন্সেলিং এবং সিএমওএইচ-এর উদ্যোগে রক্ত পরীক্ষা ও থ্যালাসিমিয়া শনাক্তকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁদের শিক্ষাজনিত সমস্যার কথাও জানতে পারেন।

শিবিরে অংশ নেওয়া চতুর্দশী সাহা, মৌমিতা রায়, কেয়া সাহা রায়, তন্দ্রিমা সরকার ও সত্যদীপ দত্তদের মতো স্বেচ্ছাসেবীদের কথায় এই উদ্যোগের সার্থকতা ফুটে উঠেছে। তাঁদের মতে, এই শিবির থেকে তাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বাস্তব শিক্ষা ও দলগতভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সকল স্বেচ্ছাসেবীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তাও দেওয়া হয়। এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ বিনোদ ঘোষ জানান, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নিঃস্বার্থ সেবার সুযোগ পেয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীজিৎ দাস বলেন, এ ধরনের শিবির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে। সব মিলিয়ে, আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজের এই শিবিরটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাজকে চেনার এক অনন্য পাঠশালা হয়ে রইল। কোচবিহার রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী তারকেশ্বরানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নতুন সমাজ গড়ার বার্তা দেন পড়ুয়াদের।

ছোট্ট তারা

জিডি গোয়েঙ্কা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মৃন্ময়ী দে। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে পারদর্শী। নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার জিতেছে সে।

ভোটের আবহে ইসলামপুরে অবৈধ কাজ

জলা বুজিয়ে উঠছে বাড়ি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩ এপ্রিল : ইসলামপুর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা মোড়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জলাভূমিতে তৈরি হচ্ছে পাকাবাড়ি। ভোটের আবহে এলাকার প্রভাবশালী 'দাদাদের' নজরানা দিয়ে যে এই বেআইনি কাজ চলছে তা এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোঝা গিয়েছে। আশপাশের বাসিন্দারা বলেছেন, 'সবই সেটিং। নইলে আস্ত জলাভূমিতে প্রকাশ্যে এমন বিল্ডিং তোলার স্পর্ধা হয় কী করে?'

ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওয়ার্ড কাউন্সিলার মহম্মদ নাজিমের বাড়ি। তিনি যে সবই জানেন তা তাঁর সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল। নাজিমকে ফোন করা হলে 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব' বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আপনার অজান্তে এই কাজ কী করে হওয়া সম্ভব তা জানতে চাইলে নাজিম বলেন, 'বললাম তো আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।' এই বলে তিনি ফোন কেটে দেন।

পুরসভার চেয়ারম্যান তথা ইসলামপুর বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল 'কাউন্সিলারকে বলছি' বলে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। কিন্তু আপনার কাউন্সিলার তো সব জানেন, তিনি কি আদৌ পদক্ষেপ করবেন? এই প্রশ্নে কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'আমি নিজে ওই বেআইনি কাজ বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি।'

অন্যদিকে, জলাভূমি লোপাট ইস্যুতে পুরবোর্ডকে একহাত নিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায়। প্রতিবেদকের ফোন পেয়ে মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুশান্ত মজুমদার স্পট ভিজিটের জন্য কর্মীদের তড়িঘড়ি পাঠান। পরে তিনি জানিয়েছেন, বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্তদের আইনি নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। প্রয়োজনে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

ইসলামপুর শহরের অপ্সরা মোড়ে পুকুর ভরাট করে নির্মাণ চলছে।

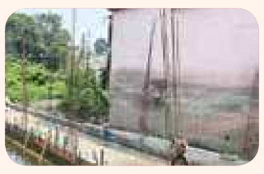

- পুকুরের একাংশ দখল করে বিল্ডিংয়ের পিলার উঠছে
- মালিকের খোঁজ করলে মিস্ত্রিরা জানি না বলে এড়িয়ে যান
- ঘটনাস্থলের ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওয়ার্ড কাউন্সিলারের বাড়ি
- কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, তিনি সবই জানেন

> লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে আইনি নোটিশ পাঠাতে বলেছি। জলাভূমি ভরাট বড় অপরাধ। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করতেও আমরা কসুর করব না।
>
> -সুশান্ত মজুমদার

ইসলামপুর শহরে জলাভূমি নিয়ে জমি মাফিয়াদের দাপট নতুন ঘটনা নয়। এর আগে কানাইয়ার ওয়ার্ডে একটি পুকুর ভূমি দপ্তরের কর্মীদের একাংশের যোগসাজশে রেকর্ড পরিবর্তন করে বিক্রি করার ছক কষা হয়। দুর্নীতির এই খবর ফাঁস করে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই দপ্তরের শীর্ষকর্তারা কড়া পদক্ষেপ করে রেকর্ড সংশোধন করেন।

১০ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লিতে একটি জলাভূমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 'দেখছি-দেখব' মানসিকতার সুযোগে কয়েক বছর আগেই লোপাট হয়ে গিয়েছে। একইভাবে ৮ নম্বর ওয়ার্ডেও জলাভূমিতে পাকা পিলার দাঁড় করিয়ে গড়ে উঠেছে বিলাসবহুল বাড়ি। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডেও গত বছর ভেরানী পুকুরের একাংশ ভরাট করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই ভূমি দপ্তর নড়েচড়ে বসে বেআইনি ভরাট বন্ধ করে দেয়। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডেও লোকনাথপাড়া সংলগ্ন এলাকায় পুকুর ভরাট করে বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। ইসলামপুর শহরে এই অবৈধ কারবারের ফিরিস্তি অনেক লম্বা। অথচ পুরসভা সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হেলদোল নেই বললেই চলে।

অপ্সরা মোড়ের পুকুরে কয়েক বছর আগে একটি বহুতল গজিয়ে ওঠে। অথচ বেআইনি ওই বহুতল নিয়ে কর্তৃপক্ষ নীরব থেকে যায়। গত কয়েক বছর ধরে মেলার মাঠের দিকে যাওয়া রাস্তার পাশের পুকুরটিতে আবর্জনা ফেলে ভরাট করার চক্র সক্রিয় রয়েছে। ওই এলাকাতে বিদায়ি বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরীর বাড়ি। তিনিও বিষয়টি নিয়ে নীরব থেকেছেন। পাশাপাশি 'পুরবোর্ডও সব জেনেও না জানার ভান করে আছে' বলে বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ।

শুক্রবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা যায়, মূল রাস্তা থেকে অনেকটাই গভীরে পুকুরের একাংশ দখল করে বিলাসবহুল বিল্ডিংয়ের পিলার উঠছে। চলছে ঢালাইয়ের কাজ। মালিকের খোঁজ করার চেষ্টা করলে শ্রমিক ও মিস্ত্রিরা সকলেই 'জানি না' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ বলেন, 'তৃণমূলের আমলে এসব তো স্বাভাবিক ঘটনা। জলাভূমি ভরাটের জেরে এলাকার বাস্তুতন্ত্রে যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।' মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বলেন, 'লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে আইনি নোটিশ পাঠাতে বলেছি। জলাভূমি ভরাট বড় অপরাধ। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করতেও আমরা কসুর করব না।'

ফের মেজাজ হারালেন গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : তিনি শহরের মেয়র। আবার বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীও। তাই প্রচারে গিয়ে মানুষের অভাব অভিযোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে গৌতম দেবকে। শুক্রবারও ২০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বেরিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন গৌতম। জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেও প্রশ্নকারীকে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ায় কিছুটা মেজাজ হারিয়ে নমস্কার করে সামনের পথ ধরলেন তিনি। তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'এখানে দাঁড়িয়ে আপনার অনেক কথা শুনলাম। আপনার কথা আবার পরে শুনব। যা বক্তব্য আছে, লিখে জানান। আমি আরও ১০০ বাড়ি যাবে। আধ ঘণ্টা ধরে আপনার কথা শুধু শুনতে পারব না।'

প্রশ্নকারীর কথায়, 'উনি শহরের মেয়র। শহরের সমস্যাগুলি তো শুনতে হবে। সামনে পেয়েছি, তাই বলেছি।' গৌতমের যুক্তি, 'নির্দিষ্টভাবে অভিযোগগুলি শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু লুকিয়ে, কিছু উহ্য রেখে কথা বলছিলেন। তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই শুনছিলেন না।'

শুক্রবার দুপুরে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসুকে নিয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় হেঁটে জনসংযোগ করেন গৌতম। আজাদ হিন্দ সরণিতে একটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন এখানকার আবাসিক সংঘমিত্রা রায় দত্ত। গৌতম সামনে গিয়ে হাতজোড় করতেই ওই মহিলা বলে ওঠেন, 'আপনাকে বেশ কিছু বিষয় বলার রয়েছে।' গৌতমের সম্মতি পেয়ে তিনি বলেন, 'স্কুলে নির্দিষ্ট ক্লাসের শিক্ষিকা না এলে অন্য শিক্ষিকা ওই ক্লাস করাতে পারেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা কিছুতেই ক্লাস করতে দেবেন না।' গৌতম স্কুলের নাম জানতে চাইলেও, এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি তিনি। মেয়রের কাছে সব খবর থাকা উচিত বলে পালটা দাবি করেন। গৌতম বলেন, 'আমি শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল এবং শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের পরিচালন সমিতিতে রয়েছি। এই দুটি স্কুল নিয়ে সমস্যা থাকলে বলুন। আমি শিলিগুড়ির মেয়র। কোন স্কুলে কী হচ্ছে এটা দেখার জন্য শিক্ষা দপ্তর রয়েছে। আমি শিক্ষা দপ্তরের কোনও দায়িত্বে নেই।'

২০ নম্বর ওয়ার্ডে মহিলার নানা প্রশ্নের মুখে প্রার্থী গৌতম দেব।

নাছোড় ওই মহিলা এর পরেই বলেন, 'শহরের প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিগুলির দিকে একটু নজর দিন। একেকটি ল্যাবরেটরি বিভিন্ন রকম রিপোর্ট দিচ্ছে, মর্জিমাফিক একই পরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা টাকা নিচ্ছে। আপনি তো মেয়র, এগুলি দেখবেন না?' জবাবে গৌতম বলেন, 'আমি বহুবার স্বাস্থ্য দপ্তর, ল্যাবরেটরিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করেছি। কিন্তু বিষয়টা স্বাস্থ্য দপ্তরের। তবুও দেখব।' কিন্তু ওই মহিলাও থেমে যাওয়ার পাত্রী নন। তিনি একের পর এক প্রশ্নবাণ ছুড়তে থাকেন। এতেই বিরক্ত হয়ে হাঁটা দেন গৌতম।

দু'পা এগিয়েই তিনি ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে কার্যত ধমকের সুরে বলেন, 'এতক্ষণ ধরে কী সব বলে যাচ্ছিল। ওনাকে সরিয়ে নেবেন তো...।' পরে গৌতম বলেন, 'ওই মহিলা শুধু বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করছিলেন। নির্দিষ্ট করে কোনও স্কুলের বিরুদ্ধে বললে আমি কথা বলে ব্যবস্থা নিতে পারতাম। কিন্তু উনি সেসব করেননি। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, সেটাও শুনছিলেন না।'

মনোনয়নপর্ব ঘিরে প্রস্তুতি তিন দলের

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ৩ এপ্রিল : শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীরা শনিবার শিলিগুড়িতে তাঁদের মনোনয়নপত্র পেশ করবেন। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার প্রার্থী মহকুমা পরিষদে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। দুপুরে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয় বিধান ভবনের সামনে নেতা-কর্মীরা জমায়েত হবেন।

কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে শহরে সেভাবে পতাকা, ফ্লেক্স, ফেস্টুন লাগানো হয়নি এখনও। পুরনিগমের যে ওয়ার্ডগুলিতে কংগ্রেসের শক্তি তুলনামূলক বেশি, সেখানে তাই প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের নির্বাচনি কার্যালয় খোলা হয়। এলাকায় দলীয় পতাকা, ফ্লেক্স লাগানোর পর দলের নেতা-কর্মীরা এলাকায় ছোট মিছিল করেন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির প্রার্থী অলোক ধাড়া, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক। অলোক বলেন, 'মনোনয়নপত্র জমা হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে প্রচার করা যাবে।' এদিকে, সুবীন দাবি করেন, 'প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ফ্লেক্স, ফেস্টুন লাগানো হচ্ছে। এ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।'

শনিবারই ইসলামপুর মহকুমা শাসকের কাছে মনোনয়নপত্র পেশ করবেন বিজেপি এবং সিপিএম প্রার্থীরা। শনিবার বিজেপির চাকুলিয়া, ইসলামপুর ও চোপড়ার প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা করবেন। উপস্থিত থাকবেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অনুরাগ ঠাকুর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতারা। ইসলামপুরের বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায় বলেন, 'শহরের ট্রাক টার্মিনাস থেকে শীর্ষ নেতাদের নেতৃত্বে মিছিল করে আমরা মহকুমা শাসকের দপ্তর সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছাব। এদিকে সিপিএম নেতৃত্ব জানিয়েছে, তাদের চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর, ইসলামপুর ও চোপড়ার বাম প্রার্থীরা শনিবার মনোনয়নপত্র জমা করবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেডের কর্তারা।

সেনার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর আকাশের

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : ভারতীয় সেনার পরিবারকে শিক্ষা সংক্রান্ত সহায়তা এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড। এজন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মউ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হল, সেনাবাহিনীতে কর্মরত সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, বীরত্বের জন্য পদকপ্রাপ্ত সদস্য, বিশেষভাবে সক্ষম সেনা এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত সেনার সন্তানদের জন্য আকাশের বিভিন্ন কোর্সে বৃত্তি প্রদান করা। যেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত সেনাদের সন্তানদের থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি ছাড়া অন্য কোনও ফি নেওয়া হবে না। ২০ শতাংশের বেশি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং বীরত্বের জন্য পদকপ্রাপ্ত সেনার সন্তানদের জন্যও টিউশন ফি মকুব করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনার সন্তানরা টিউশনে ২০ শতাংশ ছাড় পাবেন। শুক্রবার আকাশ ইনস্টিটিউটের সেবক রোড শাখায় এব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।

ব্যবসায়ীদের আশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : শুক্রবার বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির অফিসে যান শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন শংকর। ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের দোকানের মালিকানার দাবিতে লড়াই করছেন। ব্যবসায়ীরা এই সমস্যার কথা শংকরকে জানান। শংকর তাঁদের আশ্বাস দেন, বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ৬ মাসের মধ্যে এই সমস্যার সামাধান করা হবে। তৃণমূলের তরফে শংকরের এই আশ্বাসকে ভাঁওতা বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত ২

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চম্পাসারি সেতুর কাছে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনায় দুই চালকই আহত হয়েছেন। পরে তাঁদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তরুণের মৃত্যুতে উত্তপ্ত টিকিয়াপাড়া

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : তরুণের মৃত্যুতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়ার মাতঙ্গিনী-২ এলাকা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণের নাম সুরজ সাহানি (২২)। ছুরির আঘাতে জখম হয়ে মার্চ মাসের ২৭ তারিখ থেকে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শুক্রবার বিকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে।

সুরজ রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে ফ্লাইওভার ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আচমকাই জনৈক রাজেশ সাহানি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর হামলা চালান। সুরজের পেটে আঘাত লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখান থেকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই এদিন বিকালে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের মা ও স্ত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হন।

মৃত তরুণের দুই সন্তান রয়েছে। তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক যাদব বলেন, 'শুনেছিলাম দুজনের মধ্যে একটা অশান্তি চলছিল। তবে এমন ঘটবে তা ভাবিনি। আমরা চাই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিক।'

তরুণের মৃত্যুর খবর ছড়াতেই অভিযুক্ত রাজেশের পরিবারের সদস্যরা একে একে বাড়ি ছেড়ে দেন। সুরজের ওপর হামলা চালানোর পর থেকেই অভিযুক্ত তরুণ পলাতক রয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের খোঁজে তদন্ত চলছে। এদিকে, এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সম্পৃতা দাস মৃত তরুণের বাড়িতে যান। শিলিগুড়ি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পর সম্পৃতা দাস বলেন, 'ওই দুই তরুণের মধ্যে একটা অশান্তি চলছিল। তবে কী নিয়ে অশান্তি চলছিল তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে সেসময় তা মিটে গিয়েছিল। এদিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বললাম। আমি চাই পুলিশ তদন্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করুক। সেইসঙ্গে দোষীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।'

দিলীপকে প্রচারে নামাচ্ছেন শংকর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই দিলীপ বর্মনের ভোল বদল। গত ৩১ মার্চ তিনি বলেছিলেন, 'শংকর মালাকার আমার কাছে আসুন, না আসুন কিছু যায় আসে না। আমি আমার মতো যা করার করব।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেদিনই তিনি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনের কংগ্রেস প্রার্থী অমিতাভ সরকারের ভোট প্রচারের ভিডিও নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তলে তলে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবেন এমন একটা বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার শংকর মালাকারের পাশে বসে সাংবাদিক বৈঠক করে বললেন, 'আমি আমার সবটুকু দিয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে শংকরদাকে জেতানোর চেষ্টা করব।' প্রশ্ন উঠছে, কোন অঙ্কে দিলীপের মান ভাঙালেন শংকর? এর জবাব অধরা থাকলেও শংকর এদিন বলেছেন, 'দিলীপ আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আমার হয়ে ও প্রচারে নামছে। এবার আমরাই এই আসনে জিতছি।'

শংকরের হয়ে প্রচারে নামলেও শিলিগুড়ি বিধানসভা নিয়ে আগ্রহী নন দিলীপ। বললেন, 'যে আমাকে ডেকেছে আমি তাঁর হয়েই কাজ করব।' পুরনিগমের মেয়র পারিষদ পদে থেকেও দিলীপ বেশ কিছুদিন ধরে কার্যত বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করছেন। সরাসরি মেয়র এবং ডেপুটি

৭২ ঘণ্টায় ভোল বদল

মেয়রকে আক্রমণ করা, অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া, কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না বলেও তিনি বারবার অভিযোগ তুলেছেন। যার জেরে মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মেয়র পারিষদদের বৈঠক, মাসিক বোর্ড সভা কোথাও দিলীপকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ এতকিছুর পরেও দল তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও করেনি।

শিলিগুড়ি থেকে গৌতম দেবকে দল প্রার্থী করেছে। দিলীপের ওয়ার্ড ৪৬-এ গৌতম প্রচারে গেলেও সেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। দলীয় সূত্রের খবর, দল থেকেই দিলীপকে ওয়ার্ডে প্রচারে থাকার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে প্রায় এক লক্ষ রাজবংশী ভোটের কথা মাথায় রেখে শংকর দিলীপকে প্রচারে চাইছিলেন। কিন্তু গত ৩১ মার্চ দিলীপ উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছিলেন, শংকর মালাকার আমার কাছে আসুন, না আসুন কিছুই লাভ হবে না। এরই মধ্যে দিলীপ কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচারের ভিডিও শেয়ার করতে শুরু করেন। যা দেখে কার্যত মাথায় হাত পড়ে শংকরের। তিনি ফের দিলীপের সঙ্গে বসেন এবং তাঁকে প্রচারে নামতে রাজি করান। এদিন শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে দিলীপ এবং তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা জেপি কানোড়িয়াকে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন শংকর। সেখানে তিনি বলেন, 'দিলীপ আমার হয়ে প্রচার শুরু করছে।'

প্রেমের ফাঁদ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : সোশ্যাল মিডিয়ার মায়াজাল আর প্রেমের টান, এই দুইয়ের চক্করে পড়ে অল্পবয়সি মেয়েদের ঘর ছাড়ার প্রবণতা এখন রীতিমতো ঘুম উড়িয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের। প্রশাসনের তরফে হাজারো সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর পরেও কিশোরী ও তরুণীদের ভিনরাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা কিছুতেই কমছে না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি মাসে প্রতিটি থানাতেই ছ'টি থেকে সাতটি এই ধরনের নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়ছে। আর সেসবের তদন্তে নেমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, স্রেফ প্রেমের ফাঁদে পা দিয়েই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে তারা।

- প্রতি মাসে প্রতিটি থানাতেই ছ'টি থেকে সাতটি এই ধরনের নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়ছে
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, স্রেফ প্রেমের ফাঁদে পা দিয়েই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে তারা
- পলাতকদের উদ্ধার করা ও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার পর দু'পক্ষ সব মিটমাট করে নিচ্ছে

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রবণতা এখন চরম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন থানার পুলিশকর্তাদের। এমনিতে প্রতিটি থানায় হাতেগোনা কয়েকজন সাব-ইনস্পেকটর (এসআই) থাকেন। তাঁদের অন্য বহু মামলা সামলানোর পাশাপাশি ওই কিশোরী কিংবা তরুণীকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে ছুটে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে। তার ওপর এই ধরনের ঘটনায় মানবাধিকার কমিশন থেকে শুরু করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সহ বিভিন্ন বিভাগকে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে হয়। ফলে পুলিশকর্তারা এই ধরনের ঘটনাকে বরাবরই অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন।

এত হাড়ভাঙা খাটুনি করে অভিযুক্ত তরুণকে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হচ্ছে, মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে, কিন্তু তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে সব মিটমাট করে নিচ্ছে। যা আরও বেশি অস্বস্তিতে ফেলছে পুলিশকে। এই বিষয় নিয়ে ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকারের বক্তব্য, 'অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা আইনত কাজ করে চলি। সমাজের স্বার্থে কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

এমন ঘটনা ঘটেছিল মাটিগাড়া থানা এলাকার এক তরুণী নিখোঁজ হওয়ার কাণ্ডেও। ওই তরুণীকে উত্তরপ্রদেশ থেকে অতি কষ্টে উদ্ধার করেছিল পুলিশ, সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সঙ্গী তরুণকেও। যদিও গ্রেপ্তারের পরেই দুই পক্ষের মধ্যে সব মীমাংসা হয়ে যায়।

একইভাবে সহজে রফা হয়ে যাচ্ছে নাবালিকা বা কিশোরী উধাও হওয়ার কাণ্ডেও। অপহরণের অভিযোগ পেয়ে মামলা রুজু করে কিশোরীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে দুই পক্ষের বোঝাপড়ায় মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও জানা যাচ্ছে যে, বিয়ে করে নিতে হবে, এই শর্তে সব মিটমাট হয়ে যাচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ছোট-বড় মিলিয়ে প্রতিটি থানায় মাসে গড়ে অন্তত ৪০টি করে মামলা আসে। অথচ প্রতিটি থানায় অফিসার বলতে গড়ে মাত্র ৮ জন করে এসআই রয়েছেন। এই বিপুল কাজের চাপের মধ্যে এই ধরনের পালানোর ঘটনা চাপ বাড়াচ্ছে। সম্প্রতি প্রধাননগর থানাতেই এরকম একটি ঘটনা সামনে এসেছে। সেই ঘটনায় অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে পুলিশকে ছুটতে হবে সুদূর দিল্লিতে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'অভিযোগ আসায় আমাদের তো দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে। তারপর কী হবে, তা নির্ভর করছে ওই পরিবারগুলোর ওপর।'

রংদার রোববার

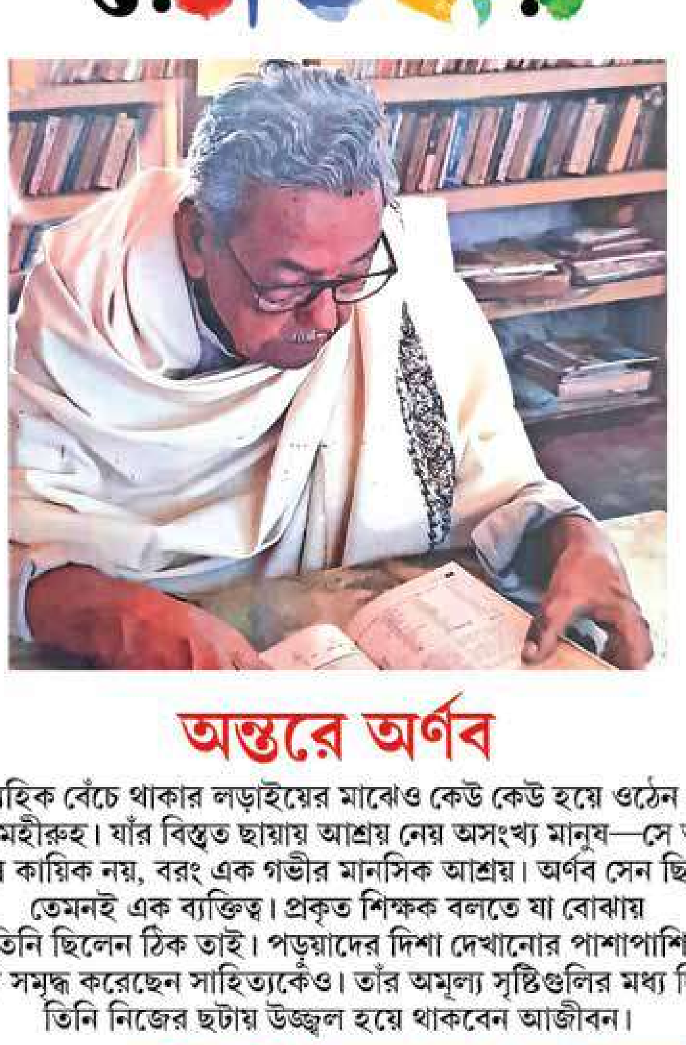

অন্তরে অর্ণব

প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মাঝেও কেউ কেউ হয়ে ওঠেন এক একটি মহীরুহ। যাঁর বিস্তৃত ছায়ায় আশ্রয় নেয় অসংখ্য মানুষ—সে আশ্রয় কেবল কায়িক নয়, বরং এক গভীর মানসিক আশ্রয়। অর্ণব সেন ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন ঠিক তাই। পড়ুয়াদের দিশা দেখানোর পাশাপাশি তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্যকেও। তাঁর অমূল্য সৃষ্টিগুলির মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ছটায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন আজীবন।

প্রচ্ছদ কাহিনী কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, শুভময় সরকার ও মধুমিতা চক্রবর্তী

রম্যরচনা অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ছোটগল্প অতনু বিশ্বাস

অণুগল্প অমিতকুমার বর্মন ও পার্থসারথি চক্রবর্তী

কবিতা সন্দীপন দত্ত, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, মৌ চট্টোপাধ্যায়, দেবায়ন চৌধুরী, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনকুমার সরকার

পৃথিবীর পাঠশালা

কাঠের বিমানে ভয়ংকর বোমাবর্ষণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের একদল নারী পাইলট জার্মানদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। জার্মানরা ভয়ে এঁদের নাম দিয়েছিলেন নাইট উইচেস বা রাতের ডাইনি। এই মেয়েদের কাছে কোনও আধুনিক রাডার বা অস্ত্র ছিল না। তাঁরা প্লাইউড আর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি ধীরগতির কৃষিবিমানে করে রাতে উড়তেন। লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁরা বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতেন, যাতে কোনও শব্দ না হয়। শুধু বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনে জার্মানরা ভাবতেন, ডাইনিরা ঝাঁটা নিয়ে উড়ে আসছে। অন্ধকারে নিঃশব্দে বোমা ফেলেই তাঁরা আবার ইঞ্জিন চালু করে পালাতেন। এই নারী পাইলটদের সাহস এবং বুদ্ধিমত্তা নাৎসি বাহিনীর মনে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

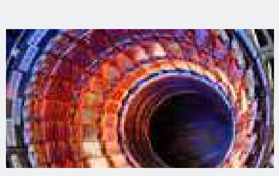

কণার ধাক্কায় জীবিত মানুষ

সোভিয়েত বিজ্ঞানী আনাতোলি বুগর্স্কি ১৯৭৮ সালে এক চরম দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনি রাশিয়ার সবচেয়ে বড় পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের ভেতরে মাথা গলিয়ে একটি ত্রুটি ঠিক করছিলেন। হঠাৎ নিরাপত্তা যন্ত্র বিকল হয়ে যায় এবং আলোর বেগে চলা প্রোটন বিম সোজা তাঁর মাথার পেছন দিয়ে ঢুকে নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি সূর্যের সমান এক আলোর ঝলকানি দেখেছিলেন। ডাক্তাররা ভেবেছিলেন তাঁর মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আনাতোলি বেঁচে যান। তাঁর মুখের বাঁ দিকটি চিরকালের মতো অবশ হয়ে গেলেও তাঁর বুদ্ধিমত্তায় কোনও ছাপ পড়েনি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি প্রোটন বিমের ধাক্কা খেয়েও বেঁচে আছেন।

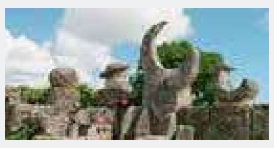

এক মানুষের অদ্ভুত কীর্তি

তাজমহল প্রেমের প্রতীক, কিন্তু ফ্লোরিডার কোরাল ক্যাসেল এক ব্যর্থ প্রেমের অবিশ্বাস্য স্মৃতিস্তম্ভ। এডওয়ার্ড লিডস্কালিন নামের এক ছিপছিপে ছোটখাটো চেহারার মানুষ একাই এই বিশাল পাথরের দুর্গ বানিয়েছিলেন। বিয়ের আগের দিন প্রেমিকা তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার শোকে তিনি এটি তৈরি করেন। তিনি কোনও আধুনিক ক্রেন বা যন্ত্র ছাড়াই প্রায় এগারোশো টন ওজনের প্রবাল পাথর কেটে এবং সাজিয়ে এই দুর্গ বানান। কীভাবে একা একজন মানুষ এত ভারী পাথর নাড়াচাড়া করলেন, তা আজও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে ধাঁধা। এডওয়ার্ড বলতেন, তিনি নাকি পিরামিড তৈরির প্রাচীন রহস্য জেনে গিয়েছেন। প্রেমের শোকে একজন সাধারণ মানুষের এই অতিমানবিক কাজ সত্যিই অবাক করার মতো।

তিন শতকের অদ্ভুত লড়াই

যুদ্ধ মানেই রক্ত আর মৃত্যু। কিন্তু নেদারল্যান্ডস এবং সিলি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এক অদ্ভুত যুদ্ধ চলেছিল টানা ৩৩৫ বছর, যেখানে একজন মানুষেরও মৃত্যু হয়নি বা এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচরা সিলি দ্বীপপুঞ্জের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এরপর সবাই সেই যুদ্ধের কথা বেমালুম ভুলে যায়। কোনও শান্তি চুক্তি সই না হওয়ায় আইনিভাবে ওই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বহাল থাকে। অবশেষে ১৯৮৬ সালে এক ইতিহাসবিদ ঘটনাটি খুঁজে বের করেন যে, যুদ্ধ তো এখনও শেষ হয়নি। তখন দুই দেশের প্রতিনিধিরা হাসিমুখে বসে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি চুক্তি সই করেন। ইতিহাসের দীর্ঘতম অথচ সবচেয়ে শান্ত যুদ্ধ হিসেবে এটি গিনেস বুকে জায়গা করে নিয়েছে।

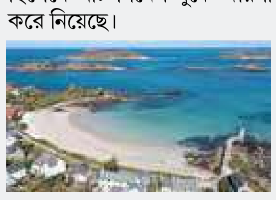

হেভিওয়েটদের আনাগোনায় ব্যস্ততা উত্তরে

ফের মেয়েদের মাঠে নামার ডাক মমতার

উত্তরের ভোট-আয়না

দীপঙ্কর মিত্র ও সৌরভ রায়

রায়গঞ্জ ও হরিরামপুর, ৩ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মহিলাদের পথে নামার ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ির সেই সভার পর হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদারের মতো বিজেপির নেতারা। এমনকি মমতার প্রচার যাতে বন্ধ করা হয়, সেজন্যও সুপারিশ করেছিলেন বিজেপি নেতারা। তবে সেসবে থোড়াই কেয়ার মমতার! তাই শুক্রবার রায়গঞ্জে সভা করতে এসে সেই একই ধরনের বক্তব্য রাখলেন তিনি। বললেন, 'বিজেপি প্ল্যান করেছে ভোটের আগে থেকে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ভয় দেখাবে। আর গ্রামে গ্রামে আটকে দেবে। জগন্নাথ ধামে যখন রথযাত্রা হয়, তখন সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে হয়। সাধারণ মানুষের তো আর সোনার ঝাড়ু নেই, তাদের হাতে ঝাড়ু থাকে। প্রত্যেকে একটা করে ঝাড়ু রাখবেন রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য। যদি আপনাকে ভোট দিতে বাধা দেয় ঝাড় দিতে দিতে পরিষ্কার করবেন। মা-বোনেদের সাহস আছে, হিম্মত আছে। লড়াইয়ের দায়িত্ব আপনাদের।'

মমতার কথায়, 'আমি আপনাদের পাঁচ বছর পাহারা দেব। আপনারা আমাকে ভোটের দিন পাহারা দেবেন। ভোটবাক্সগুলি পাহারা দেবেন, কাউন্টিংয়ের দিন পাহারা দেবেন।'

এদিন গৌড়বঙ্গে ৩ জেলায় জনসভা ছিল মমতার। রায়গঞ্জ স্টেডিয়াম ময়দানে জনসভার মঞ্চ থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার মোট ৯টি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান দলের সুপ্রিমো। এসআইআর থেকে শুরু করে আর্থিক বঞ্চনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন।

বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিকে আক্রমণ করতে মমতার নতুন অস্ত্র বঙ্গভঙ্গের জুজু। দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে হাজারিপাড়ার মাঠের জনসভায় তিনি দাবি করেন, তলে তলে বিহারের কিছু অংশ আর বাংলার কিছু অংশ নিয়ে আলাদা একটা রাজ্য বানাবার পরিকল্পনা চালাচ্ছে বিজেপি। মমতার হুংকার, 'আমরা বাংলাকে ভাগ করতে দেব না।'

বঙ্গভঙ্গ ছাড়াও বিজেপির বিরুদ্ধে আরও নানা অভিযোগ করেছেন মমতা। তিনি বলেন, 'ওরা অনুপ্রবেশকারীর কথা বলছে, কিন্তু বর্ডার পাহারা দেয় বিএসএফ। কয়লা পাহারা দেয় সিআইএসএফ।' ভোটের আগে অশান্তি পাকাতে রেলে করে বন্দুক আসছে ও ট্রেনে করে বহিরাগতদের নিয়ে আসা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। হরিরামপুরে মঞ্চে বসে থাকা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬ জন প্রার্থীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'ওভার কনফিডেন্ট হবেন না কেউ। সিআরপিএফ দিয়ে ভোটারদের আটকে দেওয়া হতে পারে।' আর সেখানেও মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, 'ঝাড়ু নিয়ে তৈরি থাকবেন।'

এদিন আর্থিক প্রতারণা নিয়েও সতর্ক থাকার বার্তা দেন তিনি। মমতা বলেন, 'বিজেপির কেউ বাড়ি এসে অ্যাকাউন্ট নম্বর চাইলে দেবেন না।'

পুরাতন মালদার জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

- ৯টি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান দলের সুপ্রিমো
- এসআইআর থেকে শুরু করে আর্থিক বঞ্চনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন
- তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন

আরও বলেন, 'বিজেপি জিতবে না। তাই পিছন থেকে খেলা চলছে। পাঁচ রাজ্যে ভোট হচ্ছে, সেখানে ৫০৩ অবজার্ভারদের মধ্যে ৪৮৩ জন বাংলার।' এদিন পুরোনো কথা নিয়ে মমতা বলেন, 'কুমারগঞ্জে যখন গুলি চলেছিল, মধ্যরাতে রায়গঞ্জে তিলক চৌধুরীর বাড়িতে এসেছিলাম। আমরা ঢিল মেরে ওদের উঠিয়েছিলাম। ঢিল মারার মানে হল, কেউ এসেছে। এক রাত ছিলাম ওর বাড়িতে।' কুমারগঞ্জের ছাত্র হত্যার ঘটনার প্রসঙ্গ তোলেন হরিরামপুরের সভাতেও। বলেন, 'বিপ্লবদার হাত ধরে সেদিন রাত্রে পৌঁছেছিলাম বালুরঘাটে শংকরদার বাড়িতে। দরজায় ঢিল ছুড়ে শংকরদার ঘুম ভাঙিয়েছিলাম। পরের দিন শংকরদাকে নিয়ে বালুরঘাট আদালত থেকে ছাত্রদের মুক্ত করিয়েছিলাম।'

দিনদুয়েক আগে অভিষেক বালুরঘাটে সভা করতে এসে কটাক্ষ করেছিলেন 'ভালো মানুষ' অশোক লাহিড়িকে বিজেপি টিকিট দেয়নি বলে। এদিন সেই কথা বলেন মমতাও।

মোদির জন্য আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

কোচবিহার, ৩ এপ্রিল : রবিবার দুপুরে কোচবিহারে মেগা জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নির্বাচনি আবহে তার আগে শুক্রবারই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী এবং এসপিজি-র আধিকারিকরা জেলায় এসে পৌঁছেছেন। দিনভর তাঁরা দফায় দফায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। রাজ্য ও জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এদিন রাসমেলা মাঠে ছিলেন। সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার দিয়ে কোচবিহার বিমানবন্দরে ট্রায়াল হয়েছে। রবিবার বিকেল তিনটায় সেখানেই নামবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর সড়কপথে রাসমেলা মাঠে পৌঁছোবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে গোটা জেলাজুড়েই বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক এবিষয়ে জানিয়েছেন, শুক্রবার দিনভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এদিকে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়াও বিজেপির দলীয় স্তরেও জনসভার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সূত্রে খবর, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা মিলিয়ে রাসমেলা মাঠে একটিই জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। মূল মঞ্চের সামনে তিনটি স্তরে কর্মী-সমর্থকদের জন্য জায়গা তৈরি করা হয়েছে। দুই জেলার ১৪টি বিধানসভার প্রার্থীদের সমর্থনে করা জনসভায় প্রার্থীদের পাশাপাশি নেতৃত্বও থাকবেন। এদিকে, সম্প্রতি ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মফুলকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন। তাঁর এদিনের জনসভায় থাকার কথা রয়েছে। ওদিকে, আরেক গ্রেটার নেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ দুই বিপরীত মেরুর গ্রেটার নেতাকে একই মঞ্চে দেখা যেতে পারে।

এদিন পুলিশ, এসপিজি, গোয়েন্দা আধিকারিকদের পাশাপাশি পৃথকভাবে বিজেপি নেতৃত্বও মাঠ পরিদর্শন করেছে। এনিয়ে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের কথায়, 'আমরা প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষায় রয়েছি। তাঁর ভাষণ শুনে উজ্জীবিত হব।' ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারে প্রচারে এসেছিলেন মোদি। এরপর ফের তিনি বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসছেন। জনসভায় ভিড় বাড়াতে তোড়জোড় শুরু করেছে দলের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা নেতৃত্ব।

আটক ১৭টি ট্র্যাক্টর

কিশনগঞ্জ, ৩ এপ্রিল : কিশনগঞ্জে অবৈধ বালি-মাটির খননে মাফিয়ারা সক্রিয়। এর জেরে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব বা আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এই অভিযোগে জেলা শাসক বিশাল রাজ ও পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমারের নির্দেশে পুলিশ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো শুরু করেছে।

শুক্রবার কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ স্থানীয় জুলজুলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৭টি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করেছে। এর মধ্যে ১২টি অবৈধ বালিবোঝাই এবং ৫টি খালি ছিল। অবশ্য অভিযান চলাকালীন ট্র্যাক্টরগুলির চালকরা পালিয়ে যায় বলে সূত্র জানিয়েছে। রমজান নদীর চর থেক অবৈধভাবে বালি খননের পর এই ট্র্যাক্টরগুলিতে বোঝাই করে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এই মর্মে পুলিশ বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বিশেষ তদন্ত শুরু করেছে বলে নতুন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মঙ্গলেশকুমার সিং জানিয়েছেন।

বিধানসভার ফলের

প্রথম পাতার পর

ওয়ার্ডের সভাপতি সহ অন্য পদে বসে রয়েছেন, অথচ বিধানসভা ভোটে দল ওয়ার্ডে ভালো ফল করবে না- এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে।

দলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির এক সদস্যের কথায়, 'কাউন্সিলার আছি, আগামী ভোটেও হয়তো টিকিট পেয়ে যাবে, এমনটা আর হবে না। বিধানসভা ভোটে দলের প্রার্থীর জয় এবং ওয়ার্ডে লিড এই দুটি বিষয়ের ওপরেই পুরভোটে টিকিট পাওয়া নির্ভর করছে।' ঘাসফুলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য বলেন, 'দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে প্রতিটি ওয়ার্ডেই কাউন্সিলার থেকে ওয়ার্ড নেতৃত্ব ভালো কাজ করছেন। এবার আমাদের ভালো ফলাফল হবে।'

গত লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এই ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে আগামীতে পঞ্চায়েত, পুরসভা থেকে দলীয় নেতৃত্বে রদবদল করা হবে। যে সমস্ত জায়গায় দল খারাপ ফল করবে সেখানে দলীয় নেতৃত্ব থেকে প্রশাসনিক পদে বদল নিয়ে আসা হবে। স্থানীয় ভোটে নিজেরটা বুঝবেন, নিজে জেতার জন্য পরিশ্রম করবেন আর লোকসভা, বিধানসভায় নজর দেবেন না, এটা কিছুতেই চলবে না।' এবারের বিধানসভা ভোটের আগে দল শিলিগুড়িতেও কার্যত একই দাওয়াই দিচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ৪৭টি ওয়ার্ড দুটি বিধানসভায় বিভক্ত। ১-৩০ এবং ৪৫, ৪৬, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে শিলিগুড়ি বিধানসভা। অন্যদিকে, ৩১-৪৪ এই ১৪টি ওয়ার্ড ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত। সব মিলিয়ে ৩৭টি ওয়ার্ডে জিতে ২০২২ সালে তৃণমূল পুরনিগম দখল করে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি বিধানসভায় থাকা ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৩টি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। সংযোজিত এলাকা অর্থাৎ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় থাকা ১৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটিই তৃণমূলের দখলে।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের দিকে নজর দেওয়া যাক। এই ভোটে শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকেই তৃণমূল ৬৬ হাজার ভোটে পিছিয়ে যায়। সংযোজিত এলাকার ১৪টি ওয়ার্ড ধরলে সংখ্যাটা ৮৫ হাজারের বেশি। ২০২২ সালে পুরনিগমে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূল নিজেদের ভোটব্যাংক ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। এরই মধ্যে এবারের বিধানসভা ভোট। গত বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে শিলিগুড়িতে বিজেপির চেয়ে বহু ভোটে পিছিয়ে থাকা তৃণমূল কীভাবে জয় ছিনিয়ে আনতে পারে সেই অঙ্ক ইতিমধ্যেই জোরকদমে কষা চলছে।

দলীয় সূত্রের খবর, এবার শিলিগুড়ি দখল করতে প্রতিটি ওয়ার্ডকেই নির্দিষ্ট টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে লিড দেওয়ার বিষয়ে কাউন্সিলার, দলের ওয়ার্ড সভাপতি সহ পুরো কমিটি দায়িত্বে থাকবে। বিধানসভা ভোটে ফলাফলের ওপরেই আগামী বছর পুরভোটের টিকিট বণ্টন নির্ভর করবে। কোন কোন ওয়ার্ডে কাউন্সিলার কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, ওয়ার্ড সভাপতি সহ অন্যদের ভূমিকাই বা কী, সেসব নজরে রাখা হচ্ছে। কোন কোন নেতা-নেত্রী ভোটে দলের হয়ে ভালো কাজ করছেন সেটাও দেখা হচ্ছে। দলীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকও ওয়ার্ডভিত্তিক নজরদারি চালাচ্ছে।

দলের নির্বাচিত এক কাউন্সিলারের কথায়, 'দল ওয়ার্ড থেকে লিড দিতে হবে বলে জানিয়েছে। আগামী বছরের পুরভোটে তার ভিত্তিতেই প্রার্থীপদের টিকিট দেবে।' শিলিগুড়ির মেয়র তথা বিধানসভা আসনের প্রার্থী গৌতম দেবের অবশ্য বক্তব্য, 'পুরভোট তো আগামী বছর। সেটা নিয়ে এখনই কোনও কথা বলছি না। প্রতিটি ওয়ার্ডেই ভালো প্রচার হচ্ছে।'

কম্পন উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : ফের দেশের রাজধানীতে ভূমিকম্প। শুক্রবার রাত ৯টা ৫০ মিনিটে কেঁপে ওঠে দিল্লি-এনসিআর সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.৯। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল আফগানিস্তান। ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

নয়াদিল্লি ছাড়া নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুরুগ্রাম, চণ্ডীগড়, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পঞ্জাবের একাধিক এলাকায় কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। কম্পন বেশ কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল এবং তীব্রতাও বেশ ভালোই অনুভূত হয় বলে জানাচ্ছেন রাজধানীর বাসিন্দারা।

কম্পন টের পেয়ে আতঙ্কে বহু মানুষ বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। অনেকে সামাজিক মাধ্যমে কম্পনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন ভিডিওতে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখা যাচ্ছে, ঘরের বন্ধ সিলিং ফ্যান দুলছে। তবে প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত উত্তর ভারতের কোনও অঞ্চলেই বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসন গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলে জানিয়েছে।

দক্ষিণ গোয়ায় মারগাঁওয়ের কাপেলা দি নোসায় গুডফ্রাইডে পালন।

জঙ্গি-ছক

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, মালদার মোজামপুর, হারুচক এবং বামুনগ্রাম- তিন এলাকা থেকে মাদক পাচারের অর্থ বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। ওই তিন এলাকা ছাড়াও কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জেও হানা দিয়েছে এনআইএ। সেখান থেকে জেএমবি-র স্লিপার সেলের জঙ্গি কার্যকলাপের বেশ কিছু তথ্য মিলেছে।

মালদা ও মুর্শিদাবাদের যেসব এলাকা দিয়ে গঙ্গাপথে বিহার, ঝাড়খণ্ডের মধ্যে নৌকা চলাচল করে ইতিমধ্যেই সেইসব ফেরিঘাটে জরুরি সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে এনআইএ। শুক্রবার দুপুর থেকেই সমস্ত ফেরিঘাটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তল্লাশিও শুরু হয়ে গিয়েছে। সন্দেহভাজন জঙ্গি এবং স্লিপার সেলের সদস্যরা নদীপথে পালিয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন এনআইএ কর্তারা। মোথাবাড়ি কাণ্ডের পর বৃহস্পতিবার মালদার কোনও ফেরিঘাট দিয়ে ঝাড়খণ্ডের বোরোগাঁও এলাকায় গিয়ে এবিটি-এর কয়েকজন সদস্য গা-ঢাকা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা। বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় কাট্টাপাড়া থেকে স্লিপার সেলের সদস্যরা এপারে ঢুকছে বলেও খবর পেয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের দিগরি এলাকাতে সম্প্রতি মাদক পাচারচক্র এবং জঙ্গিগোষ্ঠীর একাধিক বৈঠক হয়েছে। সেখান থেকেই ধুলিয়ান মডেলে মালদা ও মুর্শিদাবাদে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে স্লিপার সেলের সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সামশেরগঞ্জ বা ফরাক্কায় সেই প্রশিক্ষণ হতে পারে। সেই কাজে উত্তরবঙ্গের একজন প্রশিক্ষক যুক্ত ছিলেন। কেন ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

সূত্রের খবর, তদন্তের দায়িত্ব পেয়েই বিএসএফ, পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সির কাছ থেকে একশোটিরও বেশি পুরোনো ফাইল চেয়ে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাতে তিরিশটিরও বেশি বড় মাদক পাচার কাণ্ডের ফাইল আছে। মালদার সুজাপুর, মোথাবাড়ি, ইংরেজবাজার, মানিকচক, বৈষ্ণবনগর, রতুয়া, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা, সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, ডোমকল, বেলডাঙ্গা, কোচবিহারের শীতলকুচি, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, হেমতাবাদ- এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে শুক্রবার থেকেই বিশেষ নজরদারি শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বাছাই করা আধিকারিকরা। মাদক পাচারচক্র কোথায় কীভাবে টাকা ঢালছে, সেই টাকা কাদের কাছে যাচ্ছে, মাদক কারবারিদের হয়ে কারা কাজ করছে, কোন কোন জঙ্গি সংগঠন ঝোপ বুঝে কোপ মারার চেষ্টা করছে, জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য কাদের কী টোপ দেওয়া হচ্ছে, ইতিমধ্যেই কারা লোভে পা দিয়েছে, কোন নেতারা কীভাবে জঙ্গিদের কার্যকলাপে মদত দিচ্ছে- এরকম পঞ্চাশটিরও বেশি প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। বিশেষ সূত্রের খবর, উল্লিখিত বিধানসভা এলাকায় কাজ করা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে ওইসব প্রশ্নের লম্বা তালিকা পাঠিয়ে দিল্লি থেকে বিশেষ রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে মোথাবাড়ি কাণ্ডকে সামনে রেখে রাজ্যে জঙ্গিদের বড় চক্রান্ত ভেস্তে দিতে গুছিয়ে মাঠে নেমেছে এনআইএ।

তদন্তে নেমে 'জে ইন্ডিয়া' নামে একটি সংগঠনের খোঁজ শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ওই সংগঠনটি মালদার বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি সক্রিয় হয়েছে বলেই গোয়েন্দারা জেনেছেন। ওই সংগঠনের কার্যকলাপের সঙ্গে মৌলবাদী সংগঠনের মিল আছে বলেই গোয়েন্দারা দাবি করছেন। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'জে ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে জেএমবি-র একাধিক বৈঠক হয়েছে। জেএমবি-র নেতারা বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থানার অন্তর্গত একটি এলাকায় ওই বৈঠক করেছে। আপাতত বাংলাদেশি জঙ্গিরা মালদা লাগোয়া ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকাকে ঘাঁটি করে কাজ চালাতে চাইছেন। মোথাবাড়ি কাণ্ডের শিকড় যে বহুদূর ছড়িয়েছে তা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তবে ভোটাধিকার হারানো বেশিরভাগ সাধারণ মানুষজনই যে হিংসা চাইছেন না সে বিষয়েও তাঁরা মোটামুটি নিশ্চিত।

সিআইডি'র জালে

প্রথম পাতার পর

এটা নিয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। তবে আমাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ছিল।' মোফাক্কেরুলের পাশাপাশি গত দু'দিনে মোথাবাড়ির ঘটনায় ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবারই মোফাক্কেরুলকে গ্রেপ্তারের কৃতিত্ব নিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টা আগে তিনি এই ঘটনায় সব দায় কমিশনের ঘাড়ে ঠেলেছিলেন। কিন্তু শুক্রবার প্রথমে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে তৃণমূলের নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, 'কোথায় গেল তোমার কেন্দ্রীয় বাহিনী? মোথাবাড়ি ঘটনার কুচক্রীকে শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে ধরেছে আমার সিআইডি।'

পরে পুরাতন মালদার তাঁতিপাড়ায় আরেক জনসভায় তিনি বলেন, 'সিআইডি নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে পড়ে না। আমাদের সিআইডি বাগডোগরায় আসল কালপ্রিটকে ধরে ফেলেছে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল ওই অভিযুক্ত। হায়দরাবাদ থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিম-এর লোকটাকে নিয়ে এসেছে। আইএসএফ ওদের সঙ্গে। কংগ্রেস ও বিজেপিরও উসকানি আছে।'

তাঁর কথায়, 'বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। পরশুদিনের অশান্তি এরাই করেছিল। পরিকল্পিতভাবে এনআইএ আসার আগে পালানোর চেষ্টা করছিল। সংখ্যালঘুদের খেপিয়ে দিয়ে তাঁদের উপর এনআইএ-র অত্যাচার নামানোর সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।'

'অপারেশন মোফাক্কেরুল'-এর জন্য পুলিশের বাছাই করা স্পেশাল অফিসার, ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপ, স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, সিআইডির কয়েকজনকে নিয়ে টিম তৈরি করা হয়েছিল। ট্র্যাক করতে পুলিশ মোফাক্কেরুলের চারটি মোবাইল নম্বরের লোকেশন চার জায়গায় পায়। একটি নম্বর বর্ধমান, একটি কলকাতা ও একটি ফালাকাটা এলাকায় ঘোরাফেরা করছে দেখা যায়।

সিআইডি জানিয়েছে, আক্রামুল আলিপুরদুয়ার থেকে একটি বাইকে মোফাক্কেরুলকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিয়ে এসেছিলেন। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার আগে দুজনে বিভিন্ন জায়গায় বাইকে ঘুরেছেন। দুজনই মোথাবাড়ি থেকে প্রথমে কালিয়াচক যান। পরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরেন। বেশিরভাগ সময় মোবাইল সুইচড অফ থাকায় সিআইডির ট্র্যাকিংয়ে সমস্যা হয়।

অন্য সূত্রে ওই দুজন আলিপুরদুয়ারে আছেন খবর পেয়ে সিআইডির একটি টিম আলিপুরদুয়ারে গিয়েছিল। অন্য একটি টিম থাকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে। মোফাক্কেরুল ও তাঁর সঙ্গী শুক্রবার ভোর সাড়ে তিনটায় বিমানবন্দরের আশপাশে বাইকে ঘোরার সময় এক কনস্টেবল চিনে ফেলেন। এরপর মোফাক্কেরুল ও আক্রামুলকে পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে সিআইডি।

সিআইডি সূত্রে খবর, মোফাক্কেরুল কাউন্টার থেকে সরাসরি বেঙ্গালুরুর টিকিট কেটেছিলেন। তিনি বিমানে উঠে গেলে আক্রামুল ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিমানটি সকাল এগারোটা চল্লিশ মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল। পুলিশ হেপাজতে মোফাক্কেরুল যে ফেসবুক লাইভ করেছিলেন, তা পরে সিআইডি মুছে দিতে বাধ্য করে বটে। কিন্তু ততক্ষণে অনেকে ভিডিওটি ডাউনলোড করায় ভাইরাল হয়ে যায়।

ওই ভিডিও-তে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) মোফাক্কেরুলকে বলতে শোনা যায়, 'ওই আন্দোলন আমি করিনি। কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারে যাচ্ছিলাম। আমার জন্য বিচারক আটকে থাকেননি। আমি মামলার কাজে বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম।' মোফাক্কেরুল ও তাঁর সঙ্গী আক্রামুলকে প্রথমে বাগডোগরা থানায়, পরে মালদা নিয়ে যাওয়া হয়। মালদার গাড়িতে ওঠানোর সময় মোফাক্কেরুলকে বলতে শোনা য়ায়, 'ডিলিট হয়ে যাওয়া ভোটারদের জন্য আন্দোলন চলবে। ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ।' মালদা জেলা আদালত তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে। মোথাবাড়িতে বিচারকদের ওপর হেনস্তার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছয়জনকে। তাঁদের মধ্যে দুজনের বিরুদ্ধে বিচারকদের গাড়িতে পাথর ছোড়ার অভিযোগ রয়েছে। ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকায় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও পথ অবরোধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও নয়জনকে। তাঁরা সবাই বিভিন্ন মেয়াদে পুলিশ হেপাজতে আছেন। শুক্রবারও থমথমে মোথাবাড়ি। টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ নতুন করে দুটি মামলা রুজু করেছে। এনিয়ে মোথাবাড়ি থানা এলাকায় এই ঘটনায় মোট ছয়টি মামলা রুজু হল। ছয়টি মামলাতে প্রায় দেড়শোজন অভিযুক্ত। ১১০ জনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। সকলের খোঁজে পুলিশি তল্লাশি চলছে। মোথাবাড়ির ঘটনা পর্যালোচনায় শুক্রবার বিকেলে জরুরি বৈঠক হয় হাইকোর্টে। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের সঙ্গে এই বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়াল ও স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ শমিদীপ দত্ত, খোকন সাহা, অরিন্দম বাগ, সৌরভ রায় ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ)

প্রশ্নে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

এনআইএ আধিকারিকরা মালদায় এসেছেন। ঘটনার দিনে এলাকার পরিস্থিতি, কীভাবে ঘটনাটি ঘটল ও তাদের ভূমিকা কী ছিল তা নিয়ে পুলিশকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। তদন্তকারীরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে একাধিক জায়গার ভিডিওগ্রাফি করেছেন। কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও সংগ্রহ করা হয়েছে। এনআইএ আধিকারিকরা অবশ্য সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সাতজন বিচারক গত বুধবার কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ করছিলেন। সেই সময়ই তাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েন। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তাঁদের ব্লক অফিসেই ঘেরাও করে রাখা হয়। ব্লক অফিসে যাওয়ার পথে এক মহিলা বিচারককে আমলিতলা এলাকাতেই ঘেরাও করে রাখা হয়। রাতে ব্লক অফিস থেকে বিচারকদের বের করে আনার সময় তাঁদের গাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সিবিআই অথবা এনআইএ-কে তদন্তভার দিতে নির্দেশ দেয়।

সেই নির্দেশ অনুযায়ী এনআইএ-র প্রতিনিধিদল শুক্রবার বিকেল ৪টা বেজে ৬ মিনিট নাগাদ মোথাবাড়ি থানা এলাকায় পৌঁছায়। বেশ কয়েকজনের দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে তদন্ত শুরু করে। মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় দাঁড়িয়ে কোন রাস্তা কোন দিকে গিয়েছে, ব্লক অফিস থেকে বেরোনোর আর কোনও রাস্তা রয়েছে কি না, বিচারকদের অন্য কোনও রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হত কি না সেসব তদন্তকারী অফিসাররা খতিয়ে দেখেন। মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি মোড় থেকে তদন্তকারী অফিসাররা হাঁটতে হাঁটতে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে চলে যান। যাওয়ার পথে কোন বাড়িতে, কোন দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে সেই তথ্য তাঁরা নোটবুকে টুকে নেন। বিচারকদের কোন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ব্লক অফিসের গেটের সামনে পুলিশের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। অন্য কোনও রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা যেত কি না তাও জানতে চাওয়া হয়। ব্লক অফিস থেকে কত দূরে বিচারকদের গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল তাও জেনে নেওয়া হয়।

পিএইচ মহেশ নারায়ণের নেতৃত্বে তদন্তকারীরা এরপর সোজা ব্লক অফিসে ঢুকে যান। ব্লকে উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বিচারকরা যে ঘরে বসে কাজ করছিলেন তা খতিয়ে দেখা হয়। ব্লক অফিসে থাকা সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়। সাড়ে ৪টা নাগাদ এনআইএ-র একটি প্রতিনিধিদল বিচারকদের নিয়ে যাওয়ার রাস্তা ও যেখানে যেখানে গাড়ি আটকানোর চেষ্টা বা হামলা হয়েছে সেই জায়গা খতিয়ে দেখতে যায়। মোথাবাড়ি থানা এলাকার আমলিতলা, গঙ্গাপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি সহ একাধিক এলাকায় তদন্ত চালানো হয়। আধিকারিকদের বেশ কিছু জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলতে দেখা যায়। আমলিতলা এলাকায় একটি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা গঙ্গাপ্রসাদ কলোনিতে যান। এই জায়গাতেই বিচারকদের পাইলট গাড়ি উলটে গিয়েছিল। সেই জায়গাতেও পুলিশকে এনআইএ-র একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। পুলিশের বয়ানের ভিত্তিতে একের পর এক পালটা প্রশ্ন উঠে আসতে থাকে। রাস্তার ধারে ডোবার পাশে দুটি ছোট মরা গাছ রয়েছে। গাছগুলিকে অক্ষত রেখে কী করে গাড়ি উলটে গেল বলে তদন্তকারীরা প্রশ্ন তোলেন।

গাছে গাড়ির ঘষা লাগার কোনও চিহ্ন রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হয়। ঘটনাস্থলে কয়েকটি ছোট মরা গাছকে অবশ্য ভাঙা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। সমস্ত এলাকাতেই এনআইএ কর্তাদের ভিডিওগ্রাফি, ফোটোগ্রাফিও নোট করতে দেখা যায়। আধিকারিকরা দীর্ঘ সময় ধরে মোথাবাড়ি বিডিও অফিসের ভেতরে বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ বেরিয়ে আসেন। তারপর গাড়িতে উঠে মোথাবাড়ি থানায় যান। সেখানে ওসির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। তাঁরা অনেকক্ষণ থানায় ছিলেন।

এদিকে, এনআইএ-র তদন্ত ঘিরে এলাকাবাসীর কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে প্রচুর মহিলা ও কিশোর-কিশোরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে তাদের কেউই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে রাজি হয়নি।

জোড়া হারেও রাহানে খুঁজছেন পজিটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। অনেক স্বপ্ন নিয়ে পথ চলার শুরু হয়েছিল। জোড়া ম্যাচ হারের পর স্বপ্নের ঘোর কেটে বাস্তবের রুক্ষ জমিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

বোলিংয়ের বেহাল দশা। ব্যাটিংয়ের অবস্থাও দারুণ, এমন নয়। বরং পার্টনারশিপের অভাবের পাশে প্রয়োজনের সময় দলের স্কোরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। রিঙ্কু সিংও হতাশ করে চলেছেন। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানেও যে দলকে দিশা দিতে পারছেন, এমন নয়। সবথেকে বড় বিষয় হল ক্যামেরন গ্রিনকে বল হাতে কবে দেখা যাবে, মাথিশা পাথিরানা কবে কলম্বো থেকে ভারতে এসে কেকেআর শিবিরে যোগ দেবেন, কারও জানা নেই।

এমন অবস্থায় আজ কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার হরভজন সিং কেকেআরের গ্রিনকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন। অজি অলরাউন্ডার বল না করলে কেকেআরের

গ্রিনকে নিয়ে হতাশ ভাজ্জি

প্রথম একাদশে তাঁর কোনও জায়গা নেই বলে মনে হচ্ছে ভাজ্জির। হরভজন আজ বলেছেন, 'কেকেআরের বর্তমান দলে গ্রিন জায়গা পেতে পারে না। সহজ কারণ, ও বল করছে না। কেকেআরের উচিত টিম সেইফার্টকে প্রথম একাদশে এনে ওকে দিয়ে ওপেন করানো। রোভমান পাওয়েলের কথাও ভাবা যেতে পারে।'

গ্রিনকে নিয়ে যেদিন হরভজন তাঁর হতাশা স্পষ্ট করে দিয়ে তোপ দেগেছেন। ঠিক সেদিনই কেকেআরের সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও দেওয়া হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গভীর রাতের ইডেন গার্ডেন্সে দলের সাজঘরে সতীর্থদের উৎসাহ দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করছেন অধিনায়ক রাহানে। জোড়া ম্যাচে ব্যর্থতার পরও রাহানে খুঁজতে চাইছেন পজিটিভ। কী সেই পজিটিভ? রঘুবংশীর রান পাওয়া, বল হাতে ব্লেসিং মুজারাবানির চার উইকেট দখল, গতরাতের ইডেনে ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মার দুর্দান্ত শুরুর পরও বিপক্ষ দলের রানে গতি কমাতে পারা- এমন নানা পজিটিভ দিক খুঁজছেন রাহানে। তাঁর কথায়, 'দুইটি ম্যাচে আমরা হেরেছি। কিন্তু তারপরও বলছি, অনেক পজিটিভ রয়েছে আমাদের জন্য। সেই পজিটিভ ভাবনা নিয়ে সামনে তাকাতে হবে। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে।'

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৫ রানে হারের পর আজ সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিল কেকেআর। সোমবার ইডেনে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে নাইটদের। শ্রেয়স আইয়ারের দলের বিরুদ্ধে হারের হ্যাটট্রিক রোখার নানা পরিকল্পনা চলছে নাইট শিবিরে। কিন্তু কেকেআর শিবিরের যা হাল, সমস্যা মিটবে কি? জবাব আপাতত সময়ের গর্ভে। শনিবার সন্ধ্যার ইডেনে নয়া উদ্যমে অনুশীলন শুরু করছেন রাহানেরা। জয়ের খোঁজে দলের কম্বিনেশনে বদল হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

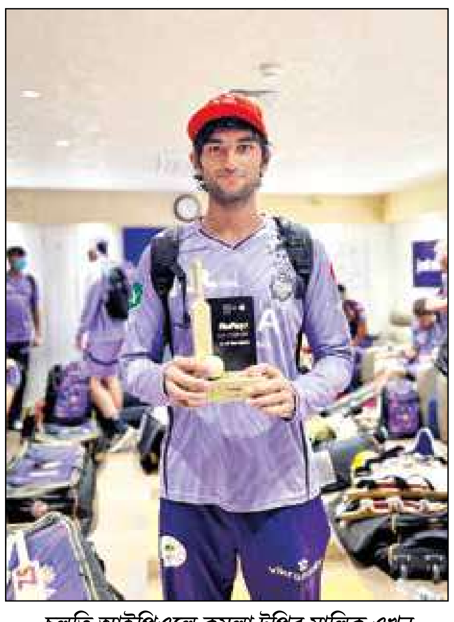

চলতি আইপিএলে কমলা টুপির মালিক এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অঙ্গকৃষ রঘুবংশী।

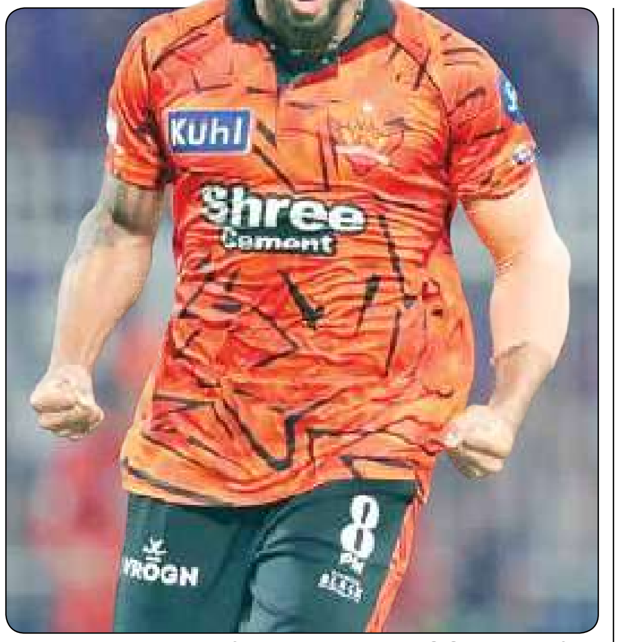

৩৯ রান করার পর বৃহস্পতিবার ২ উইকেটও নেন নীতীশ কুমার রেড্ডি।

নতুন শুরুর স্বপ্নে নীতীশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল : দলের সাফল্যে দুইজনেরই অবদান রয়েছে। অথচ দুইজন খেলার শেষে পড়েছেন ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

প্রথমজন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সহ অধিনায়ক তথা ওপেনিং ব্যাটার অভিষেক শর্মা। অপরজন হায়দরাবাদের অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অভিষেক রান পাননি। গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে ২১ বলে ৪৮ রানের ইনিংস খেলেছেন। তারপরই তিনি আউট হন। বাউন্ডারি লাইনে বরুণ চক্রবর্তী অভিষেকের ক্যাচ ধরেন। আউট হয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট ছিলেন না অভিষেক। ব্যাট হাতে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের ডাগআউটের উদ্দেশ্যে কিছু মন্তব্য করেছিলেন তিনি। যে প্রতিবেদন আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিতও হয়েছে। সেই কটূক্তি করার কারণে ৬৫ রানে হায়দরাবাদের ম্যাচ জয়ের পর ম্যাচ রেফারির রোষে পড়েছেন তিনি। অভিষেকের ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা হয়েছে। ফের এমন কাণ্ড করলে নির্বাসনের কবলেও পড়তে পারেন অভিষেক।

জরিমানা অভিষেকের

দলের সহ অধিনায়ককে নিয়ে অস্বস্তির রাতে হায়দরাবাদের নয়া 'নবাব' হিসেবে সামনে এসেছেন নীতীশ। ব্যাট হাতে ২৪ বলে ৩৯ রান করার পর বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের একসময়ের প্রিয় পাত্র নীতীশ আপাতত জাতীয় দলের কক্ষপথ থেকে অনেকটা দূরে। চলতি আইপিএলকেই প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ করতে চাইছেন তিনি। রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে ইডেন ম্যাচের সেরা নীতীশ বলেছেন, 'ব্যাট করার সময়ই পিচ নিয়ে ধারণা পেয়ে গিয়েছিলাম। পিচে দুইরকম পেস ছিল। স্লোয়ার ডেলিভারিও দ্রুত ব্যাটে চলে আসছিল। এটা বুঝে নেওয়ার পর নিজের মতো করে পরিকল্পনা করেছিলাম। বাকিটা মাঠে করে দেখিয়েছি।'

শেষ কয়েক মাসে চোটআঘাত থেকে শুরু করে পারফর্ম করতে না পারার কারণে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছেন নীতীশ। চলতি আইপিএলে নতুন শুরুর স্বপ্নে বিভোর নীতীশ প্রতিযোগিতা শুরুর আগে এক সপ্তাহ বিশেষ একজনের কাছে অনুশীলন করেছেন। সেই পরিশ্রমের ফলও পাচ্ছেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি নিজেই জানালেও কার কাছে অনুশীলন করেছিলেন তিনি, সেই নামটা গোপন রেখেছেন হায়দরাবাদ অলরাউন্ডার। উল্লেখ্য, রবিবার ঘরের মাঠে লখনউয়ের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ রয়েছে ঈশান কিষানদের।

গুজরাট-রাজস্থান দ্বৈরথে নজরে বৈভব

অক্ষরদের কাঁটা আজ মুম্বইয়ের আর ফ্যাক্টর

নয়াদিল্লি ও আহমেদাবাদ, ৩ এপ্রিল : কলকাতা নাইট রাইডার্স কয়েকদিন আগে যে আগুনে ঝলসে গিয়েছে। রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন ওপেনিং জুটির বিস্ফোরণের জবাব ছিল না বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণদের কাছে। শনিবার বরুণদের মতো কি হাল হতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস বোলারদেরও? প্রশ্নটাকে সামনে রেখে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের আকর্ষণীয় দ্বৈরথ।

নাইটদের হারিয়ে অভিযান শুরু করেছে মুম্বই। দিল্লি সেখানে উত্তেজক ম্যাচে হারিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে। তবে লখনউকে হারালেও দিল্লি ব্রিগেডে বেশ কিছু চিন্তার জায়গা রয়েছে, তা বেশ প্রকট। সেখানে মুম্বই শুরুতেই চ্যাম্পিয়ন মেজাজে। ২০১২ সালের পর জয় দিয়ে অভিযান শুরুর রেশ ধরে শনিবার দিল্লি বধের লক্ষ্যে নামবেন হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেড।

দুপুরের ম্যাচে মুম্বইয়ের তারকাখচিত ব্যাটিংকে সামলানোই টিম দিল্লির মূল পরীক্ষা। শুরুতে 'আর ফ্যাক্টর' (রোহিত, রিকেলটন)। মিডল অর্ডারে তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, শেরফানে রাদারফোর্ড, উইল জ্যাকসের মতো বিগহিটার, বিগ ফিনিশার। দলগত বোলিং সাফল্য ছাড়া যে ব্যাটিং লাইনআপকে আটকানো কঠিন। আর এখানেই মিচেল স্টার্কের অনুপস্থিতি অস্বস্তিতে রাখছে দিল্লির থিংকট্যাংককে।

সেক্ষেত্রে লাল বলে ঘরোয়া মরশুমে সাড়া ফেলে দেওয়া জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবি দারের সুইং দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন হেমাঙ্গ বাদানি (হেডকোচ), অক্ষররা। প্রথম এগারোয় থাকলে, রোহিতদের বিরুদ্ধে আইপিএল কেরিয়ার শুরুর চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলান ডেল স্টেইনের ভক্ত আকিব, চোখ থাকবে। লুঙ্গি এনগিডি-থঙ্গরাসু নটরাজন, মুকেশ কুমারের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ।

মুম্বইয়ের শক্তিশালী ব্যাটিংকে পরীক্ষার মুখে ফেলতে দিল্লির সেরা হাতিয়ার কুলদীপ যাদব-অক্ষর প্যাটেলের স্পিন জুটি। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ থেকে কিছুটা সাহায্য পেলে কুলদীপরা কিন্তু চাপে ফেলে দিতে সক্ষম তিলক-সূর্যদের।

দিল্লির লোকেশ রাহুল, পাথুম নিশাঙ্কা, নীতীশ রানা, ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে গত ম্যাচের চমক সমীর রিজভিদের জন্য আবার থাকছে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্ট, শার্দুল ঠাকুরদের মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। কঠিন যে হার্ডল টপকাতে ভালো শুরু প্রয়োজন, যার জন্য দিল্লি বড় ভরসা লোকেশের ব্যাট।

অপরদিকে চলতি লিগের প্রথম ডাবল হেডারে আগামীকাল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাতের ম্যাচে মুখোমুখি রাজস্থান রয়্যালস-গুজরাট টাইটান্স। রাজস্থান প্রথম ম্যাচে লিগের সফলতম দল চেন্নাই সুপার কিংসকে কার্যত গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গুজরাট সেখানে হার দিয়ে শুরু করেছে পাঞ্জাব কিংসের কাছে। তবে প্রথম ম্যাচের হারজিত ছাপিয়ে কালকের ম্যাচে আবারও মূল আকর্ষণ বৈভব সূর্যবংশী।

চেন্নাই ম্যাচে বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরিতে শুরুতেই চর্চার কেন্দ্র বৈভব। ১৫ বছর বয়সকে তুড়ি মেরে মাইকেল ভনের মতো প্রাক্তনরা ইংল্যান্ড সফরের ভারতীয় দলে বৈভবকে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। কাগিসো রাবাদা, প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজ সমৃদ্ধ গুজরাটের বিরুদ্ধে আগামীকাল আরও একটা বিস্ফোরণ দেখা গেলে, বৈভবকে নিয়ে দাবিটা আরও বাড়বে সন্দেহ নেই। রিয়ান পরাগ, যশস্বী জয়সওয়ালদের ভিড়ে চোখ থাকবে পনেরো বছরের তরুণ ওপেনারের দিকেই।

শক্তিশালী গুজরাট বোলিংয়ের জবাবে রাজস্থানের ভরসা দুই বিদেশি বোলার জোফ্রা আর্চার, নান্দ্রে বার্জারের গতি। স্পিন জাদু নিয়ে হাজির রবীন্দ্র জাদেজাও। জবাব দিতে প্রস্তুত শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শন, জস বাটলাররা। তবে শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দরদের প্রথম ম্যাচে সাদামাঠা পারফরমেন্স চিন্তায় রাখবে গুজরাটের হেডকোচ আশিস নেহেরাকে।

সবমিলিয়ে শনিবারের জোড়া ম্যাচে উত্তেজনার ভরপুর রসদ। দিনটা হিটম্যান রোহিত, নাকি 'বস বেবি' বৈভবের হবে, কিংবা নতুন কেউ নায়ক হয়ে উঠবেন, সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট, স্থান : নয়াদিল্লি

গুজরাট টাইটান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

অনুশীলনের ফাঁকে রাজস্থানের বৈভব সূর্যবংশীকে আদর প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরার।

আইপিএলের বহর বাড়ানোর ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : ৭৪-এর বদলে ৯৪টি ম্যাচ। দশের জায়গায় ১২ দল। গ্রুপ লিগে প্রতিটি দল ১৪-র পরিবর্তে ১৮টি করে ম্যাচ খেলবে। সবমিলিয়ে আরও বহর বাড়ছে আইপিএলের। ২০২৭ থেকে আইপিএল নিয়ে নাকি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এমনই পরিকল্পনা রয়েছে!

এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল। আইপিএলের জনপ্রিয়তাকে আরও কাজে লাগাতেই এমনই পদক্ষেপের কথা চলছে বোর্ডের অন্দরমহলে। ধুমল জানান, বিষয়টি আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। লিগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি লিগের সময়সীমা বাড়াতে বর্ধিত আইপিএল 'উইন্ডো'-র জন্য অন্যান্য দেশের বোর্ডগুলির সঙ্গে কথাবার্তা জরুরি। তারপরও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

চলতি আইপিএলে ১০টি টিম অংশ নিচ্ছে। সবমিলিয়ে ৭৪টি ম্যাচ। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দল ও ম্যাচ, দুইয়ের সংখ্যাই বাড়বে। ফলে সময়ও বাড়বে। ধুমল ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে ক্রিকেটে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে আগ্রহ কমছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। সমস্যার হাল খুঁজতে দেশগুলি নিজেদের টি২০ লিগ চালুর পথে হাঁটছে। বেশ কিছু টি২০ লিগ চালুও হয়েছে। আর এই ট্রেন্ড বজায় থাকলে আগামীদিনে দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক সিরিজের সংখ্যা কমবে। বাড়বে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ।'

পায়ে বল রেখে খেলা পছন্দ লিস্টনের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জামশেদপুর, ৩ এপ্রিল : সবসময়ই একগাল হাসি। এমনকি তিনি মাঠে পায়ে বল রেখে স্বার্থপরতা দেখান কি না প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও সেই হাসি মিলিয়ে যায় না।

লিস্টন কোলাসো এরকমই। গোয়ান সংস্কৃতির একেবারে জলজ্যান্ত ধারক যেন। কখনও চাপে আছেন এমনটাও যেমন মনে হয় না। তেমনি তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়াতেও বিরক্তি প্রকাশ নেই। সদ্যই জাতীয় দলের হয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে জিতে এসে যোগ দিয়েছেন ক্লাব দলে। ওই জয় যে ভারতীয় দলের ফুটবলারদের শরীরী ভাষা খানিকটা হলেও বদলে দিয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। যদিও এই প্রশ্ন করতে লিস্টনের জবাব, 'আমার আত্মবিশ্বাসে কখনও ঘাটতি হয়নি। কারণ আত্মবিশ্বাস কমা মানেই আপনি ঝামেলায় পড়ে গেলেন। বরং আগে কী হয়েছে ভুলে গিয়ে সবসময় ফোকাস সামনের দিকে রাখা ভালো। হংকং ম্যাচ জিতে ভালো লাগছে। কিন্তু ওই ম্যাচে কী করেছি তা ভুলে এখন আমি শনিবারের ম্যাচের দিকে তাকাতে চাই।' নিজের পারফরমেন্স নিয়ে অবশ্য খানিকটা চিন্তায় আছেন লিস্টন। বলেও ফেলেন সেকথা, 'এই মরশুমে আমার পারফরমেন্স নিয়ে আমি নিজে খুশি নই। আসলে মরশুম শুরুর পর লম্বা বিরতি থাকায় ছন্দ নষ্ট হয়েছে। তবে কোনও অজুহাত দিতে চাই না। জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে যাতে ভালো করতে পারি সেই চেষ্টাই করছি।' আর সেকারণেই এই গরমে বিকেল পাঁচটায় খেলা নিয়েও অজুহাত দিতে চান না। বলেছেন, 'এই প্রচণ্ড গরম এবং আর্দ্রতায় খেলতে কষ্ট তো হবেই। তবে ওটাকে অজুহাত হিসাবে দেখাতে চাই না। কারণ আমাদের জিততে হবে।'

গরম ও আর্দ্রতা নিয়ে চিন্তায়

লিস্টনকে অনেকেই স্বার্থপর ফুটবলার বলে থাকেন। পায়ে বল পেলে ছাড়তে চান না। লিস্টনের ব্যাখ্যা অন্য, 'আমি সহমত নই এই অভিযোগের সঙ্গে। ফুটবল খেললে বলের সঙ্গেই খেলতে হবে। যত পায়ে বল রাখতে পারবে ততই তুমি ভালো খেলবে। আমি বলের পিছনে না দৌড়ে বল নিয়ে খেলতে ভালোবাসি।' সত্যিই এভাবে বলকে পায়ে চুম্বকের মতো আটকে রাখতেই বা ক'জন ফুটবলার পারেন? শুধু তাঁর খেলার ধার যদি এতে আরও বাড়ে তাহলে হয়তো আরও একটু খুশি হন সমর্থকরা।

রেফারিকে কটূক্তি নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ৩ এপ্রিল : ফের বিতর্কে ব্রাজিলীয় তারকা নেইমার। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে স্যান্টোস ২-০ গোলে হারিয়েছে রেমোকে। ম্যাচে গোল পাননি, কিন্তু হলুদ কার্ড দেখেন নেইমার। যা নিয়ে ম্যাচের পর ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। রেফারির বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করতে গিয়ে নেইমার বলেছেন, 'রেফারির ঋতুচক্র চলছিল এবং ওই অবস্থায় মাঠে নেমেছিলেন।' ব্রাজিলীয় তারকার এহেন মন্তব্যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে ফুটবল মহলে।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

রায়পুর, ৩ এপ্রিল : খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস পুরুষদের ফুটবলে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। ফাইনালে ছত্তিশগড়কে ১-০ গোলে হারাল রঞ্জন ভট্টাচার্যর ছেলেরা। ম্যাচের ৪৪ মিনিটে বাংলার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন চাকু মান্ডি। এই সাফল্যের জন্য ফুটবলারদেরই কৃতিত্ব দিয়েছেন কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

হাই পারফরমেন্স শিবিরে ডাক সৌরাশিসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল : শেষ কয়েক বছরে বাংলার সফলতম কোচ তিনি। এহেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ি এবার নয়া দায়িত্ব পেলেন। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) এমার্জিং অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বোলিং কোচ হলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ১৩ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে এই শিবির চলবে। ১২ এপ্রিল বেঙ্গালুরু পৌঁছে যাচ্ছেন সৌরাশিস। সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান তথা কিংবদন্তি প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ ব্যক্তিগতভাবে অনূর্ধ্ব-২৩ এমার্জিং দলের বোলিং কোচ হিসেবে সৌরাশিসকে বেছে নিয়েছেন বলে খবর।

লক্ষ্মী-পুত্র অগস্ত্য সিওই-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল : বাংলার জার্সিতে ঘরোয়া ক্রিকেটে আগেই নজর কেড়েছেন তিনি। ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করেছেন। এবার সেই সাফল্যের পুরস্কার পেলেন বাংলা রনজি ট্রফি দলের কোচ তথা প্রাক্তন অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লার বড় ছেলে অগস্ত্য। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) আগামী ১৩ এপ্রিল থেকে দেশের বাছাই করা অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটারদের নিয়ে একটি বিশেষ শিবির হতে চলেছে। সেই শিবিরে বাংলা থেকে ডাক পেয়েছেন লক্ষ্মী-পুত্র অগস্ত্য। তিনি ছাড়া বাংলা থেকে রোহিত যাদবও ডাক পেয়েছেন এই শিবিরে।

চাকরি গেল গাত্তুসোর

রোম, ৩ এপ্রিল : টানা তিনবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ ইতালি। যার জেরে চাকরি গেল ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসোর।

মঙ্গলবার প্লে-অফে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে ইতালি। শুধু গাত্তুসোর ছাঁটাই নয়, পদত্যাগ করলেন ইতালীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইজিসি) সভাপতি গ্যাব্রিয়েলে গ্রাভিনা। সঙ্গে ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন জাতীয় দলের প্রতিনিধি প্রধান জিয়ানলুইগি বুফোঁও। ২০১৪ সালে শেষবার বিশ্বকাপে খেলেছিল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি।

জ্বালানিসংকটে সরকারের হয়ে আফ্রিদির ব্যাটিং!

ইসলামাবাদ, ৩ এপ্রিল : জ্বালানিসংকটে জেরবার পাকিস্তান। পেট্রোপণ্যের দামের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষোভের আগুন বাড়ছে। এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের হয়ে ব্যাট ধরলেন শাহিদ আফ্রিদি। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আর্জি জানিয়েছেন, সরকারের পাশে থাকার জন্য।

মার্চ মাসে পাকিস্তানে ডিজেলের দাম বেড়েছে ৫৪.৯ শতাংশ। এক লিটারের দাম দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান মুদ্রায় ৫২০.৩৫ টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় ১৭৫ টাকা মতো)। পেট্রোলের দাম পাক মুদ্রায় ৪৫৮.২০ টাকা। একলাফে বিশাল দাম বৃদ্ধিতে শাহবাজ শরিফ সরকারের ওপর ক্ষোভ বাড়ছে। যা নিয়ে এক ভিডিও বার্তায় আফ্রিদি বলেছেন, 'পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের সংকট বাড়ছে। গোটা বিশ্বের কাছেই চ্যালেঞ্জ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ অনেক দেশের তুলনায় পাকিস্তানের অবস্থা ভালো রয়েছে এখনও। জনগণের উচিত এর জন্য সরকারের পাশে থাকা।'

জ্বালানিসংকটের জের ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সুপার লিগেও পড়েছে। যাতায়াতের সমস্যা মেটাতে ছয়ের বদলে দুইটি শহরে (করাচি ও লাহোর) টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিরাপত্তার হুমকির প্রেক্ষিতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচ হচ্ছে। এরমধ্যেই পিএসএলে ধুন্ধুমার দুই বিদেশি ক্রিকেটারের ঝগড়ায়। দলের ডাগআউটের সামনে ডেভিড ওয়ার্নার ও মইন আলি দৃষ্টিকটুভাবে ঝামেলায় জড়ান। উত্তেজিত হয়ে চ্যাঁচামেচি করতে দেখা যায় ওয়ার্নারকে। পালটা দেন মইনও। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের প্রাক্তন দুই তারকার ঝামেলা থামাতে করাচি কিংসের শীর্ষকর্তাদের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করতে হয়।

অনুশীলনের ফাঁকে ফুরফুরে মেজাজে হার্দিক পান্ডিয়া ও রোহিত শর্মা। শুক্রবার।

বিরাটের পক্ষে সবই সম্ভব, দাবি যুবরাজের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল : দুই হাত ভরা সাফল্য। মুকুটে হাজারো মণিমানিক্য। কিন্তু সাফল্যের খিদে এতটুকু কমেনি। এখনও বিরাট কোহলি ব্যাট হাতে বাইশ গজে সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। দাবি যুবরাজ সিংয়ের।

টেস্ট ও আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেট থেকে বিরাট অবসর নিয়েছেন। ফলে ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ কম। তারপরও বিরাটের ব্যাটের ধার এতটুকু কমেনি। অবাক যুবরাজের কথায়, 'প্রায় বছর খানেক পর টি২০ ফরম্যাটে কোনও ম্যাচ না খেলেই আইপিএলে নেমেছিল। কিন্তু তারপরও একবারের জন্য একটা বলেও অস্বস্তিতে পড়তে দেখলাম না ওকে!'

যুবরাজের মতে, ক্রিকেটের দায়বদ্ধতাই যার নেপথ্যে। ক্রিকেট থেকে নতুন করে কিছু পাওয়ার না থাকলেও দায়বদ্ধতা, সাফল্যের খিদেতে এতটুকু ঘাটতি নেই। এখনও ব্যাট হাতে বাইশ গজে নামলে যে কোনও কিছু করার ক্ষমতা ধরে বিরাট। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে ঠিক সেটাই করে দেখাতে চান কিং কোহলি। বিরাটের যে স্বপ্নের শরিক রোহিত শর্মা। এক্ষেত্রে যুবরাজের প্রশ্ন, দুজনকে নিয়ে নির্বাচকদের কী পরিকল্পনা রয়েছে, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। টিম ম্যানেজমেন্ট বা নির্বাচকদের উচিত স্বচ্ছতা বজায় রেখে রোকোকে নিয়ে তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার করা।

যুবরাজ বলেছেন, 'জানি না রোকোর বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কী চলছে। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, সিদ্ধান্তটা নেবে নির্বাচকরাই। ওদের হাতে বিরাট-রোহিতের ওডিআই বিশ্বকাপ ভাগ্য। কিন্তু দুজনেই গ্রেট ক্রিকেটার। তাই ওদের নিয়ে যাই পরিকল্পনা থাকুক না কেন, তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। নির্বাচক-বিরাট-রোহিতের মধ্যে খোলা আলোচনা জরুরি। রাতারাতি এমন কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, যাতে দুজনের সঙ্গে বাকিদেরও অস্বস্তিতে পড়তে হয়।'

সিদ্ধান্তহীনতা, রাতারাতি পরিকল্পনা বদল নিয়ে বলতে গিয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির দিকে আঙুলও তুললেন। অভিষেক শর্মাকে টপকে ঈশান কিষানকে অধিনায়ক করা নিয়ে প্রশ্ন তুলে যুবির যুক্তি, 'দলে আগে এসেছে অভিষেক। বেশ কয়েক বছর ধরে খেলছে। লিডারশিপ গ্রুপেও ছিল। অথচ, ঈশানকে রাতারাতি অধিনায়ক করা হল। ২০০৭ সালে ঠিক এভাবেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। আমি তার আগে সহ অধিনায়ক ছিলাম। হরভজন সিং, বীরেন্দ্র শেহবাগও সিনিয়ার হিসেবে দলে ছিল। কিন্তু এমএসকে অধিনায়ক করা হয়।'

টিকিটের দামে রেকর্ড ফিফার

জুরিখ, ৩ এপ্রিল : আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের দাম একধাক্কায় অনেকটাই বাড়াল ফিফা। ১৯ জুলাই মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হতে চলা ফাইনাল ম্যাচের সর্বাধিক দামি টিকিটের মূল্য ছুঁয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যদিকে, মেক্সিকো সিটিতে কানাডা এবং মেক্সিকোর মধ্যে উদ্বোধনী ম্যাচের প্রথম ক্যাটিগোরির টিকিটের দাম ধার্য হয়েছে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ২০০ টাকা। টিকিটের এই আকাশছোঁয়া দামের পাশাপাশি 'ডায়নামিক প্রাইসিং' মডেল নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম ওঠানামা করছে। পাশাপাশি টিকিট বিক্রির ওয়েবসাইট বিকল হওয়ায় চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছে ফুটবল ভক্তদের। সমালোচনা সামলাতে ফিফা অবশ্য প্রতি ম্যাচের জন্য কিছু সস্তার টিকিট (৪৮০০ টাকা) ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আনোয়ারের এমআরআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল : জাতীয় শিবির থেকে ফিরে শুক্রবার অনুশীলনে যোগ দিলেন ইস্টবেঙ্গলের তিন ফুটবলার আনোয়ার আলি, জিকসন সিং ও এডমুন্ড লালরিনডিকা। তবে আনোয়ারের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল না এদিনও। সূত্রের খবর, তাঁর চোটের জায়গায় এমআরআই করা হয়েছে। শনিবার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বোঝা যাবে চোট কতটা গুরুতর। এদিন মাঠে এলেও সাইডলাইনেই বসেছিলেন আনোয়ার। আসলে চোটের পরিস্থিতি না বুঝে তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গল থিংকট্যাংক।

হারের ডাবল হ্যাটট্রিক মহমেডানের

পাঞ্জাব এফসি ২ (সুঙ্গুসি, র‍্যামিরেজ)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব- ১(রেমসাঙ্গা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল : আইএসএলে হেরেই চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শুক্রবার পাঞ্জাব এফসি ২-১ গোলে তাদের হারিয়ে দেয়। এই নিয়ে একটানা ছয় ম্যাচ হার রেড রোডের ক্লাবটির।

ম্যাচের প্রথম গোলটা কিন্তু মহমেডানই করেছিল। ২৯ মিনিটে হিরা মণ্ডলের পাস থেকে ফিনিশ করেন লালরেমসাঙ্গা ফানাই। প্রথমার্ধের শেষদিকে সুঙ্গুসি এফিয়ংয়ের দূরপাল্লার শট পাঞ্জাব পোস্টে লেগে ফিরে আসে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোলহজম করে মহমেডান। সামির জেলজকোভিচের পাস থেকে গোল করেন সুঙ্গুসি। মহমেডান ফুটবলাররা হ্যান্ডবলের দাবি করলেও রেফারি কর্ণপাত করেননি। ৫৩ মিনিটে পাঞ্জাবের হয়ে গোলটি ড্যানি রামিরেজের।

লোবেরার চিন্তা এজেকে নিয়ে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জামশেদপুর, ৩ এপ্রিল : ম্যাচ নয়, করিডরে দাঁড়িয়ে অল্পক্ষণের কথাবার্তায় হালকা ভেসে এল এই দুঃসময়ে পরিবার-পরিজন কে কোথায় কেমন আছেন, সেই সবই।

আর তাই সম্ভবত পাঁচ ম্যাচ জিতে তিনি চাপে কি না প্রশ্ন করতেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ সের্জিও লোবেরার উত্তর, 'এগুলো চাপের বিষয় নয়। চাপ হয় যখন পরিবারের জন্য অন্নসংস্থানের সুযোগ কমে যায় কী আপনাকে সামরিক বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে যেতে হয় বা পরিবারে কেউ অসুস্থ হয় তখন। ফুটবল খেলা সেই তুলনায় অনেক

আজ জয়ে ফিরতে মরিয়া মোহনবাগান

আইএসএলে আজ

জামশেদপুর এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : জামশেদপুর
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

সহজ। তবে আমি ভারতবর্ষের সেরা ক্লাবে কোচিং করাচ্ছি। যেখানে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে আপনার খুশি হওয়ার জায়গা নেই। রিয়াল মাদ্রিদের মতো আপনাকে চ্যাম্পিয়নই হতে হবে।' প্রতিপক্ষ ডাগআউটে যিনি বসবেন সেই ওয়েন কোয়েলও প্রাজ্ঞ কোচ। যতই সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝে দুজনে বন্ধু হিসেবে পরিবার নিয়ে আলোচনা করুন না কেন, এদেশের ফুটবলে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে তাঁদের যে এই শনিবারের ম্যাচটাই সাহায্য করতে পারে, সেই কথা না বোঝার কোনও কারণ নেই লোবেরা কী ওয়েনের। মোহনবাগান ও জামশেদপুর এফসি পয়েন্টের হিসাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। শুরুটা দুর্দান্ত করে আপাতত কিছু পয়েন্ট খুইয়ে তিন আর চারে চলে যাওয়া চিন্তায় রেখেছে দুই কোচকেই। আইএসএলে

জেআরডি টাটা স্টেডিয়ামের মাঠ দেখে এলেন সের্জিও লোবেরা।

যোগ দেওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরই হয় কাপ না হয় শিল্ড জেতায় মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে এই তিনে নেমে যাওয়া প্রায় শেষ স্থান পাওয়ার শামিল। তবু হয়তো তাঁদের একাংশ শনিবাসরীয় বারবেলা পার করে ইস্পাত নগরীতে পৌঁছে যাবেন দলের পাশে থাকতে। স্থানীয় বাঙালিদের একাংশও যে আসবেন, তা বোঝা গেল অনুশীলনের সময়ে কৌস্তভ সরকারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে টিএফএ-র গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আদি বাড়ি বর্ধমানে বলেই পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ম্যাচের দিন মোহনবাগানের জন্য গলা ফাটাতে স্টেডিয়ামে যাচ্ছেনই। তিনি না হয় বাঙালি! কিন্তু অবাক করার মতো ব্যাপার হল উবের চালক জসপ্রীত সিংও বলে ফেললেন, 'টাটা স্টিলের বড় কর্তাদের কাছ থেকেই টিকিট পাই বলে খেলা দেখার অভ্যাসটা থেকে গেছে। এখন জামশেদপুর এফসি হয়েছে কিন্তু আগে তো মোহনবাগানকেই সমর্থন করে এসেছি চিরকাল।' মনে মনে এখনও হয়তো তিনি মোহনবাগানের জয়ই চাইবেন শনিবার।

এসব সমর্থন-টমর্থন নিয়েও শনিবার জেতা যে খুব সহজ হবে না তা বেশ বুঝতে পারছেন লোবেরা। প্রায় ৪০ ডিগ্রি গরমে বিকেল পাঁচটায় ম্যাচ খেলা খুব সহজ কাজ নয়। তাছাড়া তাঁর দল সেট পিসে এবং আক্রমণে বৈচিত্র্য দেখাতে পারছে না সেভাবে। এদিন অনুশীলনে দুই উইং ব্যবহারের উপরেই জোর দিলেন বেশি। এই জেআরডি টাটা স্টেডিয়ামে ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে পড়েছে সবুজ-মেরুন জার্সিধারীদের কাছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরের পর থেকে এই মাঠে জয় নেই মোহনবাগানের। ডিফেন্সে স্টিফেন এজে নামের এক দৈত্যকার প্রহরী যে তাঁদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ায় সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন তা পরে একান্ত আলাপচারিতায় স্বীকার করে নিলেন লোবেরা, 'সাংঘাতিক ফুটবলার। ওকে নজরে না রাখলেই বিপদ হতে পারে। ডিফেন্স তো দুর্দান্ত আগলায়ই, কিন্তু সেট পিসের সময়ে এবং ম্যাচের শেষদিকে স্টিফেন প্রতিপক্ষ বক্সেও বিপজ্জনক।'

ওয়েনের আফসোস আবার মাদিহ তালালকে না পাওয়ায়। এটাও ঘটনা, তালালের চোটের পর থেকেই জামশেদপুরের খেলার ফল বেশ খারাপ। সেসব কারণেই হয়তো জিতবই কথাটা জোর দিয়ে না বলে এই ইংরেজ কোচ বললেন, 'দুইটি অসাধারণ দলের মধ্যে এক নম্বরে ওঠার লড়াই আশা করি উপভোগ্য হবে।' মোহনবাগানের অবশ্য উপভোগ্য হওয়ার থেকেও প্রার্থনা থাকবে তিন পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফেরার।

লিভারপুলকে হাফডজন মিনার্ভার : স্পেনে আয়োজিত মিক কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে লিভারপুলকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ভারতের মিনার্ভা অ্যাকাডেমি। রাজ সিং হ্যাটট্রিক করে। জোড়া গোল করে আজম। অপর গোলটি অ্যামারসনের। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য মিনার্ভা অ্যাকাডেমিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

টানা দ্বিতীয় জয় পাঞ্জাবের

চেন্নাই সুপার কিংস-২০৯/৫
পাঞ্জাব কিংস-২১০/৫
(১৮.৪ ওভারে)

চেন্নাই, ৩ এপ্রিল : চলতি আইপিএলের শুরুতেই টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল পাঞ্জাব কিংস। উনিশতম আসরে প্রথমবার ঘরের মাঠ এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে খেলতে নামা চেন্নাই সুপার কিংসকে ৫ উইকেটে তারা হারিয়ে দিল। পাঞ্জাবের পরবর্তী ম্যাচ সোমবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে। যার জন্য শনিবারই তারা সিটি অফ জয়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

আজ কলকাতায় পা শ্রেয়সদের

সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় টস করতে আসতেই তাঁকে সাড়ম্বরে স্বাগত জানায় চিপকের গ্যালারি। সিএসকে ভক্তদের চিৎকারের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, রুতুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে চুপ করে যেতে হয় সঞ্চালক ইয়ান বিশপকে। চেন্নাইয়ের দর্শকদের সেই উদ্দীপনা বজায় রেখেছিলেন আয়ুষ মাত্রে। ৪৩ বলে তাঁর ৭৩ রানের ইনিংসে ভর করে ইয়োলো ব্রিগেড থামে ২০৯/৫ স্কোরে।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য হয়েছিল হলুদ জার্সিতে সঞ্জু স্যামসনের (৭) টানা দ্বিতীয় ব্যর্থতা দিয়ে। তাঁকে তুলে নেন জেভিয়ার বার্টলেট (৪৮/১)। এরপর রুতুরাজের (২৮) সঙ্গে ৯৬ রানের জুটিতে ইনিংস গড়ার দায়িত্ব নেন রোহিত শর্মার ভক্ত আয়ুষ। রুতুকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন যুযবেন্দ্র চাহাল (২১/১)। তবে হিটম্যানের ঢংয়েই 'ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচে' মাঠের সর্বত্র বল ফেললেন আয়ুষ। যার মধ্যে নবম ওভারে মার্কাস স্টোয়িনিসকে সোজা ব্যাটে টানা দুইটি ছয় নিঃসন্দেহে সেরা। খেলার বিপরীতে বিজয়কুমার ব্যশকের (৩৮/২) বলে আউট হন আয়ুষ। তবে চেন্নাইকে দুইশো পার করানোর কারিগর শিবম দুবে (২৭ বলে অপরাজিত ৪৫)। লোয়ার অর্ডারে সরফরাজ খানের (১২ বলে ৩২) ক্যামিও ইনিংসও প্রশংসার দাবি রাখে।

অর্ধশতরানের পথে বিধ্বংসী মেজাজে শ্রেয়স আইয়ার। শুক্রবার।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই ঝড় তোলেন প্রিয়াংশ আর্য (১১ বলে ৩৯)। তবে অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে তিনি উইকেট উপহার দিয়ে এসেছেন ম্যাট হেনরিকে। সেই ধাক্কা সামলে দেন প্রভসিমরান সিং (৪৩) ও কুপার কনোলি (৩৬)। এরপর শ্রেয়স আইয়ারও (২৯ বলে ৫০) ছন্দে থাকায় সমস্যা হয়নি পাঞ্জাবের। ৮ বল হাতে রেখে তারা ৫ উইকেটে ২১০ রান তুলে নেয়।

নতুন শুরুর স্বপ্নে নীতীশ
-খবর তেরোর পাতায়

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় কমলেশ বসু

গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ বুধবার ভোর ৫টায় নিজ বাসভবনে আমাদের বাবা ইহলোক ত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ৫ এপ্রিল, ২০২৬ রবিবার নিজ বাসভবনে (দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি) পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং ৬ এপ্রিল, ২০২৬ সোমবার সায়াহ্নে নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠানে নিজ বাসভবনে সকল শ্মশানবন্ধু, আত্মীয় পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ইতি
সুদীপ বসু ও পরিবার
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

নৈশালোকেও হবে অষ্টম বর্ষের এসসিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানের অষ্টম বর্ষের শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগ (এসসিএল) শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে সভাপতি জ্যোতি দে সরকার ও সচিব ভীম সেন গোয়েল এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি চলবে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৬টায় খেলা শুরু হবে। বেশ কিছু খেলা দেওয়া হয়েছে নৈশালোকেও। প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে- মুখার্জি হসপিটাল, সিটি সেন্টার, নেওটিয়া গেটওয়েল, ব্রিগেড বয়েস, ম্যাগনাস টাইটান্স, এএএ সাক্সেস, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ও রিয়াংশী সুপারস্টার্স।

কোয়ার্টারে এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : পুরুলিয়ায় সিধো-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদের খো খো-তে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। শুক্রবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১ ইনিংস ও ৩২ পয়েন্টে বিহারের মগধ বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়েছে। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে এনবিইউয়ের প্রতিপক্ষ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

দলবদলের প্রথমদিনে উজ্জ্বল জিটিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য শুক্রবার দলবদল শুরু হয়েছে। পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ জানিয়েছেন, দলবদলের প্রথমদিনে ২৩৫ জন ১৫টি ক্লাবে সই করেছে। জিটিএস ক্লাবে এদিন ঘর গুছিয়ে নিয়েছে। মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব থেকে উত্তম রাই, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব থেকে গণেশ লিম্বু, বিবেকানন্দ ক্লাব থেকে সুমন সূত্রধর, নবীন সংঘ থেকে খোকন রায় ও বান্ধব সংঘ থেকে রাজীব সিনহা জিটিএস ক্লাবে সই করেছেন।

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
NAAC Accredited
ADMISSION OPEN-2026

Engineering & Science
• B.Tech(CE, ME, ECE, EE, CSE, CSE AI & ML)
• B.Tech (Lateral Entry)
• B.Sc. in Data Science & AI
• M.Tech - CSE
• M.Tech - Structural Engineering
• M.Tech - Water Resource
• B.Sc. Mathematics (Hons.)
• B.Sc. Chemistry (Hons.)
• B.Sc. Physics (Hons.)
• M.Sc. Physics
• M.Sc. Chemistry
• M.Sc. Mathematics
• B.Sc. (Pass)

Allied Health Science
• B. Sc. in Health Information Management
• Bachelors of Emergency Medical Technologist
• B.Sc. in Cardiac Care Technology
• Bachelors of Dialysis Therapy Technology (BDTT)
• Bachelor of Medical Laboratory Science - BMLS
• Bachelor in Optometry
• Bachelor of Medical Laboratory Science - BMLS(LE)
• Master of Medical Laboratory Science(MMLS)(MMLT)
• Master of Dialysis Therapy (MDT)

Law
• BA-LLB (Hons.)
• BBA-LLB (Hons.)
• LL.B (3 Years)
• LL.M (2 Years)

Computer Application
• BCA
• Int. MCA
• MCA

Yoga & Naturopathy
• PGDYET

SCAN & APPLY

MERIT SCHOLARSHIP upto 2.8 Lakh

Management & Commerce
• BBA
• B.Com (Hons.)
• B.A. Economics (Hons.)
• B.Sc. Economics & Data Analytics (Hons.)
• MBA
• MBA for working Professionals
• M.Com
• MA./M.Sc. Economics

Physical Education
• D.P.Ed • B.P.E.S(LE)
• B.P.Ed • M.P.E.S
• B.P.E.S

Special Education
• B.Ed Spl. Ed. (ID)
• M.Ed Spl. Ed. (ID)
• Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID)
• Integrated B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)

Pharmaceutical Sciences
• Diploma in Pharmacy (D. Pharm)
• Bachelor of Pharmacy (B. Pharm)

Liberal Arts
• B.A. (Pass)
• B.A. English (Hons.)
• B.A/B.Sc. Psychology (Hons.)
• MA English
• M.A/M.Sc- Psychology

Clinical Psychology
• B.Sc. Clinical Psychology (Hons.)
• Professional Diploma in Clinical Psychology

Education
• B.Ed
• M.Ed

Nursing
• ANM
• GNM
• B.Sc. Nursing

ICFAI Office - Siliguri : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001, Ph: 0353-3501891, 9933377454
University Campus: Kamalghat, Mohanpur, Agartala -799210, Tripura (W)
Ph: 0381-2865752/62, 8415952506, 6909879797